



सांख्ययोगाचार्य-श्रीमत्-हरिहरानन्द-स्वामि-कृतः

## सांख्यतत्त्वालोकः

तत्त्वनिदिध्यायनगाथा-महायोगेश्वरस्तोत्रादि-समेतः

कापिलाश्रमात् वितरणार्थं

श्रीमत् स्वामि-सच्चिदानन्द-आरख्येन प्रकाशितः ।

ॐ

के उपहृत इहान ।

सांख्ययोगाचार्य-श्रीमत्-हरिहरानन्द-स्वामि-विरचित

## ज्ञानवाद सांख्यतत्त्वालोक

तत्त्वनिदिध्यायनगाथा, महायोगेश्वरस्तोत्र, संक्षिप्त तत्त्व-

साक्षात्कार, तत्त्वसाधनेन समवाय ७ विशेष-

प्रणाली, कर्मतत्त्व प्रकृति समेत

श्रीश्री-समाजे वितरणार्थं कापिलाश्रम इहते

श्रीमत्-स्वामी सच्चिदानन्द अरण्य कर्तृक प्रकाशित

(कापिलाश्रम, नयागवाई पोस्ट, लखनौ ।)

## कलिकाता

(२४, त्रिविध विद्यावन्त लेन्,) त्रिविध विद्यावन्त यत्र

श्रीशशिभूषण कृतिवत्त भट्टाचार्या द्वारा मुद्रित ।

संवत् १९६०, ई० १९०३ ।

# সূচী ।

উপহৃত নীতি	...	...	পৃষ্ঠ ১০—১০
সাংখ্যতত্ত্বালোক	...	...	" ১—৭৮
তত্ত্বনির্দিষ্টাঙ্গসংগ্ৰহ	...	...	" ৭৯—৮২
মহাযোগেশ্বরস্তোত্রম্	...	...	" ৮৩—৮৭
পারিতোষিক-শব্দার্থ	...	...	" ৮৮
সংক্ষিপ্ত তত্ত্বসংক্ষেপ	...	...	" ৮৯—১১৩
তত্ত্বসাধনের বিশেষ ও নমস্কারপ্রার্থী	...	...	" ১১৩—১৩৩
অপূর্ণ-গণক-বিচার	...	...	" ১৩৩—১৩৯
সাংখ্যের দ্বৈত	...	...	" ১৩৯—১৪২
লোকসংস্থান	...	...	" ১৪২—১৪৪
কর্মতত্ত্ব	...	...	" ১৪৫—১৬০

শব্দ		পৃষ্ঠ	পৃষ্ঠ
স্বর্ষমন্তুর্ঘী	শিখাধামকঃ স্বর্ষমন্তুর্ঘী	৫	৭
কারণবর্ণ	করণবর্ণ	৫	২১
বিষয়স্বরূপ	বিষয়স্বরূপ	৫	২৬
প্রত্যক্ষ	অদৃশ্য	২৫	৯
বাস্তবতা	বাস্তববাস্তবতা	২২	২২
বিদ্যমান	বিদ্যমান	৪৫	৫
আশ্রয়দ্রব্য	আশ্রয়দ্রব্য	৫৫	১৬
মহাশব্দ	মহাশব্দ	৫২	৯
প্রকাশধর্ম	প্রকাশধর্ম	৫২	২১
গনন	গুণ	৫৫	৩
জগতের হইয়াছে	স্বসৃষ্টি বা চিন্তিতাবিশেষ হয়।	৫৫	১৪
অতদ্ব	অত	৫৭	২৪
লক্ষ	লক্ষ	৫২	৪
কিন্তু	কিন্তু	১১২	৯
সংসৃষ্টি	সংসৃষ্টি	১১২	২১
অব্যক্তের	অনাস্ত্র অব্যক্তের	১২৪	১১
ব্যক্তির	ব্যক্তি	১৪১	৭
শ্রেণীভেদের	শ্রেণীভেদের	১৫১	১৭
১২০ পৃষ্ঠ	১০৩ পৃষ্ঠ	১৫৫	২০
শব্দাসংস্থো	শব্দাসনস্থো	১৫৫	৪
মহতি-বিদ্যা	মহতি-বিদ্যা		১৪

## উপক্রমণিকা ।

যাহারা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা দার্শনিক বিষয় চিত্তা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকই পদার্থ বুঝা কঠিন হইবে না। কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংলান্ধী শব্দের দ্বারা ভয় বুদ্ধেন। তাঁহাদের জন্য এই স্থলে আমরা প্রধান প্রধান পদার্থ ইংলান্ধী প্রণালীতে বুঝাইয়া দেখাইব। গুণত্রয় সাংখ্যের মর্ক্যাপেক্ষা গুণত্রয় পদার্থ। তাহাদের স্বরূপ পাঠকের মনে স্পষ্ট রূপে ধারণা না হইলে, সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশলাভ করা দুঃকর হইবে। অতএব তাহাই প্রথমে ধরা যাউক। কোনপ্রকার জিন্মা না হইলে আমাদের কিছুই বোধগম্য হয় না। শব্দাদিবা সমস্ত এক একপ্রকার জিন্মা, তাহা হইতে আমাদের চিত্তে একপ্রকার জিন্মা হয়, তাহাতেই আমাদের বোধ হয়। এক অবস্থায় পব আর এক অবস্থায় যাওয়ার নাম জিন্মা, এই লক্ষণে বার ও আশ্রয় সব জিন্মাই পড়িবে। Prof Begelow তাঁহার Popular Astronomyতে বলি যাহেন যে, Force, Mass, Surface, Electricity, Magnetism প্রভৃতি সমস্ত "are apprehended only during instantaneous transfer of energy." তিনি আরও বলেন, "Energy is the great unknown entity, and its existence is recognized only during its state of change." সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকান ইহাকে বলেন, "রজসা উদ্যাটিতঃ", রজঃ বা জিন্মা-শীলভাব দ্বারা উদ্যাটিত হইলে আমাদের বোধ হয়। পাঠক প্রশ্নমতঃ 'জড় পদার্থ'কে 'Unknown Entity' বিবেচনা করিয়া তাহার সহজে সমস্ত 'পূর্ক-সংক্কাব' ত্যাগ করিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হউন। প্রথমতঃ সর্ববোধের হেতুভূত বার ও আশ্রয় এক জিন্মাশীলতা পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের বহঃ। ইংলান্ধীতে উহাকে Mutative Principle বলা যাইতে পারে। সমস্ত জিন্মার একটা পূর্ক ও পব স্থিতিশীল ভাব থাকে, তাহাকে Conserved বা Potential State বলে। বোধের শেষ জিন্মা মস্তিষ্কে, স্মরণ্য মস্তিষ্কে (বা জড়পদার্থে) বোধ হেতু জিন্মার Potential State বা স্থিতিশীল ভাব পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের ভবঃ। (মাণ্যমতে মস্তিষ্ক ও মন মূলতঃ একজাতীয়) স্মরণ্য তমকে Insentient বা Conservative Principle বলা উচিত। সেই মস্তিকনানক 'বিশেষপ্রকারের Potential Energy বা Conservative Principleএর যখন পরিণাম বা Transfer of Energy বা Change হয়, তখনই আমাদের বোধ হয়। অতএব Conservation এবং Mutation নামক অবস্থায় শেষ বস

বোধ বা Sentient State. জড়তা ক্রিয়ায় দ্বারা উদ্ভিক্ত হইলে পব এই যে  
 বুরভাব হয়, তাহাই সাংখ্যের প্রকাশশীল মত। তাহাকে Sentient Principle  
 বলা যাইতে পারে। অতএব যাহাকে 'জড়' পদার্থ বা অনানুভাব বলা যায়,  
 তাহাতে আমরা Sentient, Mutative ও Conservative এই তিনপ্রকার  
 Principle বা তত্ত্ব পাইলাম। অল্প অল্পবাদকগণ মত, বস্তু ও তমকে Good,  
 Indifferent, Bad প্রভৃতি শব্দে অল্পবাদ করিতে শাস্ত্রের ইংবাজী অল্পবাদ  
 সকল এইরূপ হাত্মস্পদ হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তেই এই তিন তত্ত্ব  
 পাইবে। বসায়নের Elementএব ত্রাথ উহা সাংখ্যের মূল অনানুভাবনীয়  
 Element. ঐ বিভাগ অতীব সৰল এবং উহা খাটাইয়া সমস্ত অনানুভাব  
 বিচার কবিলে একপ সন্দেহ সঙ্গতি হয়, যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইবে।  
 মত, রজঃ ও তমঃ অবিচ্ছেদে মিলিত। কারণ যাহা Potential বা Conser-  
 vative Stateএ থাকে, তাহাই Mutative Stateএ (Kinetic বলিলে গতি  
 বা বাহ্যক্রিয়া মাত্র বুঝায়, কালব্যাপী মানসক্রিয়া বুঝায় না, তাই Mutative  
 শব্দ প্রযোজ্য) আসিয়া Sentient Stateএ যায়। Potential State দুই  
 প্রকার, মলিন ও অমলিন (১১৮ পৃ.) বা Differentiable ও Indifferentiable  
 যাহা Absolutely indifferentiable Potential state of Non self exist-  
 ences, তাহাই সাংখ্যীয় প্রকৃতি। উহাব নামান্তর অব্যক্ত বা Unknowable  
 Entity. তাহার ব্যক্তাবস্থা হইলে তাহা তিনপ্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—  
 Sentient, Mutable, ও Conservative পাশ্চাত্যগণ Mutable ও Conser-  
 vative এই দুই অবস্থা বুঝেন, কিন্তু সাংখ্যগণ Sentient অবস্থাও ধরেন।  
 বিষয় বা Knowable পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তদ্বশ্যে  
 শব্দ, রূপ ও গন্ধ প্রধান জ্ঞেয় বিষয়। শব্দে জ্ঞেয়তা বা Sentient P প্রধান,  
 রূপে Mutative P প্রধান এবং গন্ধে Conservative P. প্রধান (৫৬ পৃ:)।  
 স্পর্শ, শব্দ ও রূপের মধ্যস্থ, এবং রস, রূপ ও গন্ধের মধ্যস্থ। বেনন শাল,  
 হৃদিদ্রা ও নীল এই তিন বর্ণ প্রধান এবং সবুজ ও কমলার রং মধ্যস্থ ও  
 মিলনমাত্র, তরুণ। করণশক্তি বিভাগে দেখা যায় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে  
 Sentient P প্রধান, কর্ণেন্দ্রিয়ে Mutative P. প্রধান এবং শ্রোণে Con-  
 servative P. প্রধান, কারণ শরীর বস্তুতঃ প্রাণিত্বের Potential Energy  
 স্বেচ্ছা ব্রাহ্মণেশাদির বিকল্পণ বা Mutation হইলে লোহচৌষ্টাদি হয়।

চিত্ত বিচাবে দেখা যায়, প্রমাণ, চেষ্ঠা ও ধৃতি বা *Cognition, Action and Retention* প্রধান এবং তাহারা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রধান বৃত্তি। অমুভব বরণ্যত ভাববোধ (কতবট, *Feeling*) এবং বিস্ময় বা *Vague Ideation* মধ্যস্থ বৃত্তি। প্রমাণাদির অবান্তর ভেদও ঐপ্রকার। প্রমাণ = প্রত্যক্ষ বা *Perception*, অনুমান বা *Inference* এবং আগম বা *Transference (Transferred Cognition)* (২৬ পৃষ্ঠ)। অমুভব = জ্ঞানসহ্যত, যেমন *Recollection*, চেষ্ঠাসহ্যত বা *Muto-esthetic* বা *Kine aesthetic* অমুভব এবং শারীর বা *General Sensibility* চেষ্ঠা = সঙ্কল্প বা *Volition*, কল্পনা বা *Imagination* এবং অবধান বা *Attention* বিকল্প = বস্তুবিবর্তন, ক্রিয়াবিকল্প ও অভাববিবর্তন, *Positive, Predicative* ও *Negative Terms* হইতে যে অবস্তুবিষয়ক (*Inconceivable*) চিত্তভাব বা *Vague Ideation* হয়, তাহাই ঐ তিন। ধৃতি = বোধ্যধৃতি, চেষ্ঠাধৃতি ও বন্ধভাবধৃতি অর্থাৎ *Retention of Objective Sensations, Actions and Insentient States* (বেদন নিদ্রাদি)।

সুখাদিতেও ঐরূপ দেখা যায়। যে ঘটনার বোধ স্কুট, বিস্ত বোধজনক ক্রিয়া বা *Stimulation* বেশী নহে অর্থাৎ অসহজ নহে, তাহাতে সুখ হয়। *Over-stimulation* বা ক্রিয়াভাব বেশী থাকিলে তাহাতে দুঃখ হয়। মনে কব শারীর পীড়া বা *Pain*, শরীরের যে *General Sensibility* আছে, তাহা কোন আগন্তক কারণে (বেদন পের্ণ বা মধ্য *Uric acid* অথবা *Microbe*) *over-stimulated* হইলে অর্থাৎ *Nerves of General Sensibility* সকলের অতিক্রিয়া বা অসহজ ক্রিয়া হইলে পীড়া হয়। সহজ *Stimulation* পাইলে সুখ হয়। তজ্জয় সুখে সত্ত্ব বা *Sentient P.* প্রধান এবং *Mutative P.* কম। আর দুঃখে *Mutative P.* প্রধান এবং তদুলনায় *Sentient P.* কম। তমঃ বা *Insentient* বা *Conservative Principle* বেশী যে অবস্থার, তাহাব নাম বোধ বা *Insentience*

মুলাস্তঃকরণক্রমের মধ্যে বুদ্ধি বা মহৎ = *Cognizor of Non-self Existences*. তাহাতে অবশ্য *Sentient P.* বা সত্ত্ব সর্বাংশে অধিক। তৎপরে অহঙ্কার = *Faculty wuch identifies Self with Non Self* জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে জাতান্তে একপ্রকার ছাপ, যাহাতে জাতা 'অনায়েব জাতা' হয়। এই



## सांख्यतत्त्वालोकः ।



यथा कलावशिष्टोऽपि शशी राजत्युपप्लुतः ।  
 तारकादखिलात्म्यक् प्रोज्ज्वलश्च तमोऽपहः ॥  
 कालराहुसमाक्रान्तमपि तद्वद्विभाति यत् ।  
 सर्वतोर्धेषु शास्त्रन्तद्वक्त्तारं कपिलं नुमः ॥  
 तत्त्वानि कुसुमानीव धीरधीमधुभृन्सुदम् ।  
 दधन्ति परियोमन्ती सांख्यारामे हि कापिले ॥  
 विभक्तियुक्तिशीलत्रिगुणसूत्रेण यो मया ।  
 तत्त्वप्रसूतहारोऽयं ग्रथितः संयतात्मना ॥  
 ललामकं स एवास्तु वीर्यशीलस्य योगिनः ।  
 महामोहं विजेतुं यः प्रस्थितो योगवर्त्मनि ॥

## सांख्यतत्त्वालोक ।

अनुବାଦ ।

ଯେମନ୍ତ ଭଗୋତ୍ପହ୍ ଶଶଧର ରାହୁଗ୍ରହ ହଇଁବା କଳାନାଈ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକିଲେଓ ନନ୍ଦ  
 ଡାରବା ଅପେକ୍ଷା ନୟାଦ୍ ଫ୍ରୋଜ୍ଜ୍ୱଳନରୂପେ ବିଭାତ ହନ୍, ସେହିରୂପ କାଳରାହୁବ ଦ୍ୱାରା  
 ସମାକ୍ରାନ୍ତ ହଇଁବାଓ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରାପେକ୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସିତ ହଇଁତେହେ,  
 ସେହି ସାଂଖ୍ୟାଶ୍ରବଣ କପିଳ ଶ୍ୱବିକେ ଉଚ୍ଚିତ ବରି ।

ଦ୍ୱୀରଗଣେବ ଚିତ୍ତରୂପ ମଧୁବବେର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନପୂର୍ଣ୍ଣକ ତଦରୂପ କୁହନ୍ ମକଳ  
 କପିଳବିକୃତ ସାଂଖ୍ୟୋଦ୍ୟାନେ ପରିଶୋଭିତ ହଇଁତେହେ ।

ସଂଯୋଗବିଭାଗଶୀଳ ତ୍ରିଗୁଣସୂତ୍ରେର ଦ୍ୱାରା (ସତ୍, ରଜଃଓ ତମଃ ଖୁଠାରୂପ ସୂତ୍ର, ପଦ୍ମେ  
 ତିନତାବସୂକ୍ତ ସୂତ୍ର) ଆମ୍ଭି ସଂସଦାଦ୍ୱା ହଇଁବା ଏହି ତବପୁସ୍ତହାର ଶ୍ରେଣିତ କବିସାହି ।

ମହାମୋହ ଅସ୍ତ କରିତେ ସେ ବୀର୍ୟଶୀଳ ଯୋଗୀ ଯୋଗପଦ୍ଧେ ଯାତ୍ରା କରିସାହେନ,  
 ଓହ୍ୱାର ହିଁବା ନିର୍ବାମକ ବା ମତ୍ତକହ୍ୱଣ ନାଗ୍ୟାସ୍ତ୍ରରୂପ ହଉକ ।

মাল্যন্যস্তপ্রবাল হি শীভাসত্বদ্বিহেতব ।

মত্বস্ত্রাবান্তরা ভেদা য়েঃস্তু তেধা তথা গতি ॥

অসবেদ্যযন্ত্রাদিকরণৈরস্মত্পদার্থ । সৌঃর্থ অস্মীতি ভাবে  
নৈবাববুধ্যতি । তাৎগামনৈবাক্রাববীধ স্বপ্রকাশ । স্বপ্রকাশো  
বৈপয়িকপ্রকাশথেতি দ্বিবিধ প্রকাশ । তত্র বৈপয়িকপ্রকাশো  
বুদ্ধিসমাহ্বয়ো জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয় । স্বপ্রকাশস্তু সদাজ্ঞাতবিষয়  
বুদ্ধেরপি প্রকাশকত্বাৎ । যথাহুযেতনাবদিব লিঙ্কমিতি ॥ ১ ॥  
ব্যুত্থানে চিত্তস্য চিত্রপরিণামিত্বাচ্ছলাশ্লোগতসূর্য্যবিম্বস্য

মাল্যেতে বিস্তৃত নবপল্লব সকল (পুষ্পহাবেব) শোভা বৃদ্ধি করে । তত্ত্ব  
সকলের মধ্যে আমার দ্বারা যে অবাস্তব স্তেদ সকল বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাদেবও  
সেইরূপ গতি হইক, অর্থাৎ তাহারাত তত্ত্বহারেব শোভা বৃদ্ধি করুক ।

অস্মৎ বা আমি পদের যাহা অর্থ তাহা চক্ষুরাদি বরণবর্ণের দ্বারা জানা  
যায় না । সেই অর্থ আমি এইপ্রকার আস্তর ভাবেব দ্বারা অবগত হওয়া  
যায় । তাদৃশ আপনার দ্বারা আপনাকে জানার নাম স্বপ্রকাশ । প্রকাশ  
দ্বিবিধ স্বপ্রকাশ ও বৈষয়িক প্রকাশ । সন্মধ্যে বুদ্ধিনামক বৈষয়িক প্রকাশ  
জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয় আর স্বপ্রকাশ সদাজ্ঞাতবিষয় \* যেহেতু তাহা প্রকাশনীয়  
বুদ্ধিরও সদাপ্রকাশক । যথা উক্ত হইয়াছে, “বুদ্ধি পৌরষচৈতন্তের সম্পর্কে  
চেতনের জায় হয় ॥ ১ ॥

ব্যুত্থান বা বিবেকবাহার চিত্তেব চিত্রপরিণাম হইতে থাকে বলিয়া  
স্বপ্রকাশভাবে অবহান হয় না ; যেমন চকল বা তরঙ্গযুক্ত জলে সূর্য্যবিম্বের  
স্বরূপ লক্ষিত হয় না, তক্রূপ । অর্থাৎ এক বৃত্তির পব আর এক বৃত্তি

\* বুদ্ধির প্রকৃত্ত বিবরণ রূপাদি কসক জ্ঞাত ও কতক অজ্ঞাত কিন্তু পুরুষ বা স্ত্রীর বৃত্ত  
বিবরণ যে বুদ্ধি তাহা সমাজাত অর্থাৎ বুদ্ধির সর্ব্বদা যে প্রকার পরিণাম বা বৃত্ত হইক না  
কেন নরক হই নই তাহা কেবল ত্রি প্রকাশ বা চিত্রাঙ্গাস স্ত্রীর নিকট প্রাপ্ত হয় । ইহা অত্র  
উক্ত হইয়াছে ।



দেগাবস্থানভেদাদাকারভেদাস্বপরিণাম: লাঘণিক: ॥ ৩ ॥

অসংযোগজত্বাৎ স্বচৈতন্যস্য নাস্বীপাদানিকপরিণাম: ।  
 অসীমত্বাচ্চ নাস্তি লাঘণিকপরিণামো গত্বাকারভেদাদিরূপ: ।  
 অহৈতভানাঙ্ককত্বাৎ স্বচৈতন্যমসীমম্ । যথাহু: “চিত্তিশক্তি:  
 শূভা চানন্তা চাপরিণামিনী চেতি” । অপরিয়ামিত্বাৎ  
 কালেনাব্যপদিষ্ট: পুরুষ: । বোধস্বরূপত্বাচ্চ নাসী দেয়ব্যাপী ।  
 দেয়ব্যাপিত্বং বাহ্যধর্ম: নত্বধ্যাত্মধর্ম: । দেয়াশ্রয়পদার্থা: সাব-

সকল পূর্বাভিত্তিহীন হইতে তিন স্থানে স্থিতি করিলে আকারভেদ-নামক  
 যে পরিণাম হয়, তাহা লাঘণিক (সেইরূপ কালাবস্থান-ভেদে নব ও পুরাণ  
 বলিয়া যে পরিণাম বা ভেদ ব্যবহৃত হয়, তাহাও লাঘণিক) ॥ ৩ ॥

অসংযোগজ বলিয়া স্বচৈতন্তের ঔপাদানিক পরিণাম নাই। আর অসীমত্ব-  
 হেতু গতি • ও আকার ভেদ-রূপ লাঘণিক পরিণাম স্বচৈতন্তের নাই।  
 স্বচৈতন্ত কেন অসীম?—না, অধৈতভানস্বরূপ বলিয়া। অর্থাৎ একাধিক  
 পদার্থের জ্ঞানকালে সেই জ্ঞেয় বিষয় সসীম বলিয়া প্রতিভাত হয়; স্বচৈতন্ত-  
 ভাবে অবস্থানকালে যখন আত্মতিরিক্ত কোন পদার্থের বোধ থাকিতে পারে  
 না, তখন সেই আত্মবোধ কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে? এবিষয়ে (যোগভাষ্যে),  
 উক্ত হইয়াছে, “চিত্তিশক্তি, শূভা, অনন্তা ও অপরিণামিনী” ।

উক্ত বিবিধপরিণামশূন্য বলিয়া পুরুষ কালের দ্বারা অব্যপদিষ্ট। পরিণাম-  
 মান অন্তঃকরণ-বৃত্তির দ্বারা কালের জ্ঞান হয়। এইরূপে এক বৃত্তি আছে,  
 পরক্ষণে আর এক বৃত্তি উঠিল, পরক্ষণে আর এক, এইরূপে কণ সর্বকালের  
 আনন্দস্বরূপ কাল চিত্তপরিণামের দ্বারা (সেই পরিণাম স্বগত হইতে পারে,  
 বা বাহ্যকৃত হইতেও পারে) অহুভূত হয়। আত্মাববোধের কোন পরিণাম নাই  
 বলিয়া তাহা কালব্যপদেশ নহে। আর বোধস্বরূপ বলিয়া তাহা দেশব্যাপী  
 নহে। কারণ, দেশব্যাপিত্ব বাহ্যপদার্থের ধর্ম, অধ্যাত্মভাবেই ধর্ম নহে †  
 (স্রুতরাং তাহা আত্মপদার্থে থাকিতেই পারে না)। কিঞ্চ দেশাত্ম পদার্থ-

• গতিও লাঘণিক পরিণাম, কারণ তাহাতে পুরুষের হইতে দেশান্তরে স্থিতি হইতে থাকে ।

† ভগবান্নি বাহ্য বিষয়ই দেশান্তিত বা বিদেশান্তিত। ইচ্ছা-জ্ঞেয়াদি আত্মর ভাব

বহুলে সসীমত্বমিত্যুক্তর্গো নিরপবাদ, দেশাশ্রিতে বাহ্য-  
পদার্থে । অদেশাশ্রিতে স্রপদার্থে তদুক্তর্গস্থা পবাদ । স্রপদার্থ-  
যোত্তরোত্তরকালভাবিভি পরিণামে সসীমো ভবতি । অপরি-  
ণামিত্বাহিতমানশূন্যত্বাচ্চ পৌরুপবোধে সীমা কারকহেতুভাব ॥৫॥

এতস্মাদেতস্বিচ্ছতি । পরমার্থদৃশি দেশব্যাপিত্বাভাৱাৎ, ব্যৱ-  
হারদৃশি ব্যাপীত্বুক্তে বাহ্যবদেশাশ্রয়দাপ্রসঙ্গাৎ, তথা চ বহুলে  
ঽপি স্রপদার্থস্য সসীমত্বদোষাভাৱাৎ, সর্ব্বতলুল্যো বহুপুরুষ

(বলিতে পাব বহু বস্তু থাকিলে তাহারা সকলেই সসীম হইবে, স্রুতরাং  
বহু পুরুষ থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে কখনও অসীম হইতে পাবে না।  
তাহার উত্তর এই।) “বহু হইলে সসীম হইবে” এই নিয়ম দেশাশ্রিত  
বাহ্যপদার্থের পক্ষে সর্ব্বথা থাকে। কারণ, বাহ্যপদার্থ দেখিয়াই ঐ নিয়ম হয়।  
দেশাশ্রয়শূন্য স্রপদার্থে ঐ নিয়মের অপলাপ হয়। স্রপদার্থ উত্তরোত্তর  
কালজাত পরিণামের দ্বারা সসীম হয়, অর্থাৎ বাহ্যপদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন  
স্থানে থাকতে সসীম হয় বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত বলিয়া সেরূপ হয় না।  
তাহা ভিন্ন ভিন্ন কালে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ এক জ্ঞানের পর আর এক,  
তৎপরে আর এক, এইরূপ ক্রমশঃ পরিণয়মান হইয়া উদ্ভিত হইলে, সেই  
এক একটা জ্ঞানকে সসীম বলা যায়। তাদৃশ পরিণাম নাই বলিয়া, এবং  
বৈততানশূন্যবহেতু (অর্থাৎ “আমি ও উহা” এই বোধশূন্যবহেতু), পৌরুষবোধে  
সীমাকারক কোন হেতু নাই ॥ ৫ ॥

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে—পরমার্থদৃষ্টিতে বা কৈবল্যভাবে পুরুষের  
দেশব্যাপিত্ব নাই বলিয়া, \* আর ব্যাপী বলিলে ব্যবহারদৃষ্টিতে পুরুষে  
রূপাদিব ন্যায় দেশাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া, † আর বহু হইলেও  
স্রপদার্থের সসীম হয় না বলিয়া, সর্ব্বথা তুল্য বহু পুরুষ বিদ্যমান আছে এই

\* কারণ, বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত ।

† দেশ বা বিস্তারজ্ঞান এবং রূপাদিবিষয়জ্ঞান অবিনাশী। রূপাদির সহিত ব্যাপ্তি  
জ্ঞান এবং ব্যাপ্তি বা অসারজ্ঞানের সহিত রূপাদির জ্ঞান অবশ্যস্তায়ী। রূপাদি ত্যাগ করিলে  
অসারজ্ঞান থাকে না।

ইতি যুক্তঃ প্রবাদ ইতি । শ্রুতিত্বাৎ—

“অজামেকাং লৌহিতশুক্তকর্ণাং

বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপান্ ।

অজো হ্যেকো জুপমাণোঽনুশ্রেতে

জহাত্বেনাং মুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥” ইতি ॥ ৬ ॥

ননু “একমেবাদিতীয়” মিত্বাদিশ্রুতিত্বাৎমন একসংখ্যকত্ব-  
মেবোদ্दिष्टमिति चेन्न, तासु आत्मनि द्वैतभानशून्यत्वं पुरुषाणामेक-  
जातिपरत्वं वीक्ष्यं न संख्यैकत्वम् । तथा च सूत्रम्—“नाद्वैतश्रुति-  
विरोधो जातिपरत्वादिति ।” “एको व्यापो” त्व्यादिश्रुतिष्वीश्वरो-  
पाधिकस्यात्मनः प्रशंसा उपासनार्थमेवीक्ष्य । न ताः श्रुतय  
आत्मनः स्वरूपावधारणपराः । यथाहुः,—“मुक्तात्मनः प्रशंसा

প্রবাদ বা স্থিতিস্থাপন যুক্তিযুক্ত । এবিষয়ে শ্রুতি যথা—“বহু প্রজা সৃজনকাবিণী  
সদবসন্তমোশুগময়ী এক অজা প্রকৃতিকে কোন এক পুরুষ তদ্বাচ্য সেবামান  
হইয়া অনুশয়ন (উপভোগ) কবেন, আব অন্য কোন পুরুষ ভোগ শেষ কবিয়া  
তাহাকে ভাগ কবেন” ॥ ৬ ॥

যদি বল “একমেবাদিতীয়” প্রকৃতি শ্রুতিতে আত্মার একসংখ্যকত্ব  
উপনিষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে । সেই সব শ্রুতিতে আত্মাতে দ্বৈতভানশূন্যত্ব  
অথবা পুরুষ সকলের একজাতিপন্থ উক্ত হইয়াছে, সংখ্যিকত্ব উক্ত হয় নাই ।  
সাংখ্যসূত্র যথা—“অদ্বৈত শ্রুতিব সহিত বিবোধ নাই, যেহেতু তাহাতে পুরুষ  
সকলের একজাতিপন্থ উক্ত হইয়াছে” । যদি বল, “একব্যাপী” ইত্যাদি  
শ্রুতিতে একই ও সর্লদেশব্যাপির আত্মরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা  
নহে, সেই সব শ্রুতিতে ঐশ্বরবোধোপাধিক আত্মার উপাসনार्थ প্রশংসা উক্ত  
হইয়াছে । সেই সব শ্রুতি আত্মার স্বরূপনির্ণয়পন্থ নহে, ঐশ্বর্যপ্রশংসা-  
পন্থ মাত্র । বসন্তঃ আত্মতত্ত্ব ঐশ্বরতত্ত্বের অতিরিক্ত বলিয়া শ্রুতিতে কথিত  
হইয়াছে । সাংখ্যসূত্র যথা—“(ভানুশী শ্রুতি) মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সর্লদেশ

দুপাসা বা সিদ্ধস্ব্যেতি ।” ইশ্বরবিলক্ষণস্য পুরুষতত্ত্বস্য  
স্বরূপাবধারণপরা শ্রুতির্যথা—“অদৃষ্টমব্যবহার্যমগাছমলক্ষণ-  
মচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাत्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपगमं शान्तं शिवमदैतं  
चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विज्ञेय इति । तथा च—

“विमे कर्णा यतो विमे चक्षुर्वी

इद ज्योतिर्हृदय आहितं यत् ।

विमे मनश्चरति दूर आधीः

किंश्चिद्दद्यामि किमु नु मन्ये ॥” इति ।

अत आत्मनो विस्तारादिसर्वग्राह्यधर्मशून्यता बहुता च  
सिद्धा ॥ ७ ॥

উপাসনপরা\* । ইশ্বরবিলক্ষণ পুরুষতত্ত্বের স্বরূপাবধারণপরা শ্রুতি যথা—  
“বিনি অদৃষ্ট (বুদ্ধীজিয়াতীত), অব্যবহার্য (কন্ডেজিয়াতীত), অগ্রাহ, অনক্ষণ,  
অচিন্ত্য, অব্যাপদেশ (দৈশিক ও কালিক ব্যাপদেশশূন্য), একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-  
গম্য, প্রপঞ্চের অতীত, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, চতুর্থ (বিশ্ব, বৈখানর ও প্রোক্ত বা  
ইশ্বরতত্ত্ব এই তিনেব অতীত) বলিয়া সম্বত্ব ইন, তিনিই আত্মা বলিয়া  
বিজ্ঞেয়” । অন্য শ্রুতি যথা—“হৃদয়ে যে জ্যোতি আহিত রহিয়াছে, আমার  
কর্ণ ও চক্ষু (অর্থাৎ জ্ঞানেজিয়াগণ) তাঁহার বিপবীত, অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে  
পাবে না, আমার মন তাঁহার বিপবীত দিকে দূবে বিচরণ করে, অতএব  
তদ্বিশয়ে কি বা বলিব, আর কি বা মনে কবিব ?” অতএব আত্মাব বা পুরুষ-  
তত্ত্বের বিস্তারাদি সর্বপ্রকার গ্রাহ্যধর্মশূন্যতা এবং বহুতা সিদ্ধ হইল ॥ ৭ ॥

\* সাংখ্যসম্বন্ধ অর্থাৎ, মুক্ত জগৎস্বাধীনত্ব ইশ্বর বা মোক্ষের অর্থ বা সাত্বিক সমাদিহিত  
মহাবাহ্যক ৭ গাছপারাগ, প্রকৃতিবর্ণ, সর্বজ্ঞ সর্বভোগাধিতাত্ত্ব দুঃ, ব্রহ্মলোক ইশ্বরগণের  
উপাসনার্থ ব্যাপিমান-ঐশ্বর্য যোগ করিয়া শ্রুতি প্র- সা করিয়াছেন । তানুশ ইশ্বরোপাসনা  
আত্ম সমাদিগণ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত আছে । যথা—“সমাধিনিহিত্রীশ্বরপ্রতিধানাৎ”  
(যোগশূত্র) ।

ব্যুত্থিতায়াং নিরুত্থায়াং বা চিন্তাবস্থায়াং পুরুষ একরূপেণা-  
 বতিষ্ঠতে । ইन्द्रিয়বাহিতং বিषয়জ্ঞানহেতুচাঞ্চল্যং পুরুষসন্নিধৌ  
 বুধৌ প্রাক্কাশ্যপর্য্যবসান লভতে । ভেদবিকারাবিন্দ্রিয়াদিস্থিতৌ,  
 নাস্তি তयो: পুরুষতচ্চাসাদনীপায়: । যথাহু:—“ফলমবিশিষ্ট-

পুরুষতত্ত্ব আশু ও স্থগ্নরূপে বিচাৰিত হইতেছে । বুধিত কিংবা নিরুদ্ধ এই  
 উভয় চিন্তাবস্থাতেই পুরুষ একভাবে অবস্থান ববেন, অর্থাৎ মনে হইতে  
 পাবে, নিবোধাবস্থাতেই পুরুষ অপবিণানী থাকিতে পাবেন, কিন্তু বিকোপাবস্থায়  
 পরিণামী হইবেন । তাহা নহে, বেন না, ইन्द्रিয়বাহিত যে চাকল্য বা উদ্বেক  
 বিষয়জ্ঞান উৎপাদন কবে, তাহা পূৰ্বেব সান্নিধ্যে বা বুদ্ধিতে যাইয়া প্রাক্কাশ-  
 পর্য্যবসান লাভ কবে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে পৌঁছিলেই ইन्द्रিয়ক উদ্বেক প্রকাশিত  
 হইয়া শেষ হয় । ভেদ ও বিকাৰ বরণবর্ণে সংস্থিত, তাহাদেব পূৰ্ব্বতত্ত্বে  
 পৌঁছিবাব উপায় নাই \* । যথা উক্ত হইয়াছে—“ফল অবিশিষ্ট চিন্তবুদ্ধিব

\* বুদ্ধিতত্ত্বে যাইয়া নিবৰ প্রকাশিত হয়, বা যেখানে বিষয় প্রকাশিত হয় তাহাই বুদ্ধি-  
 তত্ত্ব । মেহপযান্তই বিকাৰ বা পরিণাম থাকে । তদতিরিক্ত বটেতত্ত্ব বুদ্ধির প্রকাশক,  
 তাহাতে নৈবদিক চাকল্য যাইতে পারে না । বুদ্ধিতে পরিণাম থাকিলেও তাহা এবরণ  
 অর্থাৎ অপ্ৰকাশিতকে প্রকাশ করার প্রবাহস্বরূপ, যাহা বুদ্ধিসমীপে যায় তাহাই প্রকাশিত  
 হয় । সেই 'বাহা,' "তাহা" বুদ্ধিও থাকে না তাহাবা ইन्द्रিয়বাহিতে থাকে । মনে কর,  
 হস্তে সুদী বিদ্ধ হইল, যদিও সেও পীড়া মন্তি ক বাহরা প্রকাশিত হয় । কারণ হস্ত ও মস্তিষ্কের  
 আন্বিক সংযোগ ছেদ করিলে পীড়াব বোধ রহিত হয়, কিন্তু মন্তি ক বা বুদ্ধিহানে পীড়া হয়  
 না হস্তেই পীড়া হয় । সেইরূপ চক্ষু কর্ণাদিতে রূপাদি জ্ঞানেব ভেদ উপশক্তি হয়, নতিদহ  
 বুদ্ধি বা প্রকাশের মূল স্থানে তাহা উপবদ্ধ হয় না । নানা প্রকৃতির সৃষ্টিভেদ বুদ্ধি নিব্ব  
 কারণে গই অবস্থিত । আন্বিকক স্বরূপবুদ্ধিও একজাতীয় প্রকাশ্য বুদ্ধি সকলই উঠ ।  
 বুদ্ধির প্রকাশপরিণাম একজাতীয় হতে পুরুষ পরিণামী হন না । কিছু বিষয়ান্ত চাকল্যের  
 শেবাবস্থা বিষয়বোধরূপ প্রকাশ সেই প্রকাশ বুদ্ধি তই শেষ হয় হস্তবা পুরুষ তাহা বাইতে  
 পাবে না । মৌণ, আলোক ও আলোকিত তত্ত্বের সৃষ্টায় (পাঠক মনে রাখিবেন উভা উদাহরণ  
 নয়, সৃষ্টাত্তমাজ) এই ন বেত্তরা যাইতে পারে । মৌণ পুরুষসদৃশ, আলোক বুদ্ধিসদৃশ ও মৌণ  
 পীড়াবি জব্য বিষয়স্বরূপ ।

যিত্তহৃৎতিবোধঃ” ইতি । যথা বিभिঞ্জে বর্তিতৈলী দীপশিখা-  
 মাঙ্গাঈকত্বং প্রাপ্নুতঃ তথেন্দ্রিয়েষু ভিন্নরূপেণাবস্মিতা বিপয়াঃ  
 বুধৌ নিर्विशेष प्राकाशपर्यवसानरूपभैक्यतामाप्नुयुः । तस्मात्  
 पुरुषस्य सात्तिद्रष्टृत्वं बोधविषयस्य च निर्विशेषदृश्यत्वमिति  
 सम्वन्धः सिद्धः ॥ ८ ॥

নিরোধসমাখ্যম্যাসাচ্চিত্তেন্দ্রিয়াণাং প্রবিলয়েঃস্মাত্‌প্রত্যয়স্য  
 স্বচৈতন্যभावेन निर्विघ्नवावस्थानदर्शनात्तदेवास्मत्प्रत्ययस्यावितय-  
 स्वरूपम् । तदा लीनानि चित्तेन्द्रियाण्यव्यक्तभावेनावतिष्ठन्ते ।  
 सोऽव्यक्तभावः प्रकृतिः । यथाहुः—

“अव्यक्तं क्षेत्रलिङ्गस्य गुणानां प्रभवाम्ययम् ।

सदा पश्याम्यहं लीनं विजानामि शृणोमि च ॥” इति ।

বোধ,” অর্থাৎ ফল বা মানস ব্যাপারের শেষ, চিত্তবৃত্তি সকলের বিশেষশূভ  
 বোধ বা একইপ্রকার প্রকাশাবসায়। যেমন বিভিন্ন বর্ডি ও তৈল দীপশিখায়  
 যাইয়া একই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলে ভিন্নরূপে অবস্থিত বিষয় সকল,  
 বুদ্ধিতে নির্লিংশেব প্রাকাশপর্যবসানরূপ একই প্রাপ্ত হয়। অতএব পূর্বষের  
 সাক্ষিহৃৎ ই এবং বৌদ্ধবিষয়ের (বুদ্ধিপ্রকাশ বিষয়ের) নির্লিংশেবদৃশ্যরূপ সম্বন্ধ  
 সিদ্ধ হইল ॥ ৮ ॥

নিরোধসনাধির অভ্যাস হইতে (যোগস্থল ১।১৮ দৃষ্টব্য) চিত্তেন্দ্রিয় প্রবিলীন  
 হইলে অসদ্ প্রত্যয় স্বচৈতন্যভাবে নিर्विघ्न বা অভয়রূপে অবস্থান করে  
 বলিয়া, স্বচৈতন্যই অসদ্ প্রত্যয়ের প্রকৃত স্বরূপ • । সেই চিত্তেন্দ্রিয়গণ লীন  
 হইয়া অব্যক্তভাবে থাকে। সেই অব্যক্তভাবে নাম প্রকৃতিতত্ত্ব। যথা  
 উক্ত হইয়াছে (ভারতে), “ক্ষেত্র বা উপাধির চবন গুণ সকলের প্রভব ও লব-  
 স্বরূপ অব্যক্তকে আমি সর্জনী লীন বলিয়া দেখি, জানি ও শ্রবণ করি” ।  
 পুনশ্চ—“গুণ সকলের পূরম রূপ কখনও দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ লীনা-

\* অসদ্ প্রত্যয় বা বুদ্ধি ও অস্তায় প্রতিসংবেদিত্ত্ব বা কাতে তাহা (অসদ্-প্রত্যয়) বিরূপ  
 অষ্টা বা ব্যবহারিক গ্রহীতা (অত্র ইহা উক্ত হইয়াছে), করণবর্গ বিশীন হইলে “অস্তায় স্বরূপে

“নাশঃ কারণস্য” ইতি নিয়মাৎ চিত্তেন্দ্রিয়াণাম্  
 তস্যামব্যক্তাবস্থায়া বিলয়দর্শনাৎদব্যক্তান্তোপা মূলকারণম্ ।  
 সবিপ্লবে নিরোধে লীনানা চিত্তাদীনা পুনর্ব্যক্ততাসিদর্শনাৎ-  
 ব্যবহারদৃশি সতস্বরূপমব্যক্তম্, নাশত সজ্জায়ত ইতি নিয়-  
 মাৎ । পরমার্থদৃশি চ চিদ্রূপেণাবস্থানকালেষুব্যক্ততানতিক্রান্তে-  
 রসদ্রুপা প্রকৃতিঃ । যথাহু —“নি সত্তামত্ নি সদসৎ নিরস  
 দব্যক্তমিতি ।” তস্মাদব্যবহারদৃশি भावरूपेणाव्यक्त विचार्यम् ।

প্রধানবিষয়াঃ শ্রুতয়ো যথা—

“ইন্দ্রিয়ৈশ্চ পরা হ্যর্থী অর্থৈশ্চ পরং মন ।

বশাই চরম রূপ (যোগভাষ্য) । স্বভাবগেতে লয়ই নাশ, এই নিয়ম । আর  
 অবাক্তে চিত্তেন্দ্রিয়াদিব বিলয় দেখা যায়, অতএব অব্যক্ত চিত্তেন্দ্রিয়াদিব  
 মূল কারণ । সবিপ্লব নিরোধে, অর্থাৎ যে নিরোধ ভয় হয় তাহাতে,  
 অব্যক্তাবস্থা হইতে চিত্তেন্দ্রিয়াদিব পুনঃ স্বভাবভাষ্যস্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া  
 ব্যবহাবদৃষ্টিতে অব্যক্তকে সংস্করণ বলিতে হইবে, কারণ অসৎ হইতে সং-  
 উৎপন্ন হইতে পাবে না । আর চিত্তাদিব লয় হইলে ত্রয়ো চিত্তাদ্রবণপে  
 অবস্থান হয়, সুতবাং পবমার্থদৃষ্টিতে চিত্তাদিবা কর্ধনও অব্যক্ততা অজিক্রম  
 কবে না, তচ্ছন্য পবমার্থদৃষ্টিতে অব্যক্তকে অসৎ বলা যাইতে পাবে ।  
 যথা উক্ত হইয়াছে—“অব্যক্ত সত্তা ও অসত্তাশূন্য, সদসৎ নহে, এবং অসৎ  
 নহে,” অর্থাৎ পবমার্থদৃষ্টিতে চরিতার্থ হইলে সং নহে এবং ব্যবহাবদৃষ্টিতে  
 অসৎ নহে । অতএব ব্যবহাবদৃষ্টিতে অব্যক্ত ভাবরূপে বিচার্য \* ।

প্রধানবিষয়ক শ্রুতি যথা—“অর্থ সর্বত্র ইন্দ্রিয়েব পব, মন অর্থের পবত্ব,

অবস্থান হই” (যোগসূত্র) তাহাই স্বরূপগ্রহীতা । পুরুষ বুদ্ধিব সর্বত্র (সদৃশ) নহে এবং অসৎ  
 বিরূপও নহে (যোগভাষ্য ২।২) । বুদ্ধিব পুরুষসাক্ষ্য অথবা ত্রয়ো বুদ্ধিসাক্ষ্য বা ব্যবহারিক  
 গ্রহীতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

\* এই বিষয় কোন ক কারণে করিতে না পারিয়া ব্যবহাবদৃষ্টিতে অন্তর্নিকে অবস্থান  
 বলিয়া স্বাক্ষরিত অকাণ বহে ।

মনসসু 'পর৷ বুদ্ধির্বুধের৷ ম৷হান্ পরঃ ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ॥” ইতি ।

মহতঃ পরস্যাব্যক্তস্য স্বরূপং যথাহ শ্রুতিঃ—

“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যত্ ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায়্য ত সৃত্যুসুখাৎ প্রসুচ্যতে ॥” ইতি ।

তথাচ—“তদ্বেদে তদব্যাক্ততমাশী” ইতি । “তমো বা ইদ-  
মেবায় আশীত্ তত্পরেণে৷রিতং বিপমত্বং প্রযাতী” ইতি চ । পরেণ  
পুরুষার্থেনৈত্বর্থঃ ॥ ১ ॥

ব্যুত্থানে সক্রিয়েষু চিত্তেন্দ্রিয়েষু অস্মিভাবস্য যো বিকারভাবঃ  
প্রতীয়তে স তস্য বিরূপো ব্যবহারিকো গ্রহীতা । উক্তচ্চ—“স্বা  
চাক্ষনা গ্রহীত্বা সহ বুধেরেকাক্ষিকা সবিদিতি তস্যাস্চ গ্রহীতু-

মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধির পর মহান্ আত্মা, মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর  
পুরুষ” । মহতের পর পদার্থের স্বরূপ সেই শক্তিই (কঠ) অগ্রে বঙ্গিগ্নাছেন ।  
যথা—“অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ধ্রুব,  
মহতের পর পদার্থকে জানিগ্না মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়, অর্থাৎ পুরুষ-সাক্ষ্যংকার  
বাত্ত হয়” । অত্ৰা শক্তি যথা—“এই সমস্ত অব্যক্ত ছিল” । “অগ্রে তমঃ ছিল,  
তাহা পরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিসমত্ব প্রাপ্ত হয়।” পরের দ্বারা অর্থাৎ  
পুরুষার্থের দ্বারা ॥ ২ ॥

ব্যুত্থাননশায় যখন চিত্তেন্দ্রিয় সক্রিয় হয়, তখন অস্মদ-প্রত্যয়ের যে সক্রিয়  
বা পরিণামী ভাব প্রতীত হয়, তাহা অস্মদ-প্রত্যয়ের বিরূপ, ব্যবহারিক  
গ্রহীতা । যথা উক্ত হইয়াছে—“সেই অস্মিতা, গ্রহীতা আত্মার সহিত বুদ্ধির  
একাত্মবোধ । তাহার মধ্যে (অস্মিতার মধ্যে) গ্রহীতার অন্তর্ভাব হওয়াতে



रन्तर्भावात् ग्रहीत्वविषयः सम्प्रज्ञातः” इति । साक्षितेत्यर्थः । येन बुद्धरन्तर्भूतेन ग्रहीत्वभावेन व्यवहाराः क्रियन्ते स व्यवहारिको ग्रहीता ॥ १० ॥

विक्रियमाणास्मत्प्रत्ययः त्रयाणां भावानां समाहारः । ते यथा, अस्मीत्येतदन्तर्गतः प्रकाशशीलो भावः, तस्य च विकार-हेतुः क्रियाशीलो भावः, प्रकाशस्यावरकः स्थितिशीलभावश्चेति । इमे त्रयो भावाः सत्त्वरजस्तमत्राख्याः सर्वेषां विकाराणां मौलिकाः । तत्र प्रकाशशीलं सत्त्व, क्रियाशीलं रजः, स्थिति-शीलञ्च तमः इति । कैवल्यावस्थायां वैकारिकप्रकाशात्मकप्रख्या-शून्यं परवैराग्येण प्रवृत्तिशून्यं दग्धबीजकल्पनिरोधात् स्थितिशून्य-ध्वान्तःकरणं प्रकृतिलीनमभवति । अव्यक्तत्वादमूः सत्त्वरजस्तम-आत्मिकाः प्रख्याप्रवृत्तिस्थितयः समत्वमापद्यन्ते । तस्मादाहुः—

तद्विषयक समाधि एहीतृविषयक सम्प्रज्ञात” । बुद्धिब अन्तर्भूत ये एहीतृभाववैव द्वात्रा ज्ञातृत्वादि-वावहाव ह्य, ताहाई व्यावहारिक एहीता ॥ १० ॥

विक्रियमाण अस्मद्-प्रत्यय तिनप्रकार भावेव समाहार, अर्थात् ताहा विम्लेष कविले तिनप्रकार मूलभाव पाउया थाय । ताहावा यथा—‘आग्नि’ एह-प्रकार प्रत्यायेव अस्तर्गत प्रकाशशील भाव, ताहाव परिणामकावक क्रियाशील भाव, एवं प्रकाशेव आववव स्थितिशील भाव । एही तिनप्रकार भावेव नाम सत्त्व, रजः ३ तमः । ताहावा सर्कविभावैव मौलिक रूप । तन्मध्ये याहा प्रकाशशील ताहा सत्त्व, याहा क्रियाशील ताहा रजः, एवं याहा स्थितिशील ताहा तमः । वैकारिक प्रकाशात्मक ये प्रथ्या तद्ब्रह्मिन्त, पववैराग्येय द्वारा प्रवृत्तिशून्य, एवं दग्धबीजकल्प निरोधसमाप्तिहेतु स्थितिशून्य, कैवल्यावस्था एही जिभावशून्य हउयाते अस्तःकरण प्रकृतिलीन ह्य । सत्त्व, रजः ३ तमो गुणात्मक ३ प्रथ्या (सर्कविषयबोध), प्रवृत्ति एवं स्थिति अवाकृतारूप एकत्र प्रापुं ह्य ।

“সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” ইতি ॥ ১১ ॥

ব্যক্তাবস্থায়াং চিত্তেন্দ্রিয়েণ গুণানাং বৈষম্যম্ । একত্রৈকস্য  
প্রাধান্যমন্যযৌথোপসর্জনীভাবঃ । তে হি গুণাঃ নিত্যসহচরাঃ  
জাতিব্যক্ত্যোঃ প্রত্যেকং বর্তমানাঃ । যথাহুঃ—“গুণাঃ পরস্পরোপ-  
রক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্ম্মাণ্য ইতরেतरাশ্চৈণোপাঞ্জিত-  
মূর্ত্তনয়ঃ” ইতি । তথাচ—“অন্যোন্যমিধুনাঃ সর্ব্বং সর্ব্বং সর্ব্ব্ব-  
গামিনঃ” ইতি । সর্ব্বত্র চৈগুণ্যসঙ্গাব্যপ্যি একৈকস্যৈব গুণস্য  
প্রধানভাবাত্ সাচ্চিকৌ রাজসস্তামসয়েতি ব্যবহারঃ । তথাচ

তচ্ছত্র বলিয়াছেন, “সত্ব, রজঃ ও তনোগুণের সাম্যাবস্থা \* প্রকৃতি” ॥ ১১ ॥

ব্যক্তাবস্থায় চিত্তেন্দ্রিয়াদিতে গুণের বৈষম্যভাব । এক স্থলে এক গুণের  
প্রাধান্য এবং অত্র গুণদ্বয়েব অপ্রধানভাব থাকে । সেই গুণ সকল মিত্যসহচর,  
জাতি ও ব্যক্তিব প্রত্যেকে বর্তমান থাকে । যথা উক্ত হইয়াছে—“গুণ সকল  
পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্ম্মী, পরস্পরের আশ্রয়ে পরস্পর  
মূর্ত্তি বা মহাদিব্যক্তিতা লাভ করে” (যোগভাষ্য) । অত্র যথা—“গুণ সকল  
অন্তোন্তমিধুন এবং সকলেই সর্জিত বা সকল দ্রব্যে অবস্থিত” । সকল  
বস্ততে গুণত্রয় বর্তমান থাকিলেও, এক এক গুণের প্রাধান্যহেতু সাধিক,  
রাজস ও তামস এইরূপ ব্যবহার হয় । সাংখ্যাত্মক যথা—“গুণপ্রধানভাব

\* অস্তঃকরণের যে সাধনরক্ত বা উপাধ্যাত্ম্য প্রণয়নভাব, তাহাই বৈষম্যপর । অস্তঃকরণ  
মূল কারণ প্রকৃতিতে নয় হয় । প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তনোগুণের সাম্যাবস্থা । অতএব অস্তঃ-  
করণগত সত্ব, রজঃ ও তনোগুণ সাম্য করিতে পারিলে তবে অস্তঃকরণ নীল হইবে । তচ্ছত্র  
সাধিক, রাজস ও তামস বৃত্তির সাম্য করা প্রয়োজন । বিবেকখ্যাতি, পরবৈরাগ্য ও নিরোধ-  
সমাধি এই তিন ভাবের দ্বারা গুণসাম্য হয় । কারণ উহারা তিন সন বা এক । যথা, “জ্ঞান-  
তত্ত্ব পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্” (যোগভাষ্য), তচ্ছত্র বিবেকখ্যাতিরূপ চরমজ্ঞান ও চরমবৈরাগ্য  
একই হইল, আর চরমবৈরাগ্যে বিষয়োপশমে চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে । তচ্ছত্র প্রবোধনীল সাধিক  
বিবেকখ্যাতি, বিদ্যানপ্রবৃত্ত ফলস্বরূপ রাজস পরবৈরাগ্য এবং তত্ত্বকুণনার তামস নিরোধ-  
সমাধি একই হইল । এইপ্রকার গুণসাম্যে অস্তঃকরণ প্রকৃতিলীন হয় ।

স্বম্—“আপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাষঃ” ইতি । তথাচ—“সর্ব্ব-  
মিদং গুণানাম্বিত্ববিশেষম্” ইতি ॥ ১২ ॥

ভোগাপবর্গো হাবিবার্থো পুরুষস্য । অস্মিন্মতস্যৈতদ্ব্যক্ত-  
হাবিত্যবধাৰ্ঘ্যাবচরিতৌ ভবতঃ । যথাহুঃ—“তত্রৈষ্টানিষ্টগুণস্বরূপা-  
বধারণমবিভাগাপন্ন ভোগঃ, ভোগীঃ স্বরূপাবধারণমপবর্গ ইতি  
দ্বয়োরতিরিক্তমন্বর্ষণনং নাस्মি” ইতি । পুরুষার্থাচরণাত্মকত্বাদ-  
ব্যক্তাবস্থায়া, পুরুষস্তস্যা নিমিত্তকারণম্ । অব্যক্তস্ত ব্যক্ত-  
भावस्थৌপাদানম্ । তস্যৈব ব্যক্তত্বপরিণতিদর্শনাৎ । যথাহু —  
“লিঙ্গস্যান্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্তু ভবতীতি । যতঃ  
প্রधानে সীত্ময় নিরতিশয় ব্যাখ্যাতেম্” ইতি । বিকারজাতস্য

আপেক্ষিক” । অস্তত্র (যোগভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে—“এই সমস্তই গুণ সকলের  
সন্নিবেশ বা সংস্থানভেদ মাত্র” ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বের ভোগ ও অপবর্গরূপ হই অর্থ । অস্মদ প্রত্যয় আশ্রয় কথিয়া  
এই হই অর্থ আচরিত হই । যথা উক্ত হইয়াছে—“তদ্ব্যধৌ ইষ্টে ও অনিষ্টে  
গুণাবধাৰ্ঘ্য—যাহাতে গুণবৃত্তির সহিত একতাপত্তি হয়—তাহা ভোগ এবং  
ভোগীর স্বরূপাবধাৰ্ঘ্য অপবর্গ, এই হইবেব অতিরিক্ত অন্য দর্শন নাই”  
(যোগভাষ্য) । ব্যক্তাবস্থা পূর্ব্বার্থাচরণায়ক, তত্রৈষ্ট পুরুষ ব্যক্তাবস্থান  
নিমিত্ত কাৰণ । আন অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্ততাব সকলের উপাদান কাৰণ,  
যেহেতু তাহাবই ব্যক্তত্ব পরিণতি দৃষ্ট হয় । যথা উক্ত হইয়াছে—“লিঙ্গ বা  
বৃষ্টির পূর্ব্ব উপাদান কাৰণ নহেন, যেহেতু বা নিমিত্ত কাৰণ হন । এইত্ব  
প্রকৃতিতেই ব্যক্ততাবেব চনমস্থগতা ব্যাখ্যাতে হইয়াছে” \* (যোগভাষ্য) ।

\* “অচেতন প্রথা । জগতের বস্তু কঠা এইরূপ । গচ্ছাত সাধীম বলিয়া বঁ হাবা সা ধা  
পলে মোব দেন উ হানের ইহা ত্রুত্বা । সাধামতে কঠা কেহ নাই । কারণ কঠুতাব  
যোগিক নহে তহা চিন্তিতমঃযোগমাত্র । প্রধান বর্তী ন হ কিন্তু একমাত্র পূর্ব উপাদান ।  
উপাদান হইলেও প্রথা জগদ্বিকাশের পক্ষ সমর্থ নহে । জগদ্বিকাশের জন্য পৌরুষচেতন্য  
রূপ নিমিত্তের অ পলা আছে । পূর্ব্বার্থ বা চিন্তিত্তান বা অচেতনকে চেতনবৎ করা না  
হইলে কখন গুণশৈবন্য হইতে পারে না । চিন্তিত্তান হইতেই অর্থচরণ বা জগদ্ব্যাক্ত হয় ।

নিমিত্তান্বয়িনোর্দ্বয়ো কারণয়োর্মধ্যে নিমিত্ত পুরুষ স্বেচৈতন্য-  
স্বরূপ সদাব্যক্ত, প্রধানত্বচেতনমব্যক্তস্বরূপম্ । বিহৃত-  
কারণদ্বয়সঙ্গাবাদ্ ব্যক্তাবস্থায়া প্রত্যেক ব্যক্তভাবেষু ত্রয় এব  
ভাবা উপলভ্যন্তে । তে যথা—পুরুষাভিमुख चेतनावद्भाव,  
अव्यक्ताभिमुख आवरितभावस्तथाच तयो सम्वन्धभूतयञ्चल-  
भावो येनावृत प्रकाशाभिमुख क्रियते प्रकाशितस्य भाव आव-  
रणाभिमुख क्रियते इति । ते हि यथाक्रम प्रकाशशील सत्त्व,  
स्थितिशील तम, क्रियाशीलश्च रज इति ॥ १३ ॥

ব্যক্তাবস্থায়ামাত্মা ব্যক্তিরস্মীতিপ্রত্যয়াत्मको महान्, यमा  
श्रित्य सर्वे ज्ञानचेष्टादय सिध्यन्ति । कैवल्यावस्थाया प्रस्था  
प्रवृत्तिस्थित्यभावात् नास्ति व्यक्तसम्बन्धिन महत सङ्गावाव-  
काश । स एव महान् व्यवहारिको ग्रहीता । व्यक्तावस्थाया  
मस्मीति प्रत्ययमभिमुखीकृत्य समाहिते चित्ते यस्मिन्नान्तरभावे

বিকার সকলেব নিমিত্ত এব উপাধানরূপ কারণদ্বয়ের মধ্যে নিমিত্ত পুরুষ  
স্বেচৈতন্যরূপে সদাব্যক্ত এব প্রধান অচেতন ও অব্যক্তস্বরূপ । ব্যক্তাবস্থার  
এই বিবর্ত কারণদ্বয় থাকতে প্রত্যেক ব্যক্তভাবে তিনপ্রকার তাব উপলব্ধ  
হয় । তাহারা যথা (১ম) পুরুষাভিमुख চেতনাবৎ ভাব (২য়) অব্যক্তাভিमुख  
আবরিত ভাব (৩য়) ত্রৈ লুই ভাবেব সম্বন্ধুৎ চঞ্চল ভাব—যাহা আবৃত ভাবে  
প্রকাশাভিमुख করে এব প্রকাশিত ভাবে আবরণ বা স্থিতিব অভিमुख কবে ।  
তাহারাই যথাক্রমে প্রকাশশীল সৎ স্থিতিশীল তম ও ক্রিয়াশীল রজ ॥ ১৩ ॥

ব্যক্তাবস্থার আদি ব্যক্তি আমি এইরূপ প্রত্যয়াत्मক মহান্ । তাহাকে  
আশ্রয় করিয়া সমস্ত জ্ঞান চেষ্টাদি সিদ্ধ হয় । কৈবল্যাবগতে প্রথা প্রবৃত্তি  
ও স্থিতির অভাবে ব্যক্তসম্বন্ধী মহত্বেব সে অবগর অবস্থিতি থাকিতে  
পাবে না । সেই মহান্ই ব্যবহারিক গ্রহীতা । ব্যক্তাবস্থার আমি এইরূপ  
প্রত্যয়ের আভিमुखে চিত্ত সমাহিত হইলে যে আশ্রয়ভাববিশেষে অবগান হয়,

স্বস্থান শ্রবতি স एव महान् । सविकारप्रकाशशीली महानात्मा,  
पुरुषस्तु अविकारी, चिद्रूपः ॥ १४ ॥

बुद्धिं निद्रमात्रचेति महतः संज्ञाभेदः । क्वचिच्च स्वरूपे-  
णागृह्यतो महान् करणकार्यं कुर्वन् बुद्धिरित्यभिधीयते ।  
यथोक्तम्—“बुद्धिरध्यवसायेन ज्ञानेन च महान्मयति” । ज्ञानेना-  
स्मीति-प्रत्ययावधानेनेत्यर्थः । यथाहुः,—“तमणुमात्रमात्मानमनु-  
विद्यास्मीति तावत् सम्प्रजानोति” इति । अणुमात्रं सूक्ष्मम् ।

তাহাই মহত্ব \* । মহাদাত্মা সবিকার প্রকাশশীল, আর পুরুষ অবিকারী  
চিৎরূপ ॥ ১৪ ॥

বুদ্ধি ও নিদ্রামাত্র মহত্বের সংজ্ঞাভেদ । কোথাও বুদ্ধি ও মহান ভিন্ন  
করিয়া উক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে মহান যখন বরূপে গৃহীত না হইয়া করণকার্য  
করে, তখন তাহা বুদ্ধিনামে অভিহিত হইয়াছে † । যথা উক্ত হইয়াছে—“বুদ্ধি  
অধাবসায় লক্ষণ ‡ দ্বারা এবং মহান জ্ঞানের দ্বারা বিবেকব্য” (ভারত) ।  
এখানে জ্ঞান অর্থে ‘আমি’ এইরূপ প্রত্যয়দ্বারা, তাহাব অবধানের দ্বারা মহান  
সাক্ষাৎকৃত হন । যথা উক্ত হইয়াছে—“সেই অণুমাত্র আত্মাকে অমুবেদন-  
পূর্বক কেবল ‘আমি’ এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়,” (যোগভাষ্য, পঞ্চশিখা-

\* ইহাকে সাম্প্রিত সমাধি বলে । সাম্প্রীয়ত্ব সকল কেবল অমুবেদ মহে, তাহারা  
সাক্ষাৎকার্য । যোগশাস্ত্রে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় ও স্বরূপ কথিত আছে, তাহা অমুণীন  
করিলে মহত্বের স্বরূপ বর্ধারূপে নিশ্চিত হয় । বুদ্ধিব্যবহারের নিছের ভিতর তব সকল  
কিরূপে আছে, তাহা চিন্তা করা উচিত ।

† একই জাত্বত্বতাব যখন সাক্ষীজ্ঞের জাত্য হয় তখন মহৎ, এবং যখন অজ্ঞজ্ঞানের জাত্য  
তখন বুদ্ধি । বুদ্ধিত্ব প্রকাশপরিণাম মলদ্বারািবৎ, মহতে তৈলদ্বারািবৎ একতান । মহ  
ত্বাবে সাক্ষীজ্ঞাহেতু তাহাকে বিত্ব বলা হইয়াছে, কতি যথা—“মহাত্ত্ব বিত্বনায়ানম্” । [পরি-  
শিষ্ট মহত্বব সাক্ষাৎকার ত্রেষ্য ।]

‡ অধাবসায়—অধিকৃত বিবেকের অবসায় না প্রকাশ হওয়ারূপ অবসান ।

মহত্ত্বং সাচাৎকুর্ষ্বতো' যোগিন এষাংবিধা সংযিত্ সম্রজায়ত-  
 ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

পুরুষাভিমুসুত্বাৎ বুদ্বিসত্বমতিপ্রকাগমীলং সাচ্চিকম্ ।

যথাহুঃ—“দ্রব্যমাশ্রমভূত্বং পুরুষস্যেতি নিশ্চয়ঃ” ইতি । তথাচ

“অব্যক্তাত্মত্বমুদ্ভিতমমৃতত্বায় কাম্যতে ।

সত্বাত্ পরতরং নান্যত্ প্রশংসন্তীহ পণ্ডিতাঃ ।

অনুমানাদ্বিজানীমঃ পুরুষং সত্বসংযয়ম্ ॥” ইতি ॥ ১৬ ॥

অস্য মহদাত্মনো যঃ ক্রিয়াশীলো ভাবো যেনানাশ্রমভাবেন  
 সহাত্মসম্বন্দ্যঃ প্রজায়তে সৌহৃৎকারঃ । স চাসাবহংকারোঃমি-  
 মানাত্মকঃ মমতাহন্তয়োর্মূলং ক্রিয়াশীলত্বাদ্রাজসিকঃ ॥ ১৩ ॥

যেনানাশ্রমাবা আত্মনা সহ বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি তদেব স্থিতি-

চার্য্য-বচন) । অনুমান অর্থে শব্দ । মহত্ত্ব-সাম্প্রকারী যোগীর ঐরূপ  
 খ্যাতি হয় । ইহাতে এই বুদ্ধিতে হইবে—যেখানে বুদ্ধি ও মহান্ পৃথক্  
 উক্ত হইয়াছে, তথায় একই অশ্রমপ্রত্যয়ক মহান্ স্বরূপভাবে সাক্ষাৎকৃত  
 হইলে মহান্, এবং যখন ক্ষিপ্ৰপরিণামী করণকার্য্য করে তখন বুদ্ধি ॥ ১৫ ॥

পুরুষাভিমুখ বলিয়া বুদ্ধিস্বরূপ অতিপ্রকাশশীল, সাত্বিক । যথা উক্ত হই-  
 য়াছে—“বুদ্ধিস্বরূপ পুরুষেব জব্যমাত্র বা পুরুষাশ্রিত ভাব ইহা নিশ্চয় হয়”  
 (ভারত) । অতএব যথা—“অব্যক্ত হইতে বুদ্ধিস্বরূপ উদ্ভিক্ত হয় । তাহা  
 অমৃত বলিয়া জানা যায় । বুদ্ধিস্বরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ (বিকাষেব মধ্য) অল্প কিছু  
 নাই বলিয়া পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন । অনুমান হইতে জানা যায় যে, পুরুষ  
 মনসঃশ্রম বা বুদ্ধিতে উপস্থিত ॥ ১৬ ॥

সেই মহদাত্ম্যাব যে ক্রিয়াশীল ভাব—যাহা দ্বারা অনাস্রমভাবে মহিত আত্ম-  
 সধক হয়, তাহার নাম অহঙ্কার । সেই অহঙ্কার অতিমানসরূপ, মমতা  
 (‘ইহা আমার’ এইরূপ ভাব) এবং অহঙ্কার (‘আমি এইরূপ’ এবম্প্রকার  
 প্রত্যয়, অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি) মূল ॥ ১৭ ॥

যে শক্তির দ্বারা অনাস্রমভাবে সকল আত্ম্যাব মহিত বিধৃত হইয়া অবস্থান

শীলং মনঃ । তচ্চি তামসমন্তঃকরণাঙ্গম্ । প্রথ্যাপ্রকৃতিস্থিতয়  
 ইতি ত্রয়াণামন্তঃকরণধর্ম্মাণাং মধ্যে যৎ স্থিতিধর্ম্মাশ্রয়ভূতং  
 তন্মনঃ । “তথ্যশেষসংস্কারাধারত্বা”দिति सूत्रेऽपि तृतीया-  
 न्तःकरणस्य मनसः स्थितिशीलत्वमुक्तम् ॥ ১৮ ॥

মহদহংকারমনাসি সর্ব্বকরণমূলমন্তঃকরণম্ । পুরুষার্থা-  
 চরণক্রিয়ায়াঃ সাধকতমত্বাত্তানি করণমিত্বমিধীয়ন্তে । এপাং  
 পরিণামভূতাঃ সর্বা অপ্রাণ্যগত্যঃ করণম্ । মহদাদয়ঃ  
 বচ্যমাণ-বাহ্যকরণ-পুরুষ্যর্ম্মধ্যস্থভূতত্বাদন্তঃকরণমিত্বমিধী-  
 যন্তে ॥ ১৮ ॥

আত্মবাস্ত্বেন হেতুনা বৌদ্ধচেতনতায়া উদ্রেক্তে যদ্বাদুদ্রেকস্য  
 প্রকাশভাবস্তদেব প্রকাশ্যপর্য্যবসানং প্রজ্ঞাস্বরূপম্ । যো  
 বা প্রকাশশীলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য গ্রাহ্যত্বত উদ্রেকস্তদেব জ্ঞানম্ ।  
 অবিমানেনৈবাসাবুদ্রেকৌঃস্মাত্যুকাশমাপদ্যতে । স চাভিমান-

করে, তাহাই স্থিতিশীল মন • । তাহা তামস অস্তঃকরণাঙ্গ । প্রথ্যা, প্রকৃতি ও  
 স্থিতি রূপ তিন মূল অস্তঃকরণধর্ম্মেব মনো যাহা স্থিতিধর্ম্মেব আশ্রয়, তাহাই  
 মন । “অশেষসংস্কারাধারত্বাহেতু মন বাহ্যেজিয়ের প্রণান,” এই সাংখ্যসূত্রেও  
 তৃতীয়শ্লোকঃকরণ মনের স্থিতিশীলত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

মহৎ অহংকার ও মন, সর্ব্ব করণের মূল অস্তঃকরণ । পুরুষার্থাচরণ ক্রিয়াব  
 সাধকতমহেতু তাহাবা করণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৯ ॥

একারণে প্রথ্যা, প্রকৃতি ও স্থিতি এই তিন মূল অস্তঃকরণধর্ম্মের স্বরূপ উক্ত  
 হইতেছে । আত্মবাস্ত্ব কোন কারণেব দ্বারা বৌদ্ধচেতনতা উদ্ভিক্ত হইলে,  
 সেই উদ্ভেদেব যে প্রকাশভাব, তাহাই প্রকাশ্যপরিণাম বা জ্ঞানের স্বরূপ-  
 ত্ব । অথবা একপও বলা যাইতে পারে যে, প্রকাশশীল বুদ্ধিসদেব যে গ্রাহ-  
 কৃত উদ্ভেক, তাহাই জ্ঞান । ক্রিয়াশীল অবিমানের দ্বারা সেই উদ্ভেক অস্মা-

\* মন শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া গঠিত এই পুস্তক গাঠনের পরে পরিভাষিত অর্থে  
 এতদ্বি কবিবেদ। বুদ্ধি সাধিক, মহৎ রাজস, এবং অস্তঃকরণেণু যাবে যাহা জানা যক তাহা মন।

প্রাক্কানাत्मनোर्भावयोः सम्बन्धोपाय' । अभিমানাহী प्रत्ययी सम्भवत , अहन्ता ममता चेति । धनादौ ममता, शरीरेन्द्रियेषु चाहन्ता । यथा नष्टे ममतास्य दे धनेऽहमुच्चटितो भवामीति प्रत्यय तथा चाहन्तास्य दे इन्द्रिये शब्दादिवाङ्मक्रिययोऽङ्गैः सति उद्विक्तस्तद्वताभिमान प्रकाशशीलमस्मद्भावमुद्विक्तं करोति । प्रकाशशीलभावस्योद्वेकफलमेव ज्ञानम् । यथाभिमानिनानात्म-भाव आत्मसन्निधी नीयते तथात्मप्रत्ययोऽपि अनात्मभावेन सह सम्बध्यते । अभिमानिनानात्मभावस्य स्वात्मীकरण प्रहन्तिस्वरूपम् । तथा च तस्य स्वात्मীकृतभावस्य ससृष्टस्यावस्थान स्थितिस्वरूपम् ॥ २० ॥

उक्त गुणानां नित्यसाहचर्यम् । ते सर्वत्रैव परस्परमङ्गा-  
द्वित्वेन वर्तन्ते । तस्मात्त्रिगुणात्मकमन्त-  
करणाङ्गत्रयमपि

অকাশেতে পৌছায়। সেই অভিমান আশ্রয় ও অনাশ্রয় ভাবের সহস্রোপায়। অভিমান হইতে দুইপ্রকার প্রত্যয় উৎকৃত হয়, অহন্তা ও মনজা। ধনানিতে মমতা ও শরীরেन्द्रিয়ে অহন্তা। যেমন মমতাস্পদ ধন নষ্ট হইলে “আমি উচ্চটিত হই” এইরূপ বোধ হয় সেইরূপ অহন্তাশ্রয় ইন্দ্রিয় শব্দাদি বাহ্য ক্রিয়ার দ্বারা উদ্বিক্ত হইলে সেই ইন্দ্রিয়গত অভিমান উদ্বিক্ত হইয়া, প্রকাশ শীল অস্বভাবকে উদ্বিক্ত করে। প্রকাশশীল পদার্থের উদ্বেক হইলেই তাহার ফলে প্রকাশস্বভাব ভাব বা জ্ঞান হয়। যেমন অভিমানের দ্বারা অনাস্রভাব আশ্রয়সাধিধে নীত হয় সেইরূপ আশ্রয়প্রত্যয়ও অনাস্রভাবের সহিত সংঘট হয়। অভিমানের দ্বারা অনাস্রভাবের স্বাত্মীকরণই প্রবৃত্তি বা চেতনার স্বরূপ। আশ্রয় সেই স্বাত্মীকৃতভাবের অবিভাগাঙ্গর হইয়া অস্ত করণে অবস্থান করাই স্থিতির স্বরূপ ॥ ২০ ॥

শুধু মকলের নিজ সাহচর্য উক্ত হইয়াছে। তাহার সর্বত্র পরস্পর অস্বভাবরূপে বর্তমান থাকে। তজ্জট ত্রিগুণাত্মক অস্তকরণে অবস্থায়



অন্যোন্যব্যতিপত্তং পরিণমতে । যদ্বৈকং তদ্বৈব শৌণি, একস্মিন্দ্রুক্তে  
দ্বুতরাবধাছাখ্যৌ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানী স্থিতিক্রিয়াভ্যাং প্রকাশগুণস্যাধিক্যাজ্ঞানং সাস্বিক-  
কম্ । চেষ্টায়ামুদ্রেকস্যৈব প্রাধান্যং, ততঃ সা রাজসী । স্থিত্যাং  
যাপরিদৃষ্টা ক্রিয়া সাবরিতস্বরূপা, ততঃ স্থিতিফ্রামসী ।  
জ্ঞানচেষ্টাস্থিতয়ঃ প্রমথ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতয়ো বৈতি ত্রয়ঃ সত্বরজস্রামী-  
গুণান্বয়িনঃ স্মূলভাষা বহুমাণাসু প্রমাণাদিহৃত্তিপু সাধা-  
রথাঃ ॥ ২২ ॥

চিত্তেন্দ্রিয়রূপেণ পরিণতাস্তঃকরণমস্মিতৈত্যাখ্যায়তে ।  
যথাহুঃ—“দৃগ্দর্শনশক্ত্যুরেকাত্মতৈবাস্মিতৈতি” । আত্মনা সহ  
করণশক্তিঃ অবিমানকৃতৈকাত্মকতাস্মিতৈত্বর্থঃ । তথৈবাহং শ্রীতাহং  
দ্রষ্টৈত্যাডিকরণাত্মপ্রত্যয়সম্ভবঃ । তথাচাহুঃ—“পঠছাবিশৌ-

(বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) পদস্পৰ মিলিত হইয়া পরিণত হয় । যথায এক, তথায  
তিন, এক উক্ত হইলে, অপব দুই উহু থাকে । অর্থাৎ প্রত্যেক অস্তঃকরণ-  
পরিণামেই বুদ্ধি, অহং ও মন এই তিন থাকে, বৃথিতে হইবে ॥ ২১ ॥

জ্ঞানেতে স্থিতি ও ক্রিয়া অপেক্ষা প্রকাশওণের আধিক্যবশতঃ জ্ঞান  
সাহিক । চেষ্টাতে উদ্রেকেব আধিক্যবশতঃ তাহা রাজসী । আর স্থিতিতে  
বে অপবিদৃষ্টে ক্রিয়া তাহা আববিতস্বরূপা, তচ্ছত্র স্থিতি তামসী । জ্ঞান চেষ্টা  
ও স্থিতি, বা প্রথ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতি, সব রজঃ ও তনঃ গুণাত্মারী এই তিন মূল-  
ভাব বহুমাণ প্রমাণাদি-বৃত্তির মধ্যে সাধারণ ॥ ২২ ॥

চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-রূপে পরিণত অস্তঃকরণকে অশ্রিতা বলা যায় । অর্থাৎ  
চিত্তেন্দ্রিয়ের উপাদানরূপে বর্তমান অস্তঃকরণজয়ের নাম অশ্রিতা । যথা উক্ত  
হইয়াছে,—“দৃশ্যশক্তি ও দর্শনশক্তির যে একাত্মতা, তাহা অশ্রিতা ।” অর্থাৎ  
আত্মাব সহিত করণশক্তির যে অতিমানকৃত একাত্মতা, তাহাই অশ্রিতা । তাহা  
ছাবাই ‘আমি শ্রোতা,’ ‘আমি দ্রষ্টা’ ইত্যাদিপ্রকার ক্রুণের সহিত একাত্মতা-  
প্রত্যয় হয় । তথা উক্ত হইয়াছে,—“বৃষ্ট অবিশেষ (প্রকৃতি বিকৃতি) অশ্রিতা-

সমিতামাত্র एते मत्तामात्रस्यात्मन महत षडविशेषपरिणामाः  
इति । सोऽसौ षष्ठोऽविशेष. चित्तादिकरणोपादानमित्यव  
गन्तव्यम् ॥ २३ ॥

अस्मिताया द्विविधः परिणामप्रवाहो जात्यन्तरपरिणाम-  
कारक । प्रकाशाभिमुख ऊर्ध्वस्रोतो विद्यापरिणामः आ-  
वरणाभिमुखोऽर्वाक्स्रोतसाविद्यापरिणाम । यत्रान्तरप्रकाश-  
गुणस्योत्कर्षं सात्विककरणप्रकृत्यापूरय, सा विद्या । यत्र  
चानात्मभावेन सह सम्यन्ध पुष्कली भवति, सा अविद्या ।  
यथाहुः—“अर्वाक्स्रोतस इत्येते मग्नास्तमसि तामसा ” इति ।  
तमसि अविद्यायामित्यर्थ । अविद्याया प्रकाशक्रिये रुध्यमाने  
भवत. ॥ २४ ॥

मात्र, ইহার (অর্থাৎ অপরপক্ষ সহ) মতামাত্র মহত্যায়া ছয় অবিশেষ পরিণাম,  
সেই অস্মিতায়া বর্ষ অবিশেষই চিত্তেল্লিঙ্গাদির উপাদান বনিয়া জাতব্য ॥ ২৩ ॥

অস্মিতার জাত্যন্তরপরিণামকারক দুইপ্রকার পরিণামপ্রবাহ আছে ।  
অর্থাৎ চিত্তেল্লিঙ্গের সাহায্যে পরিণামমান হইতেছে, সেই পরিণাম হইতে  
তাহাদের প্রকৃতিব ভেদ হইয়া যায় । সেই প্রকৃতি বা জাতির ভেদ দুই  
প্রকার, প্রকাশভিমুখ বিদ্যাপরিণাম এবং আবরণভিমুখ অবিদ্যাপরিণাম ।  
যাহাতে আন্তর প্রকাশগুণের উৎকর্ষ এবং তজ্জনিত সাদিক করণপ্রকৃতির  
আপূরণ হয়, তাহাই বিদ্যা । আব বাহাতে অনানুভাবের সহিত মগ্নতা পূর্ণ  
হয়, তাহা অবিদ্যা । যথা উক্ত হইয়াছে,—“এই তমতে বা অবিদ্যাতে মগ্ন  
তামসেরা অধ য়োত” । অবিদ্যার দ্বারা প্রকাশ ও ক্রিয়া রুধ্যমান হয় \* ॥ ২৪ ॥

\* এতটুকু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যোগত্বোক্ত অবিদ্যার সহিত অজ্ঞোক্ত  
অবিদ্যার বস্তুগত পার্থক্য নাই । শুধাকার লক্ষণ সাধনের দিক হইলে, আর এখানকার  
লক্ষণ তন্ময়ের দিক হইলে । অস্মিতা ও অস্মিতাম শব্দ প্রায়ই নিকিণেবে ব্যবহৃত হয়, তাহাও  
পাঠক শ্রয়ণ রাখিবেন ।

অথ কথং পঞ্চ ভেদাচ্ছিত্তস্য সম্ভবন্তীতি, उच्यते । अष्टमन्तः-  
करणम् । तस्य परस्परविरुद्धे सात्त्विकतामसकोटी । तस्मा-  
दन्तःकरणं परिणम्यमानं पञ्चधा परिणामनिष्ठां प्राप्नोति ।  
तत्राद्यपरिणाम आद्यद्भवुद्धेरनुगतः प्रकाशाधिकः, मध्यस्वभि-  
मानप्रधानः क्रियाधिकः, अन्यथ मनोऽनुगतः स्थितिप्रधानः ।  
आसां परिणामनिष्ठानां मध्ये द्वे परिणामनिष्ठे वर्त्तंयाताम् ।  
तयोरेका आद्यमध्ययोः सम्बन्धभूता, अन्या च मध्यान्ययोः  
सम्बन्धभूता । एवं अष्टत्वहिता परिणम्यमानादन्तःकरणात्  
पञ्चविधाः परिणतयत्तयः सम्भवन्तीति । ततस्तु चित्तयत्तैर्वाङ्म-  
करणशक्तीनाञ्च पञ्च पञ्च भेदा अभवन् ॥ २७ ॥

चित्तवृत्तियु प्रमाण प्रकाशाधिक्यात् सात्त्विकम् । वाङ्म-  
निययः प्रमाणलक्षणम् । मत्त्वदानुमानागमाः प्रमाणानि ।  
ज्ञानेन्द्रियप्रणाडिकया यथैत्तिको बोधस्तत् प्रत्यक्षम् । ज्ञाने-

চিত্তের কিরূপে পঞ্চবৃত্তি হয়, তাহা উক্ত হইতেছে । অষ্টঃকরণ জ্ঞান ।  
সেহ জ্ঞান অষ্টঃকরণেব সাৎবিক ও তামস কোটি পরস্পর বিরুদ্ধ । তদন্ত  
পরিণামমান অষ্টঃকরণ পঞ্চধা পরিণাম-নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় । তন্মধ্যে আদ্য-  
পারগাম, আদ্যস্ত যে বুদ্ধি তাহার অনুগত, প্রকাশাদিক, মধ্যপরিণাম  
অভিনামপ্রধান, ক্রিয়াধিক, আর অন্য মনোঃগত, স্থিতিপ্রধান । এই  
তিন পরিণামানটার মধ্যে আরও দুই পরিণামানটা থাকে, তন্মধ্যে একটি  
আদ্য ও মধ্যের সংকল্প ও এবং অষ্টটা মধ্য ও অন্যান্য সংকল্প । এইরূপে  
৫১১২৫২ পার মানান অষ্টঃকরণ হইতে প  
সেহস্ত ১৮৩। ৬৭  
চিত্তবৃত্তি সকলে  
এমানের সাধারণ ল  
জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রাণীয়ে

প্রকাশ  
প্রক  
তশক্তি উৎপন্ন হয় ।  
ভেদ হইয়াছে ॥২৭॥  
১১৬ । বাহনিস্তয়

न्द्रियमात्रेणालोचनास्य ज्ञान सिध्यति । उक्तञ्च—

“अस्ति ह्यालोचनं ज्ञान प्रथम निर्विकल्पकम् ।

वानमूकादिविज्ञानसदृशं सुम्भवस्तुजम् ॥

तत पर पुनर्वस्तु धर्मेर्जात्यादिभिर्यया ।

बुद्ध्यावसीयते सा हि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥” इति ।

आलोचन हि एकेनैवेन्द्रियेणैकदा गृह्यमाणविषयस्यात्या-  
ज्यकम् । तदनन्तरभूत जातिधर्मादिविशिष्ट ज्ञान चैत्तिक-  
प्रत्यक्षम् । यथा वृक्षदर्शने अल्पा हरिद्वर्णाकारविशिष्यमात्र  
गृह्यते, उत्तरक्षणे च छायाप्रदत्वादिगुणान्वितो न्यग्रोधवृक्षो  
ऽयमिति यज्ज्ञान भवति तदेव चैत्तिकप्रत्यक्षमिति ॥ २८ ॥

असहभावि सहभावि सम्बन्धपूर्वकमप्रत्यक्ष पदार्थ-ज्ञान मनु-  
मानम् । अत्रापि प्रमेयो वाच्यत्वेन निश्चीयते । आप्तवचनाच्छ्रुत-

न्द्रियेण द्वारा आलोचन नामक ज्ञान सिद्धं ह्य । यथा उक्तं ह्यैवास्ति,— एतन्नेन  
निरिकल्पक आलोचन ज्ञान ह्य । तादा वानक वा मूक वाक्त्रि वा मोहकर  
वस्तुजात ज्ञानेन सदृश । पवे जात्यादिधर्मेण द्वारा वस्तु ये बुद्धिकर्तृक  
निश्चित ह्य ताहाई प्रत्यक्ष । एकै ईन्द्रियेण द्वारा एक समये गृह्यमाण  
विषयव प्रकाशरूप ज्ञानै आलोचन ज्ञान । तदनन्तर जातिधर्मादिविशिष्ट  
ज्ञानै चैत्तिक प्रत्यक्ष । वेमन बुक्केव दर्शनज्ञाने चक्षुरे द्वारा हविर्ष्य  
आकारविशेषनात्र गृहीत ह्य, परक्षणे ये “ईहा छायाप्रदत्वादिगुणयुक्त  
तद्गोधवृक्ष” एवैरूप ज्ञान ह्य ताहा चैत्तिक प्रत्यक्ष \* । २८ ॥

असहभावी (असह सव् ओ सवे असह) एव सहभावी (सवे सव् ओ असवे  
असव्)-रूप सव्क ज्ञानपूर्वक अप्रत्यक्ष पदार्थ निश्चय कवा अनुमान । ईहातेओ  
वाहनिश्चय रूप प्रमाण लक्षण वर्तमान देवा वाय, काप्रण, अगृह्यमाणत्वेहेतु अह  
नाने अमेवपदार्थ बाह्यरूपे निश्चित ह्य । आप्तं पुरुषेण वचन ह्यैते श्रोतव

যৌঃবিচারশিভো নিচয়ঃ স আগমঃ । যদ্বাক্যবাহিতযক্তি-  
 বিষেপাদভিমুতবিলেক্ষ্য যৌতুস্তদ্বাক্যবাহিনিস্বয়ৌ ভযতি স তস্য  
 যৌতুরাস্তঃ । পাঠজননিচয়ৌ নাগমপ্রমাণম্ । অনুমানজঃ  
 শব্দার্থস্মরণজৌ বা তত্র নিচয়ঃ । আগমপ্রমাণে তু স্ববোধ-  
 সঙ্কান্তিকামস্য যৌত্ববিলেক্ষ্যভিমবল্লচ্ছক্তিধনৌ বক্তাঃ যৌতুয  
 সাধকত্বেন সঙ্গাবৌঃস্বার্থ্যঃ । যথাহুঃ—“আগ্নেয়ং দৃষ্টৌঃতুমিতৌ  
 বার্থঃ পরত্র স্ববোধসঙ্কান্তয়ে শব্দে নৌপদিশ্যতে শব্দাত্তদ্ব্যবযা-  
 দ্বত্তিঃ যৌতুরাগমঃ” ইতি । তস্মাত্তদ্ব্যানুমানবিল্লচ্ছ প্রমাণাঃ  
 করণম্ আগম ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২৫ ॥

বে অবিচারশিভ নিশ্চয় হয়, তাহার নাম আগম । যাহার বাক্যবাহিত শক্তি-  
 বিশেষে শ্রোতার বিচারশক্তি অতিক্রম হইয়া সেই বাক্যের অর্থনিশ্চয় হয়,  
 সেই পুরুষ সেই শ্রোতার আগম । পাঠজন নিশ্চয়ের নাম আগম নহে ;  
 তাহাতে হয় অনুমানজাত, নয় শব্দার্থস্মরণজাত নিশ্চয় হয় । আগম প্রমাণের  
 এই দুই সাধক থাকি চাই, যথা—(১) নিজবোধ শ্রোতাতে সংক্রান্ত হউক,  
 এইরূপ ইচ্ছাকারী ও শ্রোতার বিবেকাত্তিবকারি শক্তিশালী বক্তা এবং (২)  
 শ্রোতা । যথা উক্ত হইয়াছে,—“আগ্নেয়ং দৃষ্টৌঃতুমিতৌ বার্থঃ পরত্র স্ববোধ-  
 সঙ্কান্তয়ে শব্দে নৌপদিশ্যতে শব্দাত্তদ্ব্যবযাদ্বত্তিঃ যৌতুরাগমঃ” ইতি ।  
 তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে  
 বিলক্ষণ আগম, একপ্রকার প্রমাণ করণ হইল \* ॥ ২২ ॥

\* উক্ত \*ক হইতে শব্দার্থের জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই অর্থের অবাধিত সত্তা নিশ্চয় সকল স্থলে  
 হয় না । কোন স্থলে সত্তা বিষয়ে সংশয় হয়, কোথাও বা অনুমানের দ্বারা সংশয় নিরাস-  
 কৃত হইয়া নিশ্চয় হয় । যথা ‘অপুত্র ব্যক্তি বিবাস্য’ সে বলতেছে, ‘তবে সত্য’ এইরূপ ।  
 পাঠজননিশ্চয় এইরূপ নিশ্চয় হয় । তাহা অনুমান প্রমাণ হইল । হইতে অনেকে মনে  
 করেন, আগম একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ করণ বা প্রমাণ নহে, তাহা বার্থ নয় । আগম নামে  
 একপ্রকার স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে । কতকগুলি বাক্যের স্বভাবতঃ এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে,  
 তাহার শ্রোতার মনের কথা জানিতে পারে । তাহাদিগকে ইংরেজিতে Thought reader বলে ।

प्रत्यक्षं विशेषज्ञानम् । मूर्तिगृहमाणव्यवधिधर्मयुक्तः  
विशेषः । घटादीनां स्वविशेषशब्दस्पर्शरूपादयो मूर्तिः । व्यव-  
धिराकारः । अनुमानागमाभ्यां सामान्यज्ञानम् । तद्धि सत्ता-

प्रত্যक्ष ज्ञान विशेषज्ञान। नृत्ति ও গৃহমাণ-ব্যবधि-ধর্ম-যুক্ত দ্রব্য বিশেষ।  
ঘটাদিব স্বকীয় যে বিশেষপ্রকার শব্দ-স্পর্শাদি গুণ, যাহা কেবলমাত্র  
প্রত্যক্ষের দ্বারাই ভেদ করিয়া জানা যায়, তাহার নাম নৃতি। ব্যবধি অর্থে  
আকার, প্রত্যক্ষকাণীন থেকে আকার গৃহীত হয়, তাহাই গৃহমাণ ব্যবধি।  
অনুমান ও আগম হইতে সামান্য-জ্ঞান হয়, যেহেতু তাহার শব্দজ্ঞ (শব্দ  
দিয়া চিন্তা করা যায় বলিয়া অনুমানও শব্দজ্ঞ)। শব্দের দ্বারা কখনও

ভূমি তাহাদের নিকট মনে কর, "শব্দক স্থানে পুত্রক আছে," এমনি তাহার মনে উহা উঠিবে,  
অর্থাৎ তাহার সেই স্থানে পুত্রকের সম্ভাভান বা প্রমাণ হইবে। তাবশ পরচিন্তা ব্যক্তির  
ঐ প্রমাণ কিরূপে হয়? প্রত্যক্ষের দ্বারাও নয়, অনুমানের দ্বারাও নয়। একজনের মনে মনে  
উচ্চারিত শব্দ এবং তাহার অর্থভূত নিশ্চয়জ্ঞান আর একজনের মনে সংক্রান্ত হইল, তাহাতে  
সেই ব্যক্তিরও নিশ্চয়জ্ঞান হইল। ইহাই আশ্রয় প্রমাণ। সাধারণ মানুষের পরচিন্তাভা  
না থাকিতে স্মৃতিরূপে শব্দ উচ্চারিত না হইলে তাহাদের সেই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। আমরা  
মনোভাষ মনস্ত শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করি, হস্তরাজ একজনের মনোভাষ আর একজনে  
সংক্রান্ত করিতে হইলে শব্দ (পদ ও বাক্য) দ্বারাই করিতে হয়। এমন অনেক লোক আছে  
তাহারা স্বকীয় কোন প্রত্যক্ষীকৃত বা অনুমিত নিশ্চয়জ্ঞান তোমাকে বলিলে তোমার প্রত্যয়  
বা তৎসদৃশ নিশ্চয় হয় না। আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা তোমাকে নিশ্চয়  
করতিবার জন্য কোন কথা বলিলে, তৎক্ষণাৎ তোমার নিশ্চয় হয়। তাহাদের বাক্যের  
এমনি শক্তি আছে যে, তোমার মনে তাহাদের মনোভাষ একবারে বলিয়া যায়। এমিত্ত  
বক্তারা এইপ্রকার। যাহাদের কথার ঐরূপ অবিচারনিষ্ঠ নিশ্চয় হয়, তাহারা তোমার  
আপ্ত। আপ্তের বাক্য শুনিয়া যে তাহার নিশ্চয়জ্ঞান একবারে বাইয়া তোমার মনেও  
সদৃশ নিশ্চয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই আশ্রয়-প্রমাণ। শাস্ত্র নবন আদিতে তৎস-  
সাক্ষ্যকারী আপ্তপুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আগম নামে কথিত হয়।  
শাস্ত্রজ্ঞান প্রজ্ঞান আগম বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু উহা প্রকৃত আগম প্রমাণ নহে।  
আগমে ব্রহ্ম ও স্রোতার আবলুক। অনুমানও প্রত্যক্ষ যেমন কখন কখন সন্দেহ হয়,  
সেইরূপ আশ্রয় নিশ্চয়র দোষ থাকিলে সেই আগম দুই হয়। শুদ্ধ শব্দার্থজ্ঞান আশ্রয়  
নহে। আশ্রয়-শব্দার্থ-নহায়ে কোন অনিশ্চিত সত্য নিশ্চয় করা আগম-প্রমাণ।

মাবনিয়য়ঃ । জ্ঞাতমূর্ত্বাদিধর্মঃ সা সত্তা বিগিষ্যতে । প্রত্যর্চ  
সাত্ত্বিকং সদ্ভিষয়ত্বাৎ । অনুমান প্রয়ত্নযিশেষসাধ্যত্বাদ্রাজ-  
সিকম্ । তথা বাভিভবসিদ্ধত্বাদাগমস্তামম ইতি ॥ ২০ ॥

করণগতभावबोधोऽनुभवः । यथा गीते ध्वनिज्ञानं प्रत्यर्चं  
प्रमाणं, सुखबोधस्वनुभवः । शब्दादिविषयकं प्रत्यर्चं ; शब्दादि-  
ग्रहणकाले ग्रहणात्मकक्रियायाः करणगताया अपि योऽन्तर्बोधः  
सोऽनुभव इत्येतस्य प्रत्यर्चतो भेदः । किञ्चानुभवस्य बाह्य-  
कारणपरम्पराजन्यत्वेऽपि न तद्भिषयस्य स्फुटो बाह्याभिविधिः  
प्रत्यर्चवदिति । तथा च गृह्यमाणविषयत्वादनुभवोऽगृह्यमाण-

সমস্ত বিশেষ প্রকাশ করা যায় না। মনে কর, একথও ইটের ডেলা ,  
তাঁহার বর্ষার্থ আকার যদি বর্ণনা কবিত্তে যাও, তবে শতসহস্র শব্দের দ্বারাও  
পারিবে না। তেমনি যে কখনও ইটের বর্ণ দেখে নাই, তাহাকে শব্দের দ্বারা  
ঠিক ইটের বর্ণ জানাইতে পারিবে না। তজ্জন্ত শব্দজ্ঞান সানান্যজ্ঞান ও  
প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। সানাত্তজ্ঞানে পূর্বের অজ্ঞাত কোন মূর্তির জ্ঞান হয়  
না, কেবল সত্তানাত্র নিশ্চয় হয়। সেই সত্তা পূর্বজ্ঞাত ধর্মের (মূর্ত্যানির)  
দ্বারা বিশিষ্ট হয়। বহুল সন্ধিবদ্বয় হেতু প্রত্যক্ষ সাধিক। প্রয়ত্নবিশেষবসাধ্যত্ব-  
হেতু অনুমান রাজস। আর (বিচারবুদ্ধির) অভিভবসিদ্ধত্ব-হেতু আগম  
ভানস ॥ ৩০ ॥

‘করণের অভ্যন্তরস্থ ভাববোধ’ অনুভবের লক্ষণ। যেমন সঙ্গীতে ধ্বনি-  
জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আর সুখবোধ অনুভব। প্রত্যক্ষের সহিত অনুভবের  
ভেদ এই যে, প্রত্যক্ষ শব্দাদিবিষয়ক, আর শব্দাদিগ্রহণকালে করণগত  
সেই গ্রহণরূপ ক্রিয়ারও আবার অন্তরে যে বোধ হয়, তাহা অনুভব, এইহেতু  
প্রত্যক্ষ হইতে অনুভব (জ্ঞানগত) ভিন্ন। করণগত সেই গ্রহণক্রিয়া যদি  
অসাধারণ হয় (যেমন গীতাদিতে), তবেই স্ফুট অনুভব হয়। কিন্তু অনু-  
ভব যদিও বাহ্যকারাপরম্পরা হইতে হয়, তথাপি তাহাতে স্ফুট বাহ্যব্যাপ্তি  
ধাকে না। অনুমান ও আগম হইতে অনুভবের প্রভেদ এই যে, অনুভব

বিষয়াভ্যামনুমানাগমাভ্যাং ভিষ্যতে । অনুभवोऽपि गुणानु-  
सारतस्त्रिविधो यथा बोधसहगतचेष्टাসহगतः स्थितिसहगतचेति ।  
ते चापि बाह्याभ्यन्तरभेदाद्वিবিधाः । त्रिविधबाह्यकरणगतभाव-  
बोधः बाह्यानुभवः, चित्तगतभावबोधः आन्तरः । बोधसह-  
गतानुभवो यथा ज्ञातविषयस्मृतिरिति, शब्दादिजसुखादययेति ।  
चेष्टासहगतो यथा चेष्टास्मृतिरिति, कर्म्मोन्द्रिय-  
गतकर्म्मसहायः सुखादिकर उपश्लेषबोधस्त्वगतः शीतोष्णज्ञान-  
विलक्षणः कर्म्मोन्द्रियाङ्गभूत इति च । स्थितिसहगतानुभवो यथा

গৃহনাণবিষয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও আগমেন বিষয় অগৃহ্যমান । এইজন্ত প্রমাণ  
হইতে অহুভব স্বভববৃত্তি হইল । অহুভবও ত্রিভুগাহ্যনাভে ত্রিবিধ ; যথা,  
(১) (সাবিক) বোধসহগত, (২) (বাক্সন) চেষ্টাসহগত, (৩) (ভানস) স্থিতিসহগত ।  
তাহারা আবার বাহ ও আন্তরভেদে দ্বিবিধ । ত্রিবিধ বাহ্যকরণগত ভাব-  
বোধ বাহ্যহুভব, আর চিত্তগত ভাববোধ আন্তর, সুখ দুঃখাদি অহুভব  
বাহ ও আন্তর উভয়-সাধারণ । বোধসহগত অহুভব যথা—জ্ঞাতবিষয়-স্বরণ  
(আন্তর), শব্দাদিসহজাত সুখাদি (বাহ) \* । চেষ্টাসহগত অহুভব যথা—  
চেষ্টাস্বৃতি (আন্তর); কণ্ঠহুভব (বাহ), কণ্ঠেন্দ্রিয়গত উপশ্লেষবোধ, যাহা  
কন্দনহার, সুখাদিকর । শীতোষ্ণ ছাঁড়া একে স্থিত যে বোধ, যাহা কণ্ঠে-  
ন্দ্রিয়ের অঙ্গভূত, তাহাই উপশ্লেষবোধ । (সাংখ্যীর প্রাণতত্ত্ব ৫৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য ।)  
স্থিতিসহগত অহুভব যথা—নিদ্রাদি কল্পভাবের স্বরণ (আন্তর), প্রাণ-

\* অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গত । জ্ঞানেন্দ্রিয়গত বিগবোধ বা স্থানবোধ বাহ্যকে Sense of location বলে, তাহাও জ্ঞানগত অহুভব । কর্ণস্থ অংশবিশেষ (Membraneous labyrinth) কঠিরা বিশেষ স্থানবোধের বিষয় গোণে হয়, সেহ কারণে চক্ষু বুদ্ধিলে, বিশেষতঃ পদতলের সম্বন্ধে শৈশবে সমাইয়া দিয়া চক্ষু বুদ্ধিরা দাড়াইলে স্থানবোধ মুগ্ধ হইয়া বুদ্ধিরা পড়ে। রসনা ও নাসায় বিগবোধ তত স্মৃতি নহে, কিন্তু তীত্র গন্ধ ও বায় বিশেষে সূর্ণাভাব দেখা যায় । এই বিগবোধ জ্ঞানেন্দ্রিয় ত অহুভব । এ বিষয় সন্যক্ জ্ঞানিতে হহলে পাঠক বিলিখলজি (Physiology)-রূত Sense of location অবন্ধ পাঠ করিবেন ।



নিদ্রাদীনাং স্মৃতিঃ, যথা বা প্রাণপ্রণালিকঃ ক্লাম্বিপীড়াযঃ  
 গারীরানুভবঃ । “অনুভূতবিষয়াসম্মমোযঃ স্মৃতি”রিতি সূত্রাত্  
 প্রমাণাদিগৃহীতবিষয়স্য ঘটতিহত্বা বিঘটস্য চিত্তগতস্ব  
 বোধঃ স্মৃত্যান্যানুভব ইত্যেবাবগম্যতে । তস্মাদনুভবঃ কারণগত-  
 ভাববোধঃ ইতি সিদ্ধম্ । প্রমাণাত্ প্রকাশাত্পত্বাত্ তস্মাচ্চ  
 জহনাদিপ্রয়ত্রদ্বাহুত্বসাধ্যত্বাদনুভবস্য দ্বিতীয়ে সাত্বিকরাজস-  
 বর্গেঃস্তর্ভাবঃ ॥ ২১ ॥

তৃতীয়া যক্তিহৃতিষেটা রাজসী ক্রিয়াবহুনা, তস্যাঃ সঙ্কল-  
 কল্পনাবধানানীতি ত্রয়ো ভেদাস্ত্রিগুণানুসারিণঃ । তত্র চেতস্যনু-  
 ভাব্যমানক্রিয়ায়ামভিমানপ্রয়োগঃ সঙ্কল্পস্বরূপম্ । যথা  
 গমিষ্যামীত্যত্র গমনক্রিয়াঃনাগতা, তদনুভাবপূর্ব্বকং তদ্বত  
 আত্মনো ভাবন সঙ্কল্পস্বরূপম্ । গমিষ্যাম্যনাগতগমনক্রিয়াবানু-  
 ভবিষ্যামীত্যর্থঃ । ক্রিয়ানুস্মৃত্যা সঙ্কাত্মসম্বন্ধোঃভিমানকৃতঃ ।

প্রণালিক ক্লাম্বিপীড়াদি শাবীরাত্মভব (বাহু) । “অনুভূত বিষয়ের অসম্মমোব  
 স্মৃতি” এই বোধ্যপ্রমাণসারে প্রমাণাদিগৃহীত বিষয়—যাহা স্বতিবৃত্তির দ্বারা  
 চিত্তগত হইয়া অবস্থান করে, তাহার বোধই স্বত্যত্মভব হইল। ইহার  
 দ্বারা অনুভবের ‘কারণগত ভাববোধ’ এই লক্ষণ সিদ্ধ হইল। প্রমাণ হইতে  
 প্রকাশগুণের অন্নতা নিবন্ধন এবং তাহা অপেক্ষা উৎসাদি-প্রবল(উৎস = ‘অবণ  
 করিবার চেষ্টা) সাপেক্ষ বলিরা অনুভব দ্বিতীয় সাত্বিকরাজসবর্গের অন্তর্গত ॥৩১॥

তৃতীয়া বা রাজসী শক্তিবৃত্তি ক্রিয়াবহুনা চেষ্টা । তাহার সঙ্গ, করন ও  
 অবস্থান এই ত্রিগুণাত্মসাবী তিন ভেদ । তন্মধ্যে চিত্তেতে অনুভূত (স্বত অথবা  
 কল্পিত) ক্রিয়াতে অভিমান(অন্ধিতা) প্রয়োগ সঙ্গতরূপ । যেমন “যাইব’ এই  
 সঙ্গনে গমনক্রিয়া অনাগতা, তাহার অনুভাবপূর্ব্বক নিছকে তৎপূর্ব্বরূপে  
 ভাবন (হওয়ান) সঙ্গল। অর্থাৎ ‘যাইব’ বা অনাগত গমনক্রিয়াবানু হইব ।  
 ক্রিয়ার অনুভূতির সহিত যে আশ্রয়স্বক, তাহা অভিমানকৃত ।

যা চিত্তচেষ্টা হিতবিষয়ানিতরেতরেষ্বারোপয়তি তৎ কল্পনম্ ।  
যথা হৃৎচিহ্নমগিরিকল্পনম্ । চিত্তা হিতপৰ্ব্বততুহিনানুস্মৃতিপূৰ্ব্বকং  
পৰ্ব্বতায়ে তুহিনমারোপ্য হিমাঙ্গিঃ কল্যতে ।

যযা চ চিত্তচেষ্টয়েন্দ্রিয়াদিহিতৌ চিত্তাবধানং ক্রিয়তে সাব-  
ধানচেষ্টা । গমিষ্যামীতি মনোরথমাত্রেণৈব ন গমনং ভবতি ;  
তন্মত্ৰজ্ঞানান্তর যযা চিত্তচেষ্টয়া পাৰ্দৌ চলৌ ক্রিয়তে তৎ  
কল্প্যাবধানম্ । তথা জ্ঞানাবধান, প্রাণাবধান, তথা চোহনাখ্যা  
স্মৃতিহেতুচেষ্টা । জ্ঞানসম্বন্ধিহিতৌঃ প্রাধান্যাচ্চ সঙ্কল্যচেষ্টাসু  
সাত্ত্বিকঃ । কল্পনং রাজস, চাঙ্কল্যবাহুল্যাৎ । অবধানঞ্চ

যে চিত্তচেষ্টা আহিত বিষয় সকলকে পরস্পরের উপর আবেশিত করে,  
তাহা কল্পন। সঙ্কল ও কল্পন পরস্পরের যোগে কল্পিত-সঙ্কল ও সঙ্কল্পিত-  
কল্পনা হয়। যখন ও তৎসদৃশ অবস্থায় যতঃকল্পন বা অভাবিত-স্বৰ্ভব্য চেষ্টা  
হয়। কল্পনের উদাহরণ যথা, “হিনাগিরি কল্পনা,” চিত্তাহিত পৰ্ব্বত ও তুহিনেব  
অনুস্মৃতিপূৰ্ব্বক পৰ্ব্বতায়ে তুহিন আবেশিত করিয়া হিমাঙ্গি-কল্পনা করা যায়।

যে চিত্তচেষ্টা দ্বারা ইঞ্জিয়ারির বৃত্তিতে চিত্তাবধান করা যায়, তাহার নাম  
অবধান-চেষ্টা। শুদ্ধ ‘বাইব’ এইরূপ মনোরথের দ্বারাই গমন হয় না।  
সেইরূপ সঙ্কলনানন্তর যে চিত্তচেষ্টা দ্বারা পাদদ্বয় সচল হয়, তাহা কল্পা-  
বধান। জ্ঞানাবধান, প্রাণাবধান, \* উহনরূপ স্বতিহেতু চেষ্টা, ইহারাও ঐরূপ  
অর্থীর কল্পাবধানের দ্বায়।

জ্ঞানের সান্নিকর্ষ্য হেতু আর প্রাধান্য-হেতু চেষ্টা সকলের মধ্যে সঙ্কল  
সাত্ত্বিক। চাঞ্চল্যবাহুল্য হেতু কল্পন রাজস। আর অপরিদৃষ্ট-হেতু অবধান

\* আগবর্ষ ভাসন বলিষ্ঠা তাহাতে ভাসন অবধানবৃত্তির অধিপাবল্য। প্রাণাবধান  
প্রাণায়ামরূপ অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যাহিত হইতে পারে বা প্রবল শোকাদি বৃত্তিতে চিত্ত অবহিত  
হইলে, তাহা অপহৃত হইতে পারে। তাহাতে শরীর মুক্তবৎ হয়। নাথ্যঃগতঃ হর্ষা নিম্নতর্হ  
বর্তমান। অন্যান্যনর ব্যক্তি অবগাদি করিবার জন্য যে কর্ণাদিতে চিত্তাবধান করে, তাহা  
জ্ঞানাবধান-চেষ্টা।

তামমমপরিদৃষ্টত্বাৎ । সঙ্কল্যবৎ কল্পনাযথানে অপি অভিমান-  
প্রধান-চলনাঙ্কজে । সঙ্কল্যঃ কৰ্ম্মে মানসমিতি স্মৃতে: সঙ্কল্যাদি-  
বৃত্তীনাং ক্রিয়াবহুত্বতা ততঃ চেটান্তর্গতত্বমবগম্যত ইতি ॥২২॥

চেটায়ামভিমানোদ্রেকস্যাবকটপ্রবাহঃ । যতোঽসাবন্তঃ প্রজা-  
যতে ততস্তু বহিঃ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াদাবাগচ্ছতি । বোধে চান্তঃপ্রবাহ-  
হাভিমানোদ্রেকঃ বিপয়স্য বাহ্যত্বাৎ ॥ ২২ ॥

চতুর্থত্বতিবিংকল্যস্তল্লক্ষণং যথাহুঃ—“শব্দজ্ঞানানুপাতী  
বসুশূন্যো বিকল্যঃ” ইতি । “বসুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্মস্ব-  
নিবন্দ্যনো ব্যবহারো দৃশ্যতে ।” বাস্তবার্থশূন্যবাক্যস্য যজ্ঞানং  
তদনুপাতিনী যাং চিত্তপরিণতির্জায়তে স বিকল্যঃ । ভাষায়াং  
বিকল্যত্বত্বেরূপকারিতা । ত্রিবিধো বিকল্যো যথা সাত্ত্বিকো  
বসুবিকল্যঃ, রাজসঃ ক্রিয়াবিকল্য স্তামসয়াभावবিকল্যঃ ।  
শ্রাদ্যস্বীদাহরণং যথা, “চৈতন্যং পুরুষস্য স্মরূপ”মিতি, “রাহী:

তানন । সঙ্কল্যবৎ কল্পন এবং অবধান ও অভিনান প্রধান চলনাঙ্ক ॥ ৩২ ॥

চেটাতে আভিমানিক উদ্ভেদের নিম্ন বা বাহ্যভিমূখ প্রবাহ হয় । যেহেতু  
অগ্রে উহা অন্তরে ভ্রমে, তৎপবে বাহিরে কশ্মেজিয়াদিতে আসে । বোধেতে  
অভিমানোদ্ভেদ অন্তঃপ্রবাহ, কারণ বোধোদ্ভেদজনক বিষয় বাহ্যে অব-  
হিত থাকে ॥ ৩৩ ॥

চতুর্থ বৃত্তি বিকল্প । তাহার লক্ষণ যথা উক্ত হইয়াছে,—‘শব্দজ্ঞানের  
অনুপাতী বসুশূন্য বৃত্তি বিকল্প’ । ‘বাস্তব বিষয় না থাকিলে শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্য-  
নিবন্ধন বৈকল্পিক ভাবের ব্যবহার হয়’ । বাস্তবার্থশূন্য যে সকল বাক্য, তাহাদের  
অনুপাতী যে চিত্তপরিণতি হয়, তাহাই বিকল্প । ভাষাতে বিকল্পবৃত্তির  
অনেক উপকারিতা আছে, যেহেতু ঐরূপ বাস্তবার্থশূন্য অনেক বাক্যের দ্বারা  
আনন্দের সন্ধিষয় বৃদ্ধি ও বৃদ্ধাইয়া থাকি । বিকল্প ত্রিবিধ, যথা—সাত্ত্বিক বসু-  
বিকল্প, রাজস ক্রিয়াবিকল্প ও তামস অভাববিকল্প । আদ্যেব উদাহরণ যথা,

शिर” इति च । अत्र वस्तुनोरेकत्वेऽपि व्यवहारार्थं तयोर्भेद-  
वचनं वैकल्पिकम् । अकर्त्ता यत्र व्यवहारसिद्धयर्थं कर्त्तृवत्  
व्यवह्रियते स क्रियाविकल्पः । यथा, “तिष्ठति वाणः,” हा गति-  
निवृत्ताविति धात्वर्थः गतिनिवृत्तिक्रियायाः कर्त्तृरूपेण वाणो  
व्यवह्रियते, वस्तुतस्तु वाणे नास्ति तत् क्रियाकर्त्तृत्वमिति ।  
अभावार्थपदाश्रिता चित्तवृत्तिरभावविकल्पः । यथा, “अनु-  
त्पत्तिधर्मो पुरुष” इति । “उत्पत्तिधर्मस्याभावमात्रमवगम्य  
ते न पुरुषान्वयी धर्मस्तस्मात् विकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति  
व्यवहार” इति ।

वैकल्पिकौ नित्यव्यवहार्यौ दिक्कालौ । यथाहुः—“स खल्वयं  
कालो वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्गम्यः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां  
व्युत्थितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासत” इति । भूतभाविनी  
कालौ शब्दमात्रौ भवन्तमानपदार्थौ । तथाच रूपादिधर्म-

“चैतन्न गुरुत्वेन स्वरूप,” “राहुर शिर” । এই সকল স্থলে বস্তুধর্মের একতা  
ধাক্কিনেও ব্যবহারনিক্তির জন্য তাহাদের ভেদবচন वैकल्पिक । অকর্তা বেখানে  
ব্যবহারনিক্তির জন্য কর্তার ত্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহা জিগ্নাবিকল্প । যেমন  
‘বাণঃ তিষ্ঠতি,’ হাধাতুর অর্থ গতিনিবৃত্তি ; সেই গতিনিবৃত্তিক্রমের কর্তারূপে  
বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিছ বাণে কোন গতিনিবৃত্তির অঙ্গকুল কর্তৃত্ব নাই ।  
অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্তবৃত্তি অভাববিকল্প । যেমন  
“গুরুব উৎপত্তিধর্মশূন্য” । শূন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহার দ্বারা কোন ভাব-  
পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐবাক্যশ্রিত চিত্তবৃত্তির  
বাস্তবতা নাই ।

নিত্য ব্যবহার্য্য দিক্ ও কাল वैकल्पिक । यथा ऊक्तं है—“सैह  
काल वस्तुशून्य, बुद्धिनिर्गम्य, शब्दज्ञानानुपाती ; व्युत्थितदर्शन लौकिकगणेरहै  
निकटं ताहा वस्तुस्वरूपे अवभासितं हर” । जूतं ओ भावी काल, अवर्तमान पदार्थ ।

শূন্যঃ ন কথিদবকাগাস্যো বাহ্যঃ প্রমেয়ো ভাবপদার্থোঽবশিষ্যতে,  
 রূপাদিশূন্যস্য বাহ্যস্যাঙ্কল্পনীয়ত্বাৎ । তস্মাৎ সাংখ্যনবে  
 দিচ্ছানো বৈকল্যিকত্বেন সম্ভবতী । অবান্তবত্বোঽপি বৈকল্যিক-  
 বিপয়স্য সিদ্ধবদধী অবচ্ছিত্যে । বহ্যমাণধৃতিবৃত্তিতুলনয়া  
 প্রকাশ্যধিক্যাৎ বিকল্যস্য চতুর্থং রাজসতামসবর্গেঽন্তর্ভাবঃ ॥২৪॥

পঞ্চমী শক্তিধৃতিধৃতিঃ । গ্রহণধারণীহ্যপড়িত্বাদিবাধ্যাত  
 ধারণবৃত্তের্মৌলিকত্বমবগম্যতে । যযা বাহ্যেন্দ্রিয়াপিতবিপয়া:  
 চেতস্যাহিতাস্তিষ্ঠন্তি সা ধারণবৃত্তিঃ । অস্তি সর্ব্ববোধস্য  
 বোধবিপয়ঃ, স্মরণবোধস্যাপ্যন্তি বিপয়ঃ, ন স বহি-  
 বিচ্যতে, তস্মাদন্তর এযাস্তি স্মর্য্যবিপয় ইত্যনুমীযতে । যযাসী  
 বিপয় অন্তরে বিধৃতস্তিষ্ঠতি, সা ধারণবৃত্তিঃ । চিত্তস্য বাহ্য-  
 ক্ররণাপিতবিপয়ীপজীবিত্বাৎ বিপয়াধানপরা চিত্তস্য ধৃতি-

সেইরূপ রূপাদিশূন্য করিলে, অবকাশনানক কোন বাহ্য ভাবপদার্থ অবশিষ্টে  
 থাকে না, কারণ রূপাদিশূন্য বাহ্যপদার্থ কল্পনীয় নহে । সেইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে  
 দিক্ ও কাল বৈকল্যিক বলিয়া গম্যত হইয়াছে । বৈকল্যিক বিষয় অবাস্তব  
 হইলেও তাহা নিরুদ্ধক ব্যবস্থিত হয় । বক্ষ্যমাণ ধৃতিবৃত্তির তুলনায় প্রকাশ-  
 ষিকা হেতু বিকল্প চতুর্থ রাজস তামস বর্গে স্থাপয়িতব্য ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চমী শক্তিধৃতি ধৃতি \* । “গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ” ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য  
 হইতে ধারণবৃত্তির মৌলিকত্ব জানা যায় । যাহাযারা বাহ্যক্ররণাপিত বিষয়  
 অন্তরে আহিত থাকে, সেই শক্তির নাম ধৃতিবৃত্তি । ধৃতিশক্তি এইরূপে অহনিত  
 হয় । বখা—সমস্ত বোধেরই বোধ বিষয় আছে, তজ্জন্য অবগবোধেরও বোধ্য  
 বিষয় আছে, কিন্তু সেই বিষয় বাহিরে থাকে না, অতএব তাহা অন্তরে থাকে ।  
 যাহাযারা সেই বিষয় অন্তরে বিধৃত থাকে, তাহাই ধৃতি । ধৃতিনামক চিত্ত-

\* ‘সাংখ্যের প্রাণতবে’ এই পঞ্চমধৃত্তিকে ‘ধৃতি’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ধৃতি-  
 পঞ্চম বোধবৃত্তি অমূলক ও ধারণ বৃত্তির অর্থেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে । এখানে অপর্য্য ধৃতি  
 ন বই গৃহীত হই ন ।

বৃত্তি. মনসু করণশক্তিধারণপরা শক্তিরিতি বিবেচ্যম্ । সর্ব্ব  
 তু আহিতভাষা সংস্কার ইত্যभिधीयन्ते । त्रिविधा चित्तस्य  
 धारणवृत्ति, सान्त्विकी बोध्यवृत्तिः राजसी चेष्टावृत्तिस्तामसी  
 रुद्धभाववृत्तिरिति । तत्राद्या बुद्धविषयाधान, सर्व्वचेष्टाधान  
 मध्या, भ्रत्या च निद्रादिरुद्धभावसंस्कार । वृत्तिवृत्त्याहित-  
 विषयाणामपरिदृष्टभावेन चेतस्यवस्थानात् तस्या. स्थितिस्वरूप-  
 त्वाच्च वृत्तिवृत्ति पञ्चमी तामसवर्गीयेति ॥ ३५ ॥

सुखाद्या नवधा चित्तस्यावस्थावृत्तयः सर्व्ववृत्तिसाधारण्य' ।  
 तासां तिस्रो बोध्यगतास्तिस्त्रयेष्टागतास्तिस्त्रय धार्य्यगता ।  
 शक्तिवृत्तिवदवस्थावृत्तिभियन्तस्य न ज्ञानादिक्रियासिद्धिः ।  
 ज्ञानादिक्रियाकाले चित्तस्य यद्यद्यद्भावेनावस्थानम्भवन्ति ता  
 एवावस्थावृत्तयः ॥ ३६ ॥

বুদ্ধি বিষয়ধারণপরা, কারণ বাহুकरणार्पित विवर्षोपजीविष्य चित्तेन लक्षण  
 बलिना उक्त इहेराहे । आर श्रितिशर्मा मन करणशक्तिधारणपरा, ईहा  
 विवेच्य । अर्थात् करणशक्ति सकल अत् करणेर सहित मदक, सेहे मदक  
 हाने मन अवहित । ताहाते अशेषप्रकार करणप्रकृति आहित থাকे ।  
 मन्तु आहित भावेर साधारण नाम स हार । धारणवृत्ति त्रिष्टुगाहसारे त्रिविध,  
 यथा, बोध्यवृत्ति, चेष्टावृत्ति ओ रुद्धभाववृत्ति । प्रथमटी बुद्धविषय धारण करा,  
 विडीयटी सर्षचेष्टा धारण करा, आर तृतीयटी निद्रादि रुद्धभावेर स हार ।  
 वृत्तिवृत्तिर विषय सकल अपरिदृष्टभावे चित्ते अवधान करे बलिना, आर ताहार  
 श्रितिशर्मा हेतु, ताहा पञ्चम तामसवर्गीया ॥ ३५ ॥

शुधादि नयप्रकार चित्तेर अवस्थावृत्ति, ताहार प्रमाणादि सर्ष वृत्ति साधारण ।  
 ताहादेर मध्ये तिनटी बोध्यगत, तिनटी चेष्टागत ओ तिनटी धार्य्यगत ।  
 शक्तिवृत्तिर ज्ञान अवस्थावृत्तिर धारा चित्तेर ज्ञानादि कार्या निरुक्त हर ना । ज्ञानादि  
 कार्याकाले चित्तेर ये ये भावे अवधान हर, ताहार नाम अवस्थावृत्ति ॥ ३६ ॥

তত্র সুখদুঃখমৌছাঃ সত্বরজস্তমঃপ্রধানা বৌধ্যগতা শ্রবস্থা-  
 বৃত্তয়ঃ । সর্ব্বং বৌধ্যাঃ সুখাবহা বা দুঃখাবহা বা মৌছাবহাঃ  
 সমুৎপদন্তে । শ্রনুকূলবিষয়কৃতীদ্রিকাত্ সুখং, প্রতিকূলবিষয়াশ্চ  
 দুঃখম্ । মৌছঃ পুনঃ সুখস্য দুঃখস্য বাতিভোগাত্ সুখদুঃখ-  
 বিবেকশূন্যোঽনিষ্টো জড়भावঃ, যথা ভয়ম্ ॥ ২৩ ॥

রাগদ্বৈপ্যামিনিবেশায়েষ্টাগতা বস্থা বৃত্তয়ঃ স্নিগুণানুসারিণ্যঃ ।  
 রক্তং দ্বিষ্টং বামিনিবিষ্টং দ্বি চিত্তং চেষ্টতে । সুখানুগম্যী রাগঃ,  
 দুঃখানুগম্যী দ্বেষঃ, স্বরসবাহিনী তথারুড়া চেষ্টাবস্থা মিনিবেশঃ ।  
 ন মরণশাসমাশ্রম মিনিবেশঃ । তথারুড়ায়াঃ প্রাণাদিবৃত্তি-  
 রূপায়া শ্রমিনিবিষ্টচেষ্টায়া নামায়ম্ভৈব মরণমযাক্ষিকৈতি  
 বিবেচ্যমিতি ॥ ২৮ ॥

৬

ভাষ্যে নমো যুধ, দুঃখ ও মোহ যথাক্রমে সব, রজঃ ও তমঃ-প্রধান এই  
 তিন ভাব বোধগত অবস্থাবৃত্তি । সমস্ত বোধই হয় সুখাবহ, নয় দুঃখাবহ, নয়  
 মোহাবহ হয় । অশ্রুকূলবিষয়কৃত উদ্বেক হইতে সুখ ও প্রতিকূল বিষয়  
 হইতে দুঃখ হয় । আর সুখ বা দুঃখের অতিভোগে যুধদুঃখশূন্য অনিষ্ট যে  
 জড়ভাব হয়, তাহা মোহ, যথা ভয় ॥ ৩৩ ॥

রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ যথাক্রমে সব, রজঃ ও তমোক্ত-প্রধান চেষ্টাগত  
 অবস্থাবৃত্তি । রাগযুক্ত, দ্বিষ্ট বা অভিনিবিষ্ট হইয়া চিত্ত চেষ্টা করে । সুখ-  
 শ্রুতিপূর্ব্বক যে চেষ্টা হয়, তাহাই দ্রুত চেষ্টা । সেইরূপ দুঃখাশ্রয়ী যেষ ।  
 আর যে চেষ্টাবস্থা স্বরসবাহিনী বা শ্রতঃ-বহনশীল, সেই তথাক্রমে বা সমারম্ভ  
 চেষ্টাবস্থা অভিনিবেশ । মরণশাস অভিনিবেশরূপ নহে । শ্রাণানিবৃত্তিরূপ  
 তথাক্রমে অভিনিবিষ্ট-চেষ্টার নাশাশঙ্কাই মরণশাসের স্বরূপ, ইহা বিবেকব্যাঃ ১৫৮ ॥

\* অভিনিবেশ ব্যাখ্যা কালে যৌভাষ্যকার মরণশাস-ব্যাখ্যা করাতে অভিনিবেশকে  
 লোক মরণশাসই মনে করে । কিন্তু ভাষ্যকার অভিনিবেশের কল-ব্যাখ্যা করিয়াছেন,  
 মরণ-ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার স্বরূপ হইতে শুই উক্ত হইয়াছে ।

জাগ্রৎস্বপ্নসুপ্তয়ো ধার্ম্যগতাবস্থাহৃত্তয়ঃ । ধার্ম্যং শরীরং,  
তস্মম্মর্কাধার্ম্যগতাবস্থাহৃত্তয়দ্বিত্তস্য । জাগ্রদবস্থা সাত্ত্বিকী,  
স্বপ্নাবস্থা রাজসী, নিদ্রাবস্থা তামসী । তয়াচ শাস্ত্রম্—

“সত্ত্বাজাগরণ বিদ্যাভ্রজসা স্বপ্নমাদিমিত্ ।

প্রস্বাপনং তু তমসা, তুরীয়ং ত্রিযু সন্ততম্ ॥” ইতি ।

জাগরে চিত্তেন্দ্রিয়াধিষ্টানান্যজড়ানি চেতন্তে । জাঘ্রতাপত্রেযু  
জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়েযু তদনিত্যতস্য অনুব্যবসায়াধিষ্টানস্য যদা চেষ্টা  
তদবস্থা স্বপ্নঃ । উত্স্বপ্নে তু অজাঘ্রতা কর্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্টানা-  
নাম্ । সুপ্তিসিলচরণং যথাহুঃ—“অभावप्रत्ययालम्बना हृत्ति-  
निंद्रे”তি । তদা চিত্তেন্দ্রিয়াধিষ্টানানাং সম্যগ্জাঘ্রত্বম্ ।

उक्तञ्च—“सुपुर्मिकाले सकले विलीने

तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ।” इति ।

गुणानामभिभाव्याभिभावकस्रभावादवस्थाहृत्तीनामस्येमा-  
वर्त्तनञ्चेति ॥ ৩৫ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্ববুষ্টি ধার্ম্যগত অবস্থাবৃত্তি । ধার্ম্য শরীর, তাহার সম্পর্কে  
চিত্তেব ধার্ম্যগত অবস্থাবৃত্তি হয় । জাগ্রদবস্থা সাত্ত্বিকী, স্বপ্নাবস্থা রাজসী ও  
নিদ্রাবস্থা তামসী । শাস্ত্র বথা—“সব হইতে জাগরণ, রাজোদ্বারা স্বপ্ন ও তমো-  
গুণের দ্বারা স্ববুষ্টি হয় জানিবে, তুরীয় অবস্থা তিনেতে সদা বিদ্যমান” । জাগরণে  
চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান সকল অজড়ভাবে থাকে । জ্ঞান ও কশ্মলিয় জাড্যতা  
প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের দ্বারা অনিষত যে অস্বব্যবসায়ের অধিষ্ঠান (অর্থাৎ চিন্তা-  
হান), তাহার বে তেষ্ঠো, সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন । উৎস্বপ্ন অবস্থার (মুম্বিরে চনা  
ফেরা করা) কশ্মলিয়গুণের অজাড্যতা থাকে । স্ববুষ্টিলক্ষণ বথা,—“জাগ্রৎ ও  
স্বপ্নেব অভাবকারণ বে তমঃ, তদবলথনা বৃত্তি নিদ্রা” । সেই সময় চিত্ত ও  
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের সম্যক্ জাড্যতা হয় । বথা উক্ত হইয়াছে,—“স্ববুষ্টিকালে  
সমস্ত বিনীম হইলে, তমোহভিভূত স্বপ্নরূপ প্রাপ্ত হয় । গুণ সকলের অতি-  
ভাব্যাতিভাবক-বভাব হেতু অবস্থাবৃত্তি সকলের অস্থিরতা এবং আবর্তন হয় ॥৩৫॥



ত্রিবিধচিত্তব্যবসায়ঃ । সহস্রবসায়োঽনুব্যবসায়োঽপরিদৃষ্ট-  
ব্যবসায়শ্চেতি । কতিপয়গতী অধিকৃত্যৈকটেব যচ্চিত্তবেষ্টিত  
স ব্যবসায়ঃ । সহস্রবসায়ো গ্রহণমনুব্যবসায়চ্ছিন্তনমপরিদৃষ্ট-  
ব্যবসায়ো ধারণম্ । জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনধিকৃত্য বর্ত্তমানবিষয়ো  
ব্যবসায়ঃ সদাখ্যঃ । অতীতানাগতবিষয়োঽনুব্যবসায়ঃ স্মৃত-  
বিষয়ালোড়নাত্মকঃ । যেন চাবেদ্যমানেন ব্যবসায়েন নিদ্রাদাবপি  
সদা চিত্তপরিণামো জায়তে, সস্কারাশ্চ যেনানুজীবন্তি, সৌ-  
ঽপরিদৃষ্টব্যবসায়ঃ । যথাহুঃ—

“নিরোধধর্ম্মসংস্কারাঃ পরিণামোঽয়ং জীবনম্ ।

চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মা দর্শনবর্জিতাঃ ॥” ইতি ।

নিরোধঃ সমাধিবিশেষঃ, ধর্ম্মসংস্কারা আহিতভাবাঃ, পরি-  
ণামোঽপরিদৃষ্টব্যবসায়ঃ, জীবনং প্রাণাঃ কার্য্যকারণয়োর্মহ-  
বিবচন্য জীবনং স্কারস্যান্তঃকরণস্য ধর্ম্মত্বেনোক্ত, চেষ্টা অব-  
ধানরূপা, শক্তিশ্চেষ্টাজননী সর্ব্বশক্ত্যাत्मকং তৃতীয়ান্তঃকরণং মন-

চিত্তের ব্যবসায় তিনপ্রকার । সহস্রব্যবসায়, অনুব্যবসায় ও অপরিদৃষ্টব্যব-  
সায় । কতকগুলি শক্তিকে অধিকার করিয়া যেন একই সময়ে যে চিত্তচেষ্টা  
হয়, তাহার নাম ব্যবসায় । সহস্রব্যবসায়=গ্রহণ, অনুব্যবসায়=চিত্তন ও  
অপরিদৃষ্টব্যবসায়=ধারণ । জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিকে অধিকার করিয়া যে বর্ত্তমান-  
বিষয়ক ব্যবসায় হয়, তাহাই সদাখ্য । অনুব্যবসায় শ্বভবিষয়েব আলোড়নাত্মক,  
তাহা অতীত ও অনাগত বিষয়ক । যে অবিদিত ব্যবসায়ের দ্বারা নিদ্রা-  
দিত্তেও চিত্তের পরিণাম হয়, আর বাহ্য দ্বারা সংস্কার গুলন অহঙ্কীৰ্তিত থাকে,  
তাহা অপরিদৃষ্টব্যবসায় । যথা, উক্ত হইয়াছে,—“নিরোধ, ধর্ম্মসংস্কার, পরিণাম,  
জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, ইহার চিত্তের দর্শনবর্জিত ধর্ম্ম” । নিরোধ—  
সমাধিবিশেষ, ধর্ম্মসংস্কার=আহিতভাব, পরিণাম=অপরিদৃষ্টব্যবসায়,  
জীবন=প্রাণ, কার্য্য ও কারণের অভেদবিবক্ষায় প্রাণ স্বকারণ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম  
। বলিয়া উক্ত হইয়াছে, চেষ্টা=অবধানরূপা, শক্তি=চেষ্টার জননী, অর্থাৎ সর্ব্ব-

“মনো বুধিরহদ্বারো ভূতানি বিপর্যয় সঃ ।

এবং ত্বিহ স সৰ্ব্বম্ প্রাণেন পরিচাস্যতে ॥”

ইत्याদিম্মৃতিভ্যয় জ্ঞানেन्द्रিয়াদিগতবাহ্যোক্তববিপর্যয়বিজ্ঞানস্রোতঃস্র  
প্রাণহৃৎতিরিত্যয়গম্মতে । . চত্বারঃ স্রলু বাহ্যোক্তববোধাঃ । . তে  
যথা চৈত্তিকপ্রমাণং, বুধীन्द्रিয়মাধ্যালোচনং জ্ঞানং, কর্মেन्द्रিয়স্বোপ-  
শ্লেষবোধঃ, তথা আজিহীর্ষাবোধঃ ইতি । বাতপেয়ান্নরূপস্থা-  
হার্যস্য ত্রৈবিধ্যাত্ ত্রিবিধ আজিহীর্ষাবোধঃ, শ্বাসেচ্ছাবোধঃ  
পিপাসা চ ক্রুধা চেতি । আহার্যস্য বাহ্যত্বাদাজিহীর্ষাবোধঃ  
বাহ্যোক্তবঃ । . তত্র শ্বাসেচ্ছাদিবোধাদিষ্ঠানে প্রাণস্য মুখ্যহৃৎতিঃ ।  
যথান্নায়ঃ—“প্রাণো হৃদয়ং,” “হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ,” “প্রাণো  
অত্তা” ইत्याদি । . চত্বারঃ—

“আস্বনাশিকयोर्मध्ये ह्रन्मध्ये नाभिमध्यगे ।

প্রাণালয় ইতি প্রোক্তঃ ॥” ইতি ।

অহকার, ভূত ও বিষয় সকল প্রাণের দ্বারা সর্বত্র পরিচালিত হয়” ইত্যাদি  
বৃত্তি হইতে, জ্ঞানেन्द्रিয়াদিগত বাহ্যোক্তব বিষয়ের বে বিজ্ঞান, তাহার স্রোতঃ  
বা মার্গ সকলে প্রাণের স্থান, ইহা জানা যায় । বাহ্যোক্তব বোধ চারিপ্রকার,  
যথা—(১) চৈত্তিকপ্রমাণ, (২) বুধীन्द्रিয়সাধ্য আলোচনবোধ, (৩) কর্মেन्द्रিয়হ  
উপশ্লেষবোধ, (৪) আজিহীর্ষাবোধ । আজিহীর্ষাবোধ পুনশ্চ ত্রিবিধ, যথা—  
শ্বাসেচ্ছাবোধ, পিপাসা ও ক্রুধা । ইহাদের ত্রৈবিধের কারণ এই যে, আহার্য  
ত্রিবিধ, যথা—বাত, পেয় ও অন্ন । আব আহার্য বাহ বলিয়া আজিহীর্ষাবোধ  
বাহ্যোক্তববোধ । উপরি-উক্ত চতুর্বিধ বাহ্যোক্তববোধের অধিষ্ঠানের মধ্যে  
আজিহীর্ষা-বোধাদিষ্ঠানে (অর্থাৎ শ্বাসেচ্ছা-পিপাসা-ক্রুধা-বোধের অধিষ্ঠানে)  
প্রাণের মুখ্যবৃত্তি, অশ্রুত গোণবৃত্তি । শ্রুতি যথা—“প্রাণ হৃদয়ং,” “হৃদয়ে প্রাণ  
প্রতিষ্ঠিতঃ,” “প্রাণ আহারকর্তা” ইত্যাদি । অশ্রুত উক্ত হইয়াছে—“মুখ-  
নাশিকার মধ্যে, হৃদয়মধ্যে ও নাভিমধ্যে (ক্রুধাহানে) প্রাণের আলয়” । . হিত

নাভিমধ্যগে স্তম্বীধাধিষ্ঠান ইত্যর্থঃ । চিত্তেন্দ্রিয়শক্তি-  
বশগঃ প্রাণসৌখ্যং বাহ্যোন্নয়বোধাধিষ্ঠানাংশং নির্মিমাতি ॥ ৪৫ ॥

শারীরধাতুগতবোধাধিষ্ঠানধারণমুদানকার্যম্ । “পুঙ্খেন  
পুঙ্খং লোকং নযতি, পাপেন পাপ”মিতি শ্রুতি: “উদানজয়াজ্জল-  
পঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গং উরুক্রান্তিষে”তি যোগসূত্রাত্ “উদান উত্-  
ক্রান্তিহেতু”রिति বচনাच्च অপনীয়মানাদুদানান্মরণব্যাপার-  
শেষ ইতি প্রাপ্তম্ । মরণকালে আদৌ বাহ্যসৌখ্যচেষ্টানিহৃতি: ।  
উক্তম্—“মরণকালে স্তম্বীেন্দ্রিয়হৃতি: সন্ মুখ্যয়া প্রাণহৃত্যাব-  
তিষ্ঠতে” । তদা শারীরধাতুগতবোধ এবাবশিষ্যতে, यस्य भागशः  
शरीराङ्गत्वान्मृति: । तस्मादुदानः शरीरधातुगतबोधः ।  
स्मर्यते च—“शरीरं त्यजते जन्तुश्चिद्यमानेषु मर्म्मसु” इति ।  
मर्म्मसु शरीरधातुगतबोधधिष्ठानेष्वित्यर्थः । “अथैकयोर्द्ध

এবং জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়-শক্তির বশগ হইয়া প্রাণ তাহাদের বাহ্যোন্নয়-  
বোধধিষ্ঠানাংশ ধারণ করে ॥ ৪৫ ॥

শারীর-ধাতু-গত-বোধধিষ্ঠান-ধারণ কৰা উদানের কার্য । “পুঙ্খের দ্বারা  
পুঙ্খলোকে, পাপের দ্বারা পাপলোকে উদান নয়ন করে,” এই শ্রুতি হইতে,  
“উদানজয়ে জল-পঙ্ক-কণ্টকাদির সহিত অসঙ্গ অর্থাৎ শরীর লয় হয়; এবং ইচ্ছা-  
যুক্ত-স্মৃতি হয়,” এই যোগসূত্র হইতে, এবং “উদান শরীরত্যাগের হেতু,”  
এই শাস্ত্রবাক্য হইতে অপনীয়মান উদান হইতে মরণব্যাপার শেষ হয়, ইহা  
প্রাপ্ত হওয়া গেল । মরণকালে অগ্রে বাহ্যজ্ঞান ও চেষ্টার নিবৃত্তি হয় । উক্ত  
হইয়াছে যথা—“মরণকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া মুখ্য প্রাণবৃত্তিতে অবস্থান  
করে” । তখন (বাহ্যজ্ঞান ও কর্মনিবৃত্তি হইলে) শারীর-ধাতুগত বোধই  
অবশিষ্ট থাকে, যাহা ক্রমশঃ শরীরঙ্গ সকল ত্যাগ করিলে যুক্ত হয় । শ্রুতি  
যথা—“মৰ্ম্ম সকল ছিড়মান হইলে জড় শরীরত্যাগ করে ।” মৰ্ম্ম অর্থাৎ  
শারীরধাতুগত বোধধিষ্ঠান । “তাহাদের (নারীর) মধ্যে একের দ্বারা উদান

উদান ” ইত্যাदिश्रुतिभ्य. “सुपुत्रा चोर्द्धगामिनी”ति, “ज्ञाननाडी भवेद्देवि योगिना सिद्धिदायिनी’ चेति शास्त्राभ्यामूर्द्धस्रोतश्चिन्या सुपुत्रानाद्यां मेरुदण्डमध्यगतायामान्तरबोधस्य मुख्यस्रोतो भूतायामुदानस्य मुख्या वृत्ति, सर्वत्र तु सामान्यवृत्तिरिति । उक्तञ्च—“तयैकयोरूर्द्धं सनुदानो वायुरापादतलमस्तकवृत्ति’-रिति । चित्तेन्द्रियशक्तिवशगा उदानशक्तिस्तीपा धातुगतबोधा-धिष्ठानाग्र विधियते ॥ ४६ ॥

चालनशक्त्यधिष्ठानधारण व्यानकार्यम् । “अथ यान्यन्यानि धीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेर्मथनमाजे सरण दृढस्य धनुष आय-मन मिति, “यो व्यान सा वाक्” इत्यादिश्रुतिभ्य स्वेच्छाचालन-शक्त्यधिष्ठानधारण व्यानकार्यमिति गम्यते । “अत्रैतदेकशत माडीना तासा शत तमेकैकस्या हासमतिर्हासमति प्रतिशाखा नाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानधरती’ति श्रुते हृदयाप्रस्थितासु

উর্দ্ধগত হ্র” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং “সুপুত্রা উর্দ্ধগামিনী,” “সুপুত্রা জ্ঞান নাড়ী, তাহা যোগিদেব সিদ্ধিদায়িনী” এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে, মেরুদণ্ড মধ্যগত উর্দ্ধস্রোত.শ্রিনী সুপুত্রা নাড়ী বাহা আন্তববোধেব মুখ্যস্রোত, তাহাতে উদানের মুখ্যবৃত্তি, আর সর্বত্র সামান্যবৃত্তি । যথা উক্ত হইয়াছে—“উর্দ্ধগত উদান আপাদতল মস্তকবৃত্তি” (প্রমোপনিষদ্ভাষ্য) । চিত্ত ও ইন্দ্রিয়শক্তির বশগ হইয়া উদান তাহাদের ধাতুগত বোধধিষ্ঠানী শ বিধারণ কবে ॥ ৪৬ ॥

চালনশক্তিব বাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ কবা ব্যানেনব কার্য। “অগ্নিমথন, ধাবন, দৃঢ়হর আঘমন প্রভৃতি যে সকল অত্র ধীর্থাবৎ কার্য তাহা বা ব্যানেন,” “হাং ব্যান, তাহা বাগিল্লিহ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে স্বেচ্ছাচালনশক্তির বাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা ব্যানের কার্য বনিয়া জানা যায় । “হৃদয়ে ১০১ নাড়ী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ৭২০০০ প্রতিশাখা নাড়ী আছে, তাহাতে ব্যান সঞ্চরণ করে’ এই শ্রুতির দ্বারা হৃদয় হইতে প্রস্থিত নাড়ী সকলেও

নাড়ীযু ব্যানহুত্তিরিত্যপি চ গম্যতে । তা হি হৃদমূলা নাড়ী  
রসরক্তাদীন্ সঞ্চালয়ন্তি । তথাচ স্মৃতিঃ—

“প্রস্থিতা হৃদয়াৎ সৰ্ব্বাঃ তিৰ্য্যগূর্হমধস্তয়া ।

চহন্যব্রসান্নাৰ্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥” ইতি ।

অতঃ স্বেচ্ছাসঞ্চালকো স্বতঃসঞ্চালকে চ শরীরেণ ব্যানহুত্তি-  
রिति সিদ্ধম্ । এতয়োরন্যে চ তস্য মুখ্যহুত্তিঃ । ইतरकरणशक्ति-  
वशेन व्यानेन तत्रत्यसञ्चालकांगः विध्रियत इति ॥ ৪৩ ॥

মলাপনয়নশক্তিঅধিষ্ঠানধারণমপানকার্যম্ । “নিরোজসাং  
নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্” গতি স্মৃতেরোজোহীনানাং  
সৰ্ব্বধাতুগতমলানাং পৃথকরণমেবাপানকার্যম্ । নতু বিষ্ণুভী-  
তসর্গস্নাত্কার্য্যে তস্য পায়ুকার্য্যত্বাত্ । “পায়ুপস্থেঃপান” মिति  
শ্রুতে: সূত্রাদিমলপৃথক্কারকে শরীরেণ পায়ুদৌ তস্য মুখ্যহুত্তিঃ,  
সৰ্ব্বগাভেযু চ সামান্যহুত্তিরिति ॥ ৪৫ ॥

ব্যানের স্থান বনিয়া জানা যায় । সেই হৃদয়মূলা নাড়ী সকল রসবক্তাদিকে  
সঞ্চালিত করে । শ্রুতি যথা—“হৃদয় হইতে বক্রভাবে উক্লে ও অধোদিকে  
নাড়ীগণ প্রস্থিত হইয়াছে । তাহারা দশ প্রাণ প্রেরিত হইয়া অগ্নেব বস  
সকল বহন করে” । এই হেতু স্বেচ্ছাগণক এবং স্বতঃসঞ্চালক এই উভয়  
শরীরবাংশেই ব্যানের স্থান, ইহা সিদ্ধ হইল । এতন্মধ্যে শেষ বা স্বতঃসঞ্চালক  
শরীরবাংশেই ব্যানের মুখ্যশক্তি । অগ্ৰাচ্ছ করণশক্তির বশগ হইয়া ব্যান  
তাহাদের সঞ্চালক অংশ বিধারণ করে ॥ ৪৭ ॥

মলাপনয়নশক্তির অধিষ্ঠান ধারণ করা অপানের কার্য্য । “নিবোজ মন  
সকলেন পৃথক্ পৃথক্ নির্গমন কবা,” এই শ্রুতি হইতে জীবনহীন সৰ্ব্বধাতুগত  
মলকে পৃথক্ করাই অপানের কার্য্য । বিষ্ণুভ্যোংগর্গ অপানের কার্য্য নহে,  
কারণ তাহারা পায়ুনাশক বর্ষেছিন্নের স্বেচ্ছানুলক কার্য্য । “পায়ু ও উপস্থে  
অপান” এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, সূত্রাদি মল পৃথক্কারক পায়ুদি  
শরীরবাংশে অপানের মুখ্যশক্তি এবং সর্গশরীরে তাহার সামান্যশক্তি ॥ ৪৮ ॥

দেহীপাদাননির্মাণশক্তিধিষ্ঠানধারণং সমানকার্যম্ । তথা-  
 চ যতি — “এষ ছৈতদুতমত্র সমশ্রয়তি তস্মাদেতা সপ্তার্শ্বীণী  
 भवन्ती’তি, “यदुच्छ्वासनिश्वासावेतावाहृती सम नयतीति स  
 समान’ इति च । अत विविधाहार्यस्य देहोपादानत्वेन परि-  
 षामन समानकार्यमिति सिद्धम् । उक्तञ्च—

“पीत भक्षितमाघ्रात रक्तपित्तकफानिलात् ।

सम नयति गात्राणि समानो नाम भारत ॥” इति ।

“मध्ये तु समান” इति श्रुतेर्नाभिদেশ্যে आमाशयपक्वाग  
 यादौ मुख्या समानवृत्ति । सर्वगात्रेषु च तस्य सामान्यवृत्ति  
 रिति । यद्योक्त योगार्णवे—“सर्वगात्रे व्यवस्थित”मिति ॥ ४६ ॥

वाह্নীভ্রুববোধধিষ্ঠান ধাতুগতবোধধিষ্ঠান চালকশক্তি  
 ধিষ্ঠানং মলাপনয়নশক্তিধিষ্ঠানদেহোপাদাননির্মাণশক্তিধিষ্ঠান  
 ইতি পञ्चैतेषामধিষ্ঠানানা সহাত शरीरम् । एभ्योऽतिरिक्त’

দেহের উপাদান (বস ব্রহ্ম না’গাদি) নির্মাণ করিবাব যে শক্তি, তাহার বাহ্য  
 অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা সন্ধানের কার্য্য। শক্তি যথা—“এই সমান হত অঙ্গকে  
 সমনয়ন কবে, তাহাতে অঙ্গ সঞ্চারি হয়’। অত এতি যথা—“উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাস  
 রূপ এই দুই আন্তিকে যে সমনয়ন কবে সে সমান। অতএব ত্রিবিধ আহাৰ্য্যেব  
 (বাগ পেষ ও অঙ্গ) দেহোপাদানরূপে পরিণাম কবাই সমানের কার্য্য  
 ইহা নিরূ হইল। যথা উক্ত হইয়াছে — পীত ভুক্ত ও আঘাত আহাবকে  
 ব্রহ্ম, পিত্ত কফ ও বায়ু হইতে সমনয়ন করা (শবীকরূপে) সমান বায়ুব কার্য্য’।  
 “মধ্যে সমান” এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, নাভিদেশেই আমাশয় ও পিত্ত  
 শব্দাদিতে সমানের বুঝাবৃদ্ধি আর সর্বত্র তাহার সন্ধানবৃদ্ধি। যথা যোগার্ণবে  
 উক্ত হইয়াছে—“সমান সর্বগায়ে ব্যবস্থিত” ॥ ৪২ ॥

বাহ্যোদ্ভব বোধের অধিষ্ঠান ধাতুগত বোধের অধিষ্ঠান, চালক শক্তির অধি  
 ঠান মলাপনয়ন শক্তির অধিষ্ঠান, আব দেহোপাদাননির্মাণ-শক্তির অধিষ্ঠান,  
 এই গুলু অধিষ্ঠানের সজ্বাত শরীর। ইহাদের অতিরিক্ত আর শরীর শ

নাংস্বন্যঃ শরীরাংশঃ । প্রকাশাদিক্যাৎ প্রাণঃ সাত্ত্বিকঃ, আহৃত-  
তরত্বাদুদানঃ সাত্ত্বিকরাজসঃ, ক্রিয়াদিক্যাৎব্যানঃ রাজসঃ,  
অপানঃ রাজসতামসঃ, স্থিত্বাদিক্যাৎ সমানস্ব তামসঃ ॥ ৫০ ॥

জ্ঞানকৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়বৎ প্রাণা অপ্যস্মিতাত্মকাঃ । স্মৃতিস্বাব্—  
“আত্মন এষ প্রাণো জায়ত” ইতি । অপরিশ্রামিত্বাচ্ছিত্বাত্মনঃ ।  
আত্মনোঃস্মিতায়া ইত্যর্থঃ ।

“সত্বাত্ সমানো ব্যানস্ব ইতি যদ্ববিদৌ বিদুঃ ।

প্রাণাপানাবান্ধ্যভাগৌ তयोর্মধ্যে হুতাশনঃ ॥”

ইতি স্মৃতেৰপ্যন্তঃকরণাপ্রাণোত্পত্তিঃ সিদ্ধা । তথাচ সাংখ্যানু-  
শিষ্টিঃ—“সামান্যকরণত্বত্তিঃ প্রাণাখ্যা বায়বঃ পশ্চে”তি ।  
অন্তঃকরণত্রয়াণাং প্রাণো ত্বত্তিঃ পরিণাম ইতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

বাহ্যকরণানাং জ্ঞানেন্দ্ৰিয়েষু প্রকাশগুণস্বাধিক্যং ক্রিয়া-  
স্থিত্বোচ্যাপ্রাধান্যং, ততঃ সাত্ত্বিকং জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ম্ । কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়েষু

নাই। প্রাণ সকলের মধ্যে আত্ম প্রাণে প্রকাশাদিক্য হেতু তাহা সাত্ত্বিক ;  
আহা হইতে আবৃততরত্বহেতু উদান সাত্ত্বিক রাজস , ক্রিয়াদিক্য হেতু ব্যান  
রাজস , অপান রাজস তামস ; আর স্থিত্বাদিক্য হেতু সমান তামস ॥ ৫০ ॥

জ্ঞান ও কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়েব ছাব প্রাণও অশ্রিতাত্মক । এ বিষয়ে স্মৃতি কথা—  
“আত্মা হইতে এই প্রাণ প্রজাত হয়,” অর্থাৎ আত্মা হইতে যাহা হইবে,  
তাহা অশ্রিতাত্মক হইবে । “বুদ্ধি সব হইতে সমান, অপান, প্রাণ, ব্যান ও  
তাহাদেব মধ্যস্থ হতাশনরূপ উদান উৎপন্ন হয়,” এই স্মৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ  
হইতে প্রাণেব উৎপত্তি সিদ্ধ হয় । সাংখ্যীয় উপদেশ কথা—“অন্তঃকরণত্রয়ের  
সামান্যবুদ্ধি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু” । অর্থাৎ অন্তঃকরণত্রয়েব প্রাণ বুদ্ধি বা  
পরিণাম ॥ ৫১ ॥

একপ্রকার জ্ঞানেন্দ্ৰিয়, কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয় ও প্রাণ, এই তিনপ্রকার বাহ্যকরণেব একত্র  
ভূতনা হইতেছে । বাহ্যকরণেব মধ্যে জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ে প্রকাশগুণের আদিক্য এবং  
ক্রিয়া ও স্থিত্বগুণেব অপ্রাধান্য, তদ্ব্যতীত জ্ঞানেন্দ্ৰিয় সাত্ত্বিক । কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়ে

ক্রিয়াগুণস্য প্রাধান্যং প্রকাশস্থিত্বোরস্বতা, ততঃ রাজসং কর্ম-  
 ন্দ্রিয়ম্ । প্রাণেণ চ স্থিতিগুণস্য প্রাধান্যং প্রকাশগুণস্বাস্কুটতা  
 তয়া স্নেচ্ছানধীনত্বাৎ কর্মেন্দ্রিয়েভ্যঃ ক্রিয়াগুণস্যাপ্যপকর্প-  
 স্তাস্মাত্ প্রাণাস্তামসা: ॥ ৫২ ॥

।' শ্বাবুবি সমানান্তানি করণানি । যাছাশ্রিতাস্তেপাং  
 বিপয়া: । অহুপেন যাছৌ যথা ব্যবহ্রিয়তে, স বিপয়: । যাছ-  
 যংহণযৌর্ব্যতিপঙ্কফলং বিপয়: । যাছৌ বিপয়দ্বারেণ গৃহ্যতে,  
 তস্মাদ্বিপয়: সম্পর্কফলৌঃপি যাছাশ্রিত ইবাবভাসতে । যথা  
 শব্দবিপয়: যাছাশ্রিত ইব প্রতীয়তে, বস্তুতস্মু নাশ্চি যাছাদ্রব্যে  
 শব্দ:, তত্র ঘাতজন্যৌ বিপয়ুরেবাস্তি । বিপয়া যাছাশ্রিতধর্ম-  
 রূপেণ যাছাশ্রিত ধর্মশ্রয়রূপেণ ব্যবহ্রিয়ন্তে । তস্মান্নাস্তি  
 যাছস্য বাস্তবমূলস্বরূপস্যাচ্চাকারোপায়: । গৌণেনানুমানাদি-  
 হেতুনা ততস্বরূপমবগম্যতে । বিপয়ানু সাচ্চাকৃতস্বরূপা: ।

ক্রিয়াগুণের প্রাধান্য, প্রকাশ ও স্থিতির অন্ততা, তজ্জন্য তাহার রাজস । প্রাণ  
 সকলে স্থিতিগুণের প্রাধান্য, প্রকাশগুণের অক্ষুটতা, আর স্নেচ্ছার অনধীন  
 বলিয়া ক্রিয়াগুণের কর্মেন্দ্রিয়রূপেণ অপর্যব, তজ্জন্য প্রাণ তামস ॥ ৫২ ॥

বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত সমস্ত শক্তিই করণ । তাহাদেব বিষয় বাহ-  
 জব্যাশ্রিত । গ্রহণশক্তির দ্বারা গ্রাহ্যেরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই বিষয় ।  
 বাহবিষয় ত্রিবিধ ; জ্ঞানেক্রিয়ের বিষয় প্রকাশ, কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কার্য, ও  
 প্রাণের বিষয় ধার্য্য । বিষয় গ্রাহ্য ও গ্রহণের সম্পর্কফল । গ্রাহ্য বিষয়রূপে গৃহীত  
 হয়, তজ্জন্য সম্পর্কফল হইলেও বিষয় গ্রাহ্যশ্রিতেব ন্যায় প্রতীত হয় । যেমন  
 শব্দবিষয় গ্রাহ্যশ্রিত ধর্মরূপে প্রতীত হয় ; কিন্তু গ্রাহ্যক্রমে শব্দনাই, তাহাতে  
 আধাতজন্য কল্পনমাত্র আছে । বিষয় সকল যেমন গ্রাহ্যশ্রিত, গ্রাহ্যও  
 তেমনি বিষয়ের আশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হয় । তজ্জন্য বিষয়ের বাস্তব-মূল-  
 সাক্ষাৎকারের উপায় নাই ; অনুমানাদি গৌণ হেতুর দ্বারা তাহার সেই মূল-  
 স্বরূপ জ্ঞান যায় । বিষয় স্বয়ং সাক্ষাৎকৃতস্বরূপ । কবণের নৈশ্রল্যবিশেষ



কারণপ্রসাদবিশেষাৎ বিषয়স্বৈব সুস্মাযস্থা সাচ্চাক্রিয়তে ন  
মূলপ্রাচ্যমিতি ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যধৰ্ম্মাশ্রয়ো গ্রাহ্যোঽধুনা বিচার্যতে । বোধ্যত্বং ক্রিয়াত্বং  
জাভ্যত্বশ্চেতি প্রাহ্যধৰ্ম্মাঃ । তত্র সবিশেষাঃ শব্দস্বয়ংরূপরসগন্ধা  
ইতি পঞ্চ প্রকাশ্যধৰ্ম্মাঃ, অন্যে চ বোধ্যবিষয়াঃ সাহ্যায়িতবোধ্যত্ব-  
ধৰ্ম্মাঃ । দেশান্তরগতির্বাছ্যস্য ক্রিয়াত্বধৰ্ম্মলक्षणম্ । কর্ম্ম-  
ন্দ্ৰিয়ৈঃ শরীরং সম্বাস্থ্য তথা প্রকাশ্যবিষয়পরিষ্ণতিং দেশান্তরগতি-  
শ্চাবলোক্য ক্রিয়াত্বধৰ্ম্মা উপলভ্যন্তে । ক্রিয়ারোধকা জাভ্যত্ব-  
ধৰ্ম্মাঃ । শরীরবাচ্যং বুদ্ধ্য তথা জাভ্যত্বাপগমাকালে শরীরবালনে  
কর্ম্মশক্তিব্যয়শ্চ বুদ্ধ্য, তথাচ প্রকাশ্যবিষয়াবরণমবলোক্য

অর্থাৎ সমাদি ইহাতে বিষয়েবই স্বভাবহা (ভূত-তন্ত্রাকরূপ) সাফাংকত হয়,  
গ্রাহ্যমূলেব হয় না ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যধৰ্ম্মেব আশ্রয়রূপ গ্রাহ্য অধুনা বিচারিত হইতেছে । বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব  
ও জাভ্যত্ব ইহারা গ্রাহ্যধৰ্ম্ম, অর্থাৎ সমস্ত গ্রাহ্যধৰ্ম্ম মূলতঃ এই ত্রিবিধ । তন্মধ্যে  
স্বগতবৈচিত্র্য সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ প্রকাশ্যধৰ্ম্ম  
এবং অন্য বোধ্যবিষয় গ্রাহ্যায়িত বোধ্যত্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ জানেন্দ্রিয়েন জ্ঞানা এবং  
বশ্মেন্দ্রিয় ও প্রাণত অমুভবশক্তির জ্ঞানা দ্বারা বোধনম্বা হয়, তাহাই  
বোধ্যত্বধৰ্ম্ম । দেশান্তরগতি বাহ্যেব ক্রিয়াত্বধৰ্ম্মেব লক্ষণ । ক্রিয়াত্বধৰ্ম্ম তিন-  
প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—(১) বশ্মেন্দ্রিয় বা স্বকীয় চাণনশক্তির দ্বারা (ইহাতে  
শরীরে গতি অমুভব হয়), (২) প্রকাশ্যবিষয় বা শব্দাদির পরিণাম দেখিয়া  
জ্ঞানা দ্বারা যে, তাহার ক্রিয়াবুদ্ধ্য, (৩) বাহ্যত্ববোধ্য দেশান্তরগতি দেখিয়াও  
ক্রিয়াত্বধৰ্ম্ম জ্ঞানা দ্বারা । ক্রিয়াত্ব বোধক ধৰ্ম্মেব নাম জাভ্যত্বধৰ্ম্ম । জাভ্যত্ব  
ধৰ্ম্মও তিনপ্রকারে বোধনম্বা হয়, যথা—(১) শরীরের বাধাবোধ করিয়া অর্থাৎ  
গতিশীল জ্বোব্য শরীরে লাগিয়া বোধ অথবা গতিশীল শবীবেব কোন জ্বোব্য  
দ্বারা বোধ, এই ক্রিয়াবোধ বুদ্ধ্যা, (২) শরীরচাণন জাভ্যত্বেব অশগন-  
রূপ, তাহাতে কর্ম্মশক্তি ব্যয় করিয়া (ইহাতে শবীবেব জাভ্যত্ববোধ

জাড্যত্বধৰ্ম্মা স্ববগম্যন্তে । কঠিনতা-তরলতা-রক্ষিতা বায়-  
বীযতাदयः जाड्यत्वमूला बोधाः ॥ ५४ ॥

प्रत्येकं वाह्यद्रव्येषु बोध्यत्वक्रियात्वजाड्यत्वधर्माणां कति-  
प्रयविशेषधर्मा वर्तन्ते । तादृशि त्रिविशेषधर्माश्चयद्रव्याणि  
भौतिकमित्युच्यन्ते । यथा घटपटधातुपापाणादयः । क्रियात्व-  
जाड्यत्वयोरपि बोध्यत्वात् तयोर्बोध्यत्वधर्मो उपसर्जनभावः ।  
द्विष्टो हि वाह्यबोध्यत्वधर्मः, प्रकाशविषयो वाह्योद्भवानुभाव्य-  
विषययेति । तत्र प्रकाशधर्माणामेव वाह्याभिविधिः विस्तार-  
युक्तः वाह्यवस्तुप्रतीतिरूपः । वाह्यजन्यत्वेऽपि नानुभाव्यविषयस्य

গন্য হয়); (৩) প্রকাশ্যবিষয় যে শব্দাদি, তাহার আবরণ গোচর করিয়া,  
অর্থাৎ ব্যবধানদূরতাদির দ্বারা জ্ঞানবোধ বোধ করিয়া । কঠিনতা, তরলতা,  
বায়বীয়তা, বস্মিতা প্রভৃতি বোধ সকল জাড্যত্বধর্ম্মমূলক ॥ ৫৪ ॥

প্রত্যেক বাহ্যদ্রব্যে বোধাত্মক, ক্রিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ধর্ম্মের কতিপয় বিশেষ ধর্ম্ম  
বর্তমান থাকে । সেইরূপ ত্রিবিশেষ ধর্ম্মাশয় দ্রব্যকে ভৌতিক দ্রব্য বলে ।  
যেমন ঘট, পট, ধাতু, পাষণ প্রভৃতি । ত্রিবিশেষ ধর্ম্মের উদাহরণ যথা—স্বর্ণ  
একটা ভৌতিক দ্রব্য, উহাতে স্ববিশেষ হবিদ্রাবর্ণরূপ বোধাত্মকধর্ম্মের বিশেষ ধর্ম্ম  
আছে, সেইরূপ স্ববিশেষ শব্দাদিও আছে । ভাব বা পৃথিবীর অভিমুখে  
গমনরূপ বিশেষ ক্রিয়াত্ব এবং অন্তান্ত বিশেষ ক্রিয়াও আছে । সেইরূপ  
বিশেষ-প্রকারের কঠিনতা এবং অন্তান্ত বিশেষ-প্রকার জাড্যত্বধর্ম্ম আছে ।  
এইরূপে সনত্ত ভৌতিক দ্রব্যই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বোধাত্মক, ক্রিয়াত্ব ও  
জাড্যত্ব ধর্ম্মের আশ্রয় ।

ত্রি দ্বাষ ও জাড্যত্ব ধর্ম্মও বোধ্য (নচেৎ কিরূপে গোচর হইবে ?) । সেইরূপ  
বোধাত্মকধর্ম্মই তাহাদের উপসর্জনভাব বা বিশেষণভাব থাকে । সেই বাহ্য  
বোধাত্মকধর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রকাশ্য বিষয় (শব্দ স্পর্শাদি) এবং বাহ্যোদ্ভব অহুভবেব  
বিষয় । তদ্ব্যতীত প্রকাশ্যত্ব সকলেরই বাহ্যবস্তুরপ্রতীতিরূপ বিস্তারযুক্ত বাহ্য-  
বাস্তি আছে । বাহ্যজন্য হইলেও অহুভাব্য বিষয়ের (স্বত্বকল্পাদি) বাহ্যবাস্তি

স্বপ্নকরত্বাদে: বাহ্যাম্ভিবিধি: । তস্মাত্ সৰ্ব্ববোধ্যত্বক্ৰিয়াত্ব-  
জাড্যত্বধৰ্ম্মেণু পুরোবৰ্ত্তিন: প্রকাশ্যধৰ্ম্মা: । তান্ পুরস্কৃত্যান্থি  
উপলভ্যন্তে । তস্মাত্ প্রকাশ্যধৰ্ম্মানুসারত এষ স্থূলবিষয়ান্  
সূক্ষ্মবিষয়েণু বিভজ্য সাচ্চাক্ষরণীয়ম্ । প্রত্যক্ষবিষয়ানাং  
প্রকাশ্যধৰ্ম্মানাং শব্দস্বর্গরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ ভেদা: । তস্মাত্  
পঞ্চ এষ তত্ত্বধৰ্ম্মাশ্রয়াণি সাচ্চাক্ষরযোগ্যানি ভৌতিকোপা-  
দানানি ভূতাত্মদ্রব্যানি । ক্ৰিয়াত্বজাড্যত্বে পরিণামরহিতা-  
রূপাভ্যাং সামান্যত: ভূতেণু সমন্বাগতে ॥ ৫৫ ॥

আকাশবায়ুতেজোঃস্পৃশিতয়ো ভূতানি । তত্র শব্দময়ং  
জড়পরিণামিদ্রব্যমাকাশম্ । তথা স্পর্শাদিময়া যথাক্রমং  
বায়ুাদয়: । প্রকাশ্যধৰ্ম্মমূলবিভাগত্বান্ন ভূতানি হস্তাদিभि:  
পৃথক্ৰণীয়ানি । হস্তাদিभिর্বিভক্তস্য ভৌতিকস্য ভৌতিকান্ত-

ফুট নহে । তজ্জড় সমস্ত বোধ্যত্ব, ক্ৰিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ধৰ্ম্মেব মধ্যে পুনোবর্ত্তী  
প্রকাশ্য ধৰ্ম্ম । তাহাদের অগ্রবর্ত্তী কবিত্রাং অস্ত্র সব ধৰ্ম্ম উপলব্ধ হয় । তজ্জড়  
প্রকাশ্যধৰ্ম্মাংশগারেই কাছই স্থূলবিষয় সূক্ষ্মবিষয়ে বিভাগ কবিত্রাং সাক্ষাৎকার  
করা কর্তব্য । প্রত্যক্ষবিষয় যে প্রকাশ্যধৰ্ম্ম, তাহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও  
গন্ধ নামক পঞ্চ ভেদ আছে । তজ্জন্য সেই পঞ্চপ্রকাব ধৰ্ম্মেব আশ্রয়রূপ  
সাক্ষাৎকারযোগ্য ভৌতিকোপাদান পঞ্চপ্রকার জব্য আছে, তাহাদের নাম  
ভূততত্ত্ব । ক্ৰিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ধৰ্ম্ম, পরিণাম ও বোধকরূপে ভূতেতে  
মানান্যভাবে অদ্বগত আছে ॥ ৫৫ ॥

আকাশ, বায়ু, তেজ, স্পৃশ ও ক্ৰিতি, এই পাঁচটা পঞ্চভূতের নাম (কেহ যেন  
ঐ শব্দের স্থান সাদানগ জন, বাতাস, মাটি না বুঝেন) । তদ্ব্যতীত শব্দময় জড়-  
পরিণামী জব্য আকাশের লক্ষণ । সেইরূপ স্পর্শাদিময় জড়পরিণামী জব্য  
সকল যথাক্রমে বায়ু তেজাদি । প্রকাশ্য(প্রত্যক্ষ)-ধৰ্ম্মমূলকবিভাগ বলিয়া  
ভূত সকল হস্তাদির স্থান পৃথক্ৰণেব যোগ্য নহে । হস্তাদিব (অর্থাৎ হস্ত ও  
তৎসহায় যন্ত্রাদি) দ্বারা বিভাগ কবিলে ভৌতিক জব্যের অপর আর এক

ইযু অন্তত্বানুসারী বিভাগঃ স্যাৎ। নিরুদ্বাপরেযু একৈকৈন  
জ্ঞানেन्द्रিয়েণ ভূতানি পৃথগুপলভ্যন্তে । বিতর্কানুগতসমাধী  
নিরুদ্বেষু ত্বগাদিপু অন্নিরুদ্ধেন যোত্রমাশ্ৰেণ যদ্বাচ্ছং শব্দময়ং  
বস্বস্বস্বীতি প্রত্যচীক্রিয়তে তদাকাশস্বরূপম্ । এতেন বায়া-  
দীনামপি স্বরূপসুক্তম্ । কেচিদ্ধদন্তি, ন সন্তি শব্দাশৌকৈক-  
গুণাশ্রয়াণি পৃথগ্ভূতানি দ্রব্যানি, হস্তাদিभिः পৃথগ্ভূতানাং  
তাৎশামলাভাদিতি । লৌকিকানাংমর্বাংগ্হৃতাং পশ্চে তত্ সত্যং;  
নতু যোগিনাং সমাধিবলযুক্তানাংমিতি ব্যাস্যাতম্ । তৈঃ পুনরিদ-  
সুচ্যতে, একস্যৈব জড়বাহুদ্রব্যস্য ক্রিয়াভেদাঃ শব্দাদয়ঃ, কিং

ভৌতিকের অন্তর্ভাগস্বরী বিভাগ হয়। মনে কর, হিঙ্গুলকে পারদ ও গন্ধকে  
বিভাগ করিলে, তাহা ভৌতিককে ভৌতিকে বিভাগ করা হইল, তদ্বাস্তবে  
বিভাগ হইল না। তবে ভূত সকল কিরূপে পৃথগ্ভাবে উপলব্ধ হয়? অপর  
সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া কেবল একমাত্র অনিরুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভূত  
সকল পৃথক্ উপলব্ধ হয়। বিতর্কানুগত সমাধিতে ত্বগাদি নিরুদ্ধ করিয়া  
কেবল একমাত্র অনিরুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বাহু “শব্দময় বস্তু আছে”  
বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাই আকাশের স্বরূপ \*। ইহাব দ্বারা বায়ু-তেজাদি  
স্বরূপও ঐপ্রকার বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, শব্দাদি এক  
একটা গুণের আশ্রয় স্বরূপ পঞ্চ পৃথক্ দ্রব্য নাই, হস্তাদির দ্বারা পৃথক্ কবিতা  
তাদৃশ দ্রব্য শ্রোত্র হওরা যায় না। স্থলদৃষ্টি লৌকিক পুরুষের পক্ষে তাহা  
সত্য, কিন্তু সমাধিবলযুক্ত যোগিদেব পক্ষে তাহা সত্য নয়, ইহা ব্যাখ্যাত হই-  
য়াছে। অর্থাৎ হস্তাদির দ্বারা পৃথক্ করণযোগ্য না হইলেও তাহা সমাধি-  
বৈশ্বর্যবলে ঐ পাঁচটা ভাব পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহার  
পুনরায় বলে, একই জড় বাহুদ্রব্যের ক্রিয়া-ভেদই শব্দস্পর্শাদি; অন্তএব

पञ्चद्रव्यकल्पनेनेति । शब्दादीनां क्रियाजन्यत्वात् न च शब्दा-  
द्यायस्य बाह्यद्रव्यस्य यस्य क्रियाभ्यः शब्दादय उत्पद्यन्ते,  
तस्यास्ति प्रत्यक्षयोग्यता । बाह्यस्यानुमेयमप्रत्यक्षयोग्यं मूल-  
मस्मितात्मकमुपरिष्ठात् प्रतिपादयिष्यामः । बाह्यमूलाया  
अस्या अस्मितायाः परिणामभेदा एव शब्दादीनामाययद्रव्याणि ।  
येषामस्मितात्मक बाह्यमूलमननुमतं, तेषां शब्दाद्याययद्रव्य  
सर्व्व्याप्रमेयं स्यात् । अप्रमेयद्रव्यमेकमनेकं वेति न विचार्य्यम् ।  
किञ्च प्रत्यक्षधर्मानुसारत एव भूतविभागः । सूक्ष्मातिसूक्ष्ममपि  
बाह्यभावं साक्षात्कुर्व्वतः पञ्चधैव बाह्योपलब्धिः स्यात् ॥ ५६ ॥

यथा लौकिकैस्त्रिविधैषधर्माश्रयाणि भौतिकद्रव्याणि  
सन्तीति निश्चीयते, तथा योगिभिरपि भूततत्त्वं साक्षात्कुर्व्वद्भिः

पक्ष प्रवृत्त बलना करिग्रा काय कि ? ताहादेव गःशयेर उड्डर एई—शब्दादि  
क्रियाजन्य , अतएव शब्दादिव आश्रय ये बाह्यद्रव्य, बाहाव क्रिया हईते  
शब्दादिज्ञान उःगम हय, ताहाव प्रत्याश्रयोपगतता नाई । बाह्येव अप्रत्याश्र-  
योग्य अनुमेय अन्विताश्रय मूल आनवा पने प्रतिपादित करिव । सेई  
अन्विताश्रयक बाह्यमूलेव परिणाम भेदई शब्दादिव आश्रयद्रव्य । बाहारा  
अन्विताश्रयक बाह्यमूल स्वीकार करवेन ना, ताहादेव पक्षे शब्दादिव आश्रयद्रव  
सर्वाथा अप्रमेय हईवे । सेई अप्रमेयद्रव्य एक कि अनेक, ताहा विचार्या  
नहे । अर्थात् ताहावा निश्चर करिया बलिते पादेन ना वे, सेई बाह्य मूलद्रव्य  
एकई हईवे, पक्ष हईवे ना । बिष्क प्रत्याश्रीडूतधर्माहनावे डूतविभाग  
करा हय । सूक्ष्मातिसूक्ष्म बाह्यद्रव्य साक्षात्कावकालेऽ पक्षप्रकावेई बाह्येव  
उपलब्धि हय , अर्थात् यतक्षण बाह्यज्ञान थाके, ततश्च ताहा पक्षभावेई  
प्रत्याश्र हय, एक बलिग्रा कथनऽ हय ना, तद्धना डूतकूप प्रत्याश्रतव पक्ष  
बलाई सप्रत ॥ ५७ ॥

लौकिकगण बोध्यावादि तिनप्रकार धर्मेव कतकगुलि विशेष धर्मेव  
आश्रयश्रयक भौतिक पदार्थ आछे बलिग्रा प्रत्याश्र निश्चर करवे, सेईरूप

গন্দ্বাদৌকৈকধৰ্ম্মায়যিণৌ ঘাছভাৰা নিযীযন্তে । যথা বা  
লৌকিক্যৈঃ ছাটকৰূপকাদিযু মৌতিকানি ঘিভজ্য গিম্বাদৌ প্রযু-  
জ্যন্তে, তথা যৌগিভিরপি সৰ্ব্বভৌতিকীযু গন্দ্বমযাদৌনি মূতাষ্মানি  
পশ্চদ্রব্যানি সাচাঙ্কুর্ভ্ৰুদ্বিছিকালদর্গনাদৌ তানি প্রযুজ্যন্তে ।  
মূতলক্ষণং যথাহুঃ—

“গন্দ্বলক্ষণমাকাগং বায়ুশ্চ স্পর্গলক্ষণঃ ।

জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপমাণয় রমলক্ষণাঃ ।

ধারিণী সৰ্ব্বমূতানাং পৃথিঘী গন্ডলক্ষণা ৪” ইতি ॥ ৫৩ ॥

ঘাতমন্ডনাদিজন্যত্বাৎ ক্রিয়াত্মকাঃ গন্দ্বাদয় ইতি প্রাগ্-  
ব্যাস্থাতঃ । তথ গন্দ্বগুণস্থাখ্যাহততা বিশ্রুতঃপ্রসার্থ্যতা তথ-  
তরশুলনযা চ পুঙ্কলপ্রাছতা, ততঃ গন্দ্বায়য়মাকাগং সাচ্চি-  
কম্ । তাপাদিঃ গন্দ্বাদমসার্থ্যতাদর্গনাৎবায়ুঃ সাচ্চিকরাজসঃ ।

যৌগিগণ ভূতভঙ্গানাংকারকালে শব্দাদি এক একপ্রকার ধৰ্ম্মের আশ্রয়-  
ভূত বাহ্যভাব প্রত্যক্ষনিশ্চয় করেন । আর যেমন লৌকিকগণ স্বর্গলৌক্যাদিতে  
ভৌতিক পদার্থ বিভাগ করিয়া শিল্পাদিতে প্রয়োগ করে, সেইরূপ যৌগিগণও  
ভৌতিকের ভিতর শব্দাদি এক এক গুণময় ভূতনামক পঞ্চ ভিন্ন ভব্য সাক্ষাৎ  
করিয়া তাহা ত্রিকালদর্শনাদিতে প্রয়োগ করেন \* । ভূতলক্ষণ হুতিতে  
এইরূপ উক্ত হইয়াছে—“আকাশ শব্দলক্ষণ, বায়ু স্পর্শলক্ষণ, তেজ রূপলক্ষণ,  
অপ্ সসলক্ষণ এবং সর্কভূতের ধারিণী পৃথী গন্ডলক্ষণা ॥ ৫৭ ॥

ঘাত-মহনাদি-জন্য বলিয়া শব্দাদিবা ক্রিয়াত্মক, ইহা পূর্বে ব্যাখ্যাত  
হইয়াছে । তন্মধ্যে শব্দগুণের চতুর্দিকে প্রসার, অব্যাহততা এবং অপর  
সকলের তুলনার অধিকতম গ্রাহ্যতা দেখা যায়, তন্জন্য শব্দশ্রেয় আকাশ  
সাব্বিক । তাপাদির শব্দাপেক্ষা অপ্রসার্থ্যতা দেখা যায় বলিয়া বায়ু সাব্বিক-

तद्भयाभ्यां रूपस्य व्याहृततरः प्रसारः तथा चाशुसञ्चाराच्च तस्य  
 क्रियाधिक्यं, ततस्तेजो राजसम् । रसो गन्धात् सूक्ष्मक्रियात्मक-  
 स्तन्मात् शब्भूतं राजसतामसम् । स्थूलक्रियात्मकत्वादगन्धस्य  
 चित्तिभूतं तामसम् । स्मर्यते च—“अन्योन्यव्यतिपत्ताय त्रिगुणाः  
 पञ्च धातवः” इति । पञ्च धातवः पञ्च भूतानीत्यर्थः ॥ ५८ ॥

पङ्जर्पभ-नीलपीत-मधुरास्तादयः शब्दादिगुणानां विशेषाः ।  
 सोक्ष्मादयश्च पङ्जादयः रीदाः प्रत्यक्षमिता भवन्ति, तद्विशेष-  
 शब्दादिमात्राग्रयं वाह्यद्रव्यं तन्मात्रम् । स्थूलस्य सूक्ष्मसङ्घात-  
 जन्यत्वात् तन्मात्रं भूतकारणम् । भूतवत् तन्मात्रमपि प्रत्यक्ष-  
 तत्त्व, नानुमेयम् । प्रत्यक्षेण यस्य तत्त्वमुपलभ्यते तत्प्रत्यक्ष-  
 तत्त्वम् । उक्तमिन्द्रियाणां विषयात्मकक्रियावाहकत्वम् ।  
 समाधिना स्वैर्यकाष्ठाप्राप्तेषु इन्द्रियेषु तेषां विषयात्मचाञ्चल्य-  
 याहकताभावे च प्रत्यक्षमयते विषयज्ञानम् । प्रागस्तगमना-

वाहन । तद्द्रव्यं हृद्देशे रूपेण अंगार आरु वाहनयोगा (अर्थात् शक्तं च ताप  
 याहारं द्वावा वाधित इय नां, रूपं ताहारं द्वावा वाधित इय), एवं ताहा आं-  
 सकायो वा क्रियाधिकं वनिवा तेद्यः राहन । गक्त हृद्देशे रसं शून्यक्रियायक,  
 उज्जना अणुं वाहन-तामस । अरि गक्तं स्थूलक्रियायकं हेतुं द्वितित्त  
 तानस । ए विषये श्रुति रथा—“तिनं शुणं परम्पव मिति त हईया गक्तुत  
 उंपादन कवे” (भारत) ॥ ५८ ॥

पङ्ज, श्वेत; नील, पीत, मधुर, अन्न प्रकृतिवा शक्यादि शुणं नकलेर विशेष ।  
 अन्नतावशतः वेथाने पङ्जादि-लेन एकीकृत हईया थार, सेई अविशेष  
 शक्यादिमात्रेण आश्रयकृत वाहकत्व तन्मात्रे । स्थूल गक्तं स्थूलस्य सञ्जातं अना  
 वनिवा तन्मात्रं स्थूलकृतेन कारण । कृतेन न्याय तन्मात्रेण प्रत्यक्षतय, अहमेद-  
 नात्र नहे । प्रत्यक्षेण द्वावा याहाव तद्व उपलब्ध इय, ताहा प्रत्यक्षतय ।  
 हईयगणं वे विषयायक क्रियाय वाहक, ताहा पूर्वे उक्त हईयाहे । समाधिद्वारा  
 हईय गक्तं गम्पूर्णरूपे अचकल हईये विषयज्ञानं प्रत्यक्षमित इय । विषय-

দতিস্থিরয়েन्द्रিয়প্রাণালিকয়া চহ্যমানাতিসূক্ষ্মবৈপয়িকৌট্রিকী  
 যদ্মাছজ্ঞানমুত্পাদয়তি তত্ তন্মাভস্বরূপম্ । তদাতি-  
 স্যৈথ্যিত্বাটিন্দ্ৰিয়াণাং স্বূনক্রিয়াত্মানো বিগ্নেপবিপয়াঃ সূক্ষ্ময়া  
 এক্যৈষ দিগা গৃহ্যন্তে । তন্মাৎ'তন্মাভাণি ঞবিগ্নেপা ইত্যু-  
 চ্যন্তে । যদ্যুক্তম্—

“তস্মিন্স্তস্মিন্শু তন্মাভা তেন তন্মাভতা স্মৃতা ।

ন গান্তা নাপি ঘোরাস্তী ন সূড়াচ্যাবিগ্নেপিণ্যঃ ॥” ইতি ।

বিগ্নেপাঃ পড়্জাডয়স্তদ্রুহিতা ঞবিগ্নেপা ইত্যর্থঃ । যদ্যুক্তম্—  
 “বিগ্নেপাঃ পড়্জগান্থারাডয়ঃ শীতোপ্পাডয়ঃ নীলপীতাডয়.  
 কপ্রায়মধুরাডয়. সুরভ্যাডয়ঃ” ইতি । বিগ্নেপারুহিতত্বাত্তানি  
 গান্ততাডিশূন্যানি । গান্ত সুখকর ঘোর. দুখকরঃ সূড়ো  
 মোহকর ইতি । বাছস্য নীলপীতাডিবিগ্নেপগুণেভ্য এষ সুখাডি-  
 করত্বং, তদ্রুহিতত্বাডিবিগ্নেপস্বৈকরসস্য তন্মাভস্য নাস্তি সুখাডি-

জ্ঞান বিনুগ্ন হইবাব অব্যবহিত পূর্বে, অতিস্থির ইন্দ্রিয়ের প্রণালীধারা  
 সূক্ষ্ম বৈষয়িক জিন্মা গৃহীত হইয়া যাঁদেরা যে বাহুজ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই  
 তন্মাভের স্বরূপ । তখন ইন্দ্রিয়গণের অতিটৈর্হর্গ্যহেতু স্বূনচাক্ষ্যাত্মক বিশেষ-  
 বিষয়গণ, সকলেই একমাত্র সূক্ষ্মপ্রকারে গৃহীত হয়, তজ্জন্ত তন্মাভগণকে  
 ঞবিশেষ বলা যায় । যথা উক্ত হইয়াছে—“সেই সেই গুণের মধ্যে তাহা মাত্র  
 বলিয়া (অর্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র ইত্যাদি) তন্মাত্র নাম হইয়াছে । তাহার  
 শাস্ত, ঘোর বা সূচ নহে, ঞবিশেষ মাত্র” । ঞবিশেষ বা বিশেষব্রহিত,  
 বিশেষ বড় জ্ঞাদি । যথা উক্ত হইয়াছে—“বিশেষ বড় জগান্কাবাডি, শীতোকাডি,  
 নীলপীতাডি, কপ্রায়মধুরাদি, সুরভ্যাডি” । শাস্ত সূধকব, ঘোর দুঃখকর, সূচ  
 মোহকর । বাহুজ্ঞানের নীলপীতাডি বিশেষ গুণ হইতেই সূধঃখাদিকরত্ব  
 হয়, নীলাদিবিশেষব্রহিত একরস তন্মাত্র তজ্জন্ত সূধাদিকব নহে । তন্মাভ-



करत्वमिति । तन्मात्राणि यथा—शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूप-  
तन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमिति । तानि यथाक्रममाकाशा-  
दीनां कारणानि । शब्दादिगुणानां यातिसूक्ष्मावस्था तदायं  
द्रव्यमेव तन्मात्रम् । यथोक्तं भास्कराचार्येण वासनाभाष्ये—  
“गुणस्यातिसूक्ष्मरूपावस्थानं तन्मात्रशब्देनोच्यते” इति । सूक्ष्म-  
गुणाययस्याविरलद्रव्यस्य सूक्ष्मैकोऽवयवः परमाणुः । भूतवत्  
तन्मात्राख्यपि ज्ञानेन्द्रियमात्रयाह्याणि । निरुद्धेष्वपरिच्छेकेनैव  
ज्ञानेन्द्रियेण विचारानुगतसमाधिस्थिरेण गृह्यमाणानि तानि  
पृथगुपलभ्यन्ते ॥ ५६ ॥

तन्मात्रेभ्यः परः सूक्ष्मो वाह्यो भावो न प्रत्यक्षयोग्यः ।  
भूततन्मात्रयोः स्वरूपप्रत्यक्षं तत्त्वसाक्षात्कारे समासत उपपादयि-  
ष्यामः । तन्मात्रकारणं न बाह्यत्वेन प्रत्यक्षीभवति । तन्तु  
अनुमानेन निश्चीयते । योगिना परमप्रत्यक्षपूर्वकं हि तदनु-

गण यथा—शकतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ७ गन्धतन्मात्र ।  
ताहाना यथाक्रमे आकाशादिव कावण । शब्दादि गुण मकलेन ये अति सूक्ष्मा-  
वस्था, ताहाव आश्रयव्यवहारे तन्मात्र । ताहवाचार्याकृत्क वागनाभाष्ये यथा उक्त  
हहेवाह्ये—“गुणेन अति सूक्ष्मरूपे अवस्थानहे तन्मात्र शब्देन वावा उक्त हहे-  
वाह्ये” । तादृश सूक्ष्मगुणाश्रय अविनय ज्ञेयव एकावयवहे पदमाणु । तूतेव  
थाय तन्मात्रगण ७ ज्ञानेन्द्रियेन वावा एाह । चाविटी ज्ञानेन्द्रिय निकृष्ट करिया  
एकतीमात्र अनिदक ज्ञानेन्द्रियके विचारानुगत समाधिस्थि वावा हिर करिया  
एहण करिये तन्मात्रगण पृथक् पृथक् उपलभ्य ह्य ॥ ५७ ॥

तन्मात्र हहेते पव सूत्र वागताव आप्र प्रत्यागयोगी नहे । तूत ७  
तन्मात्रेण शकप्रत्याक तन्मात्रानांकाव एाह समाकृतेन विवृत करिव ।  
तन्मात्रेण कावण पदार्थ वाह्यरूपे प्रत्यागृत ह्य ना, ताहा अवस्थानेन वावा  
निश्चित ह्य । योगिदेव पवन प्रत्याकपूर्वक सेहे अवस्थान ह्य । तन्मात्र मावा ७

মানম্ । তগ্মাৎসাচ্ছাত্কারে বিপয়স্য সূক্ষ্মচাঞ্চল্যাৎকাল-  
 মনুভূয়তে, তত ইন্দ্রিয়াণামপি অভিমানাত্মকত্বমুপলভ্যতে ।  
 'তস্য চাভিমানস্য,' গ্রাহকতৌদ্রেকাজ্ঞানম্ । যদভিমানং  
 চালয়তি তদভিমানসজাতীয়াং স্যাদिति । তস্মাদ্গ্ৰাহ্যমভি-  
 মানাত্মকমিত্বনয়া দিগা গ্ৰাহ্যমূল্যহরণ্যোঃ সজাতীয়ত্বং  
 নিশ্চীযতে ॥ ৬০ ॥

সতঃ বিপয়াশয়দ্রব্যস্য বাহ্যমূলস্য গত্যন্তরাভাবাদপি  
 অভিমানাত্মকত্বকল্পনং যুক্তম্ । সদ্ভুক্তিঃ প্রত্যচৈ ভাবে গৃহ্যমাণ-  
 ধর্ম্মঃ বিশিষ্টা সম্রজায়তে, অপ্রত্যচৈ চ ভাবে পূর্ব্বেজ্ঞাতধর্ম্মে বিশিষ্টা

কারণকালে বিবয়েন সূক্ষ্ম চাকল্য স্বরূপতা উপলব্ধি হয় (সমাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়-  
 শক্তিকে সম্পূর্ণ হ্রিব করিলে বিবয়জ্ঞান বোপ হয়, কিন্তু কিকিৎ তৈর্য্যকে  
 প্রথ কবিলে ভগ্নাত্মজ্ঞান হয়, এইরূপ, অমূল্য কবিয়া বিবয়েব চাকল্যাৎকত্ব  
 অমূল্যত্ব হয়) । আব ভগ্নাত্ম সাত্মকাবেব পর ইন্দ্রিয়গণও যে অভিমানাত্মক,  
 তাহা উপলব্ধি হয় । সেই অভিমানেব গ্রাহকত্ব উদ্রেক হইতে জ্ঞান হয় ।  
 বাহা অভিমানকে চালিত করে, তাহা অভিমান সজাতীয় হইবে । তজ্জ  
 গ্রাহ্য অভিমানাত্মক । এইপ্রকাবে গ্রাহ মূল যে অভিমানাত্মক, তাহা যোগি  
 গণ পরম প্রত্যক্ষপূর্ব্বক অমূল্য ববেন (লৌকিকগণেব পরম প্রত্যক্ষ না  
 থাকিলেও এইপ্রকাবেব যুক্তির দ্বাৰা নিশ্চয় হয়) ॥ ৬০ ॥

সৎ, বাহ্যমূল, বিবয়াশয় দ্রব্যকে, গত্যন্তরাভাবো অভিমানাত্মক বলিয়া  
 কল্পনা করা যুক্ত, অর্থাৎ তাহা 'আছে' বলিয়া জানা যায়, কিন্তু অভিমানস্বরূপ  
 ব্যতীত অস্ত কোনরূপে কল্পনা করা যুক্ত হয় না । তাহার কারণ এই,  
 সদ্ভুক্তি প্রত্যক্ষ দ্রব্যে গৃহ্যমাণ শব্দাদিধর্ম্মেব দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়,  
 যেমন, "কৃষ্ণবর্ণ, শব্দকারী মেঘ আছে" । আর অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অমূল্য ও  
 আগমের দ্বারা নিশ্চয় বিবয়ে পূর্ব্বজ্ঞাত ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় ।  
 যেমন দূরস্থ ধূমদণ্ডের নীচে "অগ্নি আছে," এইরূপ সদ্ভুক্তিতে অগ্নি পূর্ব্বজ্ঞাত  
 ধর্ম্মসমষ্টি, তাহার দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া সদ্ভুক্তি উৎপন্ন হইল । সদ্ভুক্তি কখনও

উত্পদ্যতে, না বিশিষ্টা সদুদ্ভিঃ স্মাতুমুক্তহতে । অত্যাধ্যক্ষস্য বাহ্য-  
মূলস্য সত্তা স্তমাহাত্মেরনৈবোপতিষ্ঠতে, সা চ সদুদ্ভিঃ কীরেব ধর্মঃ  
বিশিষ্টা কল্যণীয়া স্যাৎ । ন রূপাদিধর্মাস্তত্র কল্যণীয়াঃ,  
বাহ্যমূলে তদমাধাত্ । তস্মাদ্গত্যন্তরাভাবাদান্তরদ্রব্যধর্মা  
এব তত্র কল্যণীয়া । যতঃ বাহ্যস্য রূপাদেৱান্তরস্য চাভি-  
মানাদেৱতিরিক্তো বনুধর্মো না স্মাভির্জায়তে । সর্ব্বাঃপ্রত্যক্ষজ্ঞেয়-  
পদার্থসত্তা বাহ্যেৱান্তরৈৱা ধর্ম্মৈৱ বিশিষ্টা কল্যণীয়া ॥ ৬১ ॥

অতঃ মিহঁ বাহ্যমূলস্য অভিমানাত্মকত্বম্ । यस্য তদভি-  
মানঃ, স বিরাত্পুরূপে ইত্যভিধীয়তে । অস্মচ্চুল্লনয়া তস্য  
নিরতিশয়বৃহত্বম্ । তথাচ শাস্ত্রম্—

অবিশিষ্টো হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না, অর্থাৎ শুধু “আছে” একপ জ্ঞান হয়  
না, “কিছু আছে” এইকপ হয় । ‘আছে’ বলিলে তাহাব সম্বন্ধে ‘কিছু’ও কল্প-  
ণীয় । অপ্রত্যক্ষ বে বাহ্যমূল (তন্মাজ্জৈব বাসন), তাহাব সম্বন্ধে স্তমাহাত্ম্যেই উপ-  
স্থিত হয় । অর্থাৎ আমাব ইন্দ্রিয়কে বাহ্য উদ্ভিষ্ট কবিত্তেছে, সেইকপ কিছু  
অবশ্যই বর্তমান আছে । সেই মনুবৃত্তিকে কোন্ ধর্ম্ম সকলেব দ্বাৱা বিশিষ্ট  
করিয়া কল্পনা কবা উচিত? রূপাদি ধর্ম্ম তাহাতে কল্পণীয় নহে, কারণ  
বাহ্যমূলে তাহা নাই । তন্মাজ্জ, গত্যন্তরভাবে তাহাকে আন্তরদ্রব্যেব সমধর্ম্মক  
বলিয়া কল্পনা করা উচিত, কবা বাহ্য রূপাদি এবং আন্তব অভিমানাদিৱ অতি-  
বিক্ত বস্তুধর্ম্ম আৱ আমবা জানি না । সমস্ত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞেয় পদার্থেব সম্বন্ধে হয়  
আন্তব, নয় বাহ্য, এই উভয়প্রকাৱ ধর্ম্মেব একজাতীয় ধর্ম্মেব দ্বাৱা বিশিষ্ট কবিয়া  
কল্পনা কবাই যুক্ত কল্পনা । (সকল সম্বন্ধেই বাহ্য ও আন্তব দুইপ্রকাৱ ধর্ম্মেব দ্বাৱা  
বিশিষ্টে করিয়া কল্পণীয়া । তন্মাজ্জো যখন বাহ্যমূলে রূপাদি ধর্ম্ম নাই ইহা  
নিশ্চয়, তখন তাহাকে আন্তবধর্ম্মযুক্ত বলিয়া কল্পনা কবাই যুক্ত) ॥ ৬১ ॥

এই সকল হেতু বশতঃ বাহ্যমূলেব অভিমানাত্মকত্ব সিদ্ধ হইল্য। যুগে পুরুষেৱ  
সেই অভিমান, ঐহাৱ নাম বিরাত্ পুরুষ । আমাদেৱ জ্ঞানায় ঐহাৱ

“যদা প্রবুডী ভগবান্, প্রবুডমখিলং জগত্ ।

তস্মিন্ সুমে জগত্ সুম্, তন্ময়ञ্ চরাচরম্ ॥” ইতি ।

সুপ্তিজাগরাভ্যাং চেজ্জগতঃ লয়াভিব্যক্তিী, তদা তয়োরান্বয়ভূতং  
বিরাট্পুরুষস্থান্। কর্ণমেব জগদাত্মকমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৬২ ॥

যেপান্তু পুরুষবিশেষস্বৈচ্ছাসম্ভূতমিদং জগত্, তত্রাপি জগতঃ  
অভিমানাত্মকং স্যাৎ । ইচ্ছায়া অন্তঃকরণহত্চিত্তা প্রামা-  
খ্যাতা, সা চেজ্জগতঃ একমেব কারণং, তদা জগন্মূলতঃ অন্তঃ-  
করণাত্মক স্যাৎ । গ্রাহ্যাত্মকং বৈরাজাভিমানং ভূতাদীতি  
আখ্যায়তে । গ্রহণে যঃ প্রকাশ্যধর্মঃ গ্রাহ্যতাপন্নায়ামস্মিতায়াং  
স বোধ্যত্বধর্মত্বেন ভাসতে । তথা গ্রহণে যঃ প্রহৃত্তিধর্মঃ গ্রাহ্যে  
তচ্ক্রিয়াত্বম্ । গ্রহণে চ যদাবরণং গ্রাহ্যে তজ্জাহাত্বম্ ।

নিবতিশয় বৃহৎ । শাস্ত্র যথা—“যখন ভগবান্ প্রবুদ্ধ হন, তখন অখিল জগৎ  
প্রবুদ্ধ হয়, আর যখন তিনি সুপ্ত হন, তখন সমস্ত জগৎ সুপ্ত হয়, এই  
চরিত্র তন্নয়” । সুপ্তি এবং জাগরণ হইতে যদি জগতের লয় ও অভিব্যক্তি  
হয়, তাহা হইলে সেই দুই বৃত্তির আশ্রয়রূপে বিরাট্ পুরুষকেবল  
বা অগ্নিতাই যে জগদাত্মক, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬২ ॥

যাহাদের মতে এই জগৎ কোন পুরুষ-বিশেষেব ইচ্ছা সম্ভূত, তাহাদের  
মতেও জগতের অভিমানাত্মক হইবে । তাহার কারণ এই, ইচ্ছা বে অন্তঃ-  
করণধর্ম, তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা যদি জগতের একমাত্র কারণ  
হয় (নিমিত্ত ও উপাদান), তবে জগৎ মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মক হইবে । গ্রাহের  
আশ্রয়রূপ বৈরাজাভিমানকে ভূতাদি বলে । গ্রহণের দিকে যাহা প্রকাশ্যধর্ম,  
অগ্নিতা গ্রাহ্যতাপন্ন হইলে তাহা বোধ্যত্বধর্মরূপে প্রতিভাসিত হয় । সেইরূপ  
গ্রহণে যাহা প্রবৃত্তি বা চেষ্টা ধর্ম, গ্রাহ্যে তাহা ক্রিয়াধর্ম । আর গ্রহণে  
যাহা আবরণ, গ্রাহ্যে তাহা জাহাত্ব । বিরাট্ পুরুষের সক্রিয় অদ্বিতার দ্বারা  
আনানের অগ্নিতা ক্রিয়ানীল হইলে বাচস্পানোক্রেক হয় । বিরাটের অধি-  
নান চাক্ষুশ্যের মধ্যে যাহা প্রকাশ্যধর্ম, তাহা হইতে বোধ্যত্বধর্ম-প্রতীতি হয় ;

গ্রহণভাৱস্যাধিকৰণং কালঃ, গ্রাহ্যভাৱস্য দিক্ । পৰিণাম-  
স্থানন্থ্যাৎ কালাবকাশয়োরনন্ততা প্রতীয়তে । অতঃ সত্ব-  
ক্রিয়াধিকৰণভূতৌ দ্বেগ্‌কালৌ অপৰিময়ৌ । গ্রহণামিকায়া  
অস্মিতায়া যাঃ পঞ্চধা পৰিণতয়ঃ গ্রাহ্যতাপন্নাস্তা এৱ পঞ্চ  
ভূততন্মাৎৰূপা বাহ্যভাৱাঃ । যথা গ্রহণে গুণবিভাগস্তথৈৱ  
গ্রাহ্যো ॥ ৬২ ॥

ন ভূতাৎ তত্বান্তরং ভৌতিকম্ । প্রকাশ্যকাৰ্য্যধাৰ্য্য-  
ধৰ্ম্মাণা সঙ্কীৰ্ণগ্রহণমেৱ ভৌতিকম্ৰূপম্ । চাৰ্ছল্যাৎ স্মুলে-  
न्द्रিয়স্য তথা গ্রহণম্ । শব্দস্পৰ্শৰূপৰসগন্ধা ইতি পঞ্চ

সেইদৰে ক্ৰিয়াধিক ও আৱলণাধিক চাকল্য হইতে ক্ৰিয়াৰ ও জ্ঞানৰ ধৰ্ম্ম-  
প্রতীতি হয় । গ্রহণভাৱেৰ অধিকৰণ কাল এবং গ্রাহ্যভাৱেৰ অধিকৰণ  
দিক্ । পৰিণামেৰ অনন্ততা অৰ্থাৎ এতপৰিমাণ পৰিণাম হইবে, আৰু হইতে  
পাৰে না, এইৰূপ নিয়ম বা সঙ্কোচক হেতু না থাৰাতে, দিক্ ও কালেৰ  
অনন্ততা প্রতীতি হয় । তজ্জন্ত সৰ্বক্ৰিয়াৰ অধিকৰণ দিক্ ও কাল অপরি-  
মেয় । গ্রহণামিকা অস্মিতাৱ যে পঞ্চধা পৰিণতি, গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া সেই  
পঞ্চপ্রকাৰ পৰিণতিই ভূত ও ভগ্নাত্ম স্বৰূপ বাহ্যভাৱ হয় । যেমন গ্রহণে গুণেৰ  
বিভাগ, তেমনি গ্রাহ্যেও গুণ বিভাগ ॥ ৬৩ ॥

ভূত হইতে ভৌতিক তত্ত্বান্তৰ নহে, অৰ্থাৎ ভূতেনও যেমন নীলপীতাদি  
গুণ, ভৌতিকেনও ভজ্ঞপ । একাশ্চ কাৰ্য্য এবং ধাৰ্য্য ধৰ্ম্মেৰ সঙ্কীৰ্ণ গ্রহণই  
ভৌতিবেৱ স্বৰূপ । \* বুলেন্দ্রিয়েৱ চাকল্য হেতু সেইৰূপ গ্রহণ হয় । শব্দ,

\* সাধাৰণ চিত্তেৰ চাকল্য হেতু বচবিধ শব্দাদি বিষয় যথায় যুগল তৰ জ্ঞান পূহীত তত,  
তাহাই ভৌতিক জ্ঞাৰ । ভূত প ঘটাদি ভৌতিকেৰ ইহাই প্রভেদ, গুণেৰ কোন পাৰ্থক্য  
নাই । ঘট সৰ্বত্ৰ প্রস্তা ব কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দাৰ্ছ-ধৰ্ম্মেৰ সমষ্টি কিন্তু সেই ধৰ্ম্ম  
সকল ঘট জ্ঞান কালে চিত্ত চাকল্য হেতু সঙ্কীৰ্ণভাৱে ভৱিত হয় । তাহাই ঘট নামক  
ভৌতিক । হিৱ চিত্তেৰ ধাৰা ঘটেৰ ক্ৰমাদি ধৰ্ম্ম পৃথক উপলব্ধি কৰিতে থাকিলে ঘটৰূপ  
ভৌতিক ভাৱ অগত হইয়া তথায় তেজাদি ধূতৈৰ প্রতীতি হয় ।

প্রকাশ্যবিষয়াঃ, বাক্যশিল্পগম্যসর্জ্যজন্যানীতি পঞ্চ কার্য  
বিষয়াঃ, তথাচ বাহ্যোদ্ধববোধাদিষ্টানং ধাতুগতবোধাদিষ্টানং  
চালনশক্তিধিষ্টানং অপনয়নশক্তিধিষ্টান সমনয়নশক্তিধিষ্টান-  
মিতি পঞ্চ ধার্ম্যবিষয়াঃ, যेषাং সঙ্ঘাতঃ শরীরমিতি ॥ ৬৪ ॥

ব্যাখ্যাতানি তত্বানি । সর্গপ্রতিসর্গাবুচ্যেতে । অনাদী  
প্রধানপুরুষৌ উপাদাননিমিত্তভূতৌ করণানাম্ । বিद्यমানৈ  
कारणे प्रतिबन्धाभावे च कार्यस्यापि विद्यमानता स्यादिति  
नियमात् करणान्यनादीनि । यथाहुः—“धर्मिणामनादि संयोगा-  
द्वर्त्ममात्राणामप्यनादिसंयोगः” इति । तथाच—‘अनादिरर्थकृतः  
संयोगः’ इति । तथाच गौपवनश्रुतिः—“नित्यो मनोऽनादि-  
त्वात्, न ह्यमना पुमास्तिष्ठती”ति । अग्निवेशश्रुतिश्चात्र—

স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধ, এই পঞ্চ প্রকাশ্যবিষয় । বাক্য, শিল্প, গম্য,  
সর্জ্য ও ধ্বং এই পঞ্চ কার্য্যবিষয় । আব বাহ্যোদ্ধববোধ, ধাতুগতবোধ,  
চালনশক্তি, অপনয়নশক্তি ও সমনয়নশক্তি, এই পঞ্চ শক্তিব অধিষ্ঠানই  
ধার্ম্যবিষয় । তাহাদেব সঙ্ঘাতই শরীর ॥ ৬৪ ॥

তৎ সৰুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এখানে সর্গ ও প্রতিসর্গ কথিত হই-  
তেছে । উহাব বিশেষজ্ঞান অল্পমেয় নহে বলিয়া শাস্ত্র হইতে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত  
কথিত হইতেছে । অনাদি পুরুষ ও প্রধান করণ সকলের নিমিত্ত ও উপাদান  
ভূত । বারা বিद्यমান থাকিলে এবং কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে কার্য্যও  
বিद्यমান থাকিবে, এই নিয়ম হেতু করণ সকলও অনাদি । যখন পুরুষ ও  
প্রধান করণ সকলেব বেবগমাত্র কাবণ, এবং তাহারা যখন অনাদি বিद्यমান  
আছে, আর কাৰ্য্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ তৃতীয় পদার্থ যখন বর্তমান নাই,  
তখন তাহাদেব কার্য্য সকলও অনাদি বর্তমান বলিতে হইবে । যথা উক্ত  
হইয়াছে—“ধর্মী সকলেব অনাদি-সংযোগ হেতু ধর্ম সকলেবও অনাদি সংযোগ  
সেথা যায়” । “পুশ্রুতিব অনাদি অর্থকৃতি সংযোগ” (যোগভাষ্য) । গৌপবন-  
কৃতি যথা—“মন নিত্য, অনাদিয হেতু ; পুরুষ কখনও অমনা থাকে না” ।

“সৌন্দ্যাদিনা পুণ্যেন পাপেন চানুবন্দ্যঃ পরেণ নিম্মুক্তৌঃনন্তায়  
 কল্পতে” ইत्याদি গ্রাস্ত্যগতেভ্যোঃপি পুরুষস্থানাদিকরণবচন  
 সিধ্যতি । করণানি লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যন্তে । লিঙ্গশরীরানা-  
 মসংখ্যত্বদর্শনাদসংখ্যাতাঃ পুরূষাঃ । ক্ষম্বাদসংখ্যানি লিঙ্গ-  
 শরীরানি, উপাদানস্বামেয়ত্বাদিতি । অপরিমেয়স্বোপাদানস্ব  
 পরিমিতকার্য্যসংখ্যানি স্যুঃ । গুণসংযোগমৈদানামানন্ত্যা-  
 দসংখ্যাতাঃ করণপ্রকৃতয়ঃ । অতঃ অসংখ্যাঃ জীবয়োনয়ঃ । উপা-  
 দানস্বামেয়ত্বাল্লীবনিবাসা লোকা অধ্যনন্তাস্থায়া বানন্ত-  
 বৈচিত্র্যান্বিতাঃ । যথোক্তম্—

“তে চানন্ত্যং ন পশ্যন্তি নভসঃ প্রথিতৌজসঃ ।

দুর্গমত্বাদনন্তত্বাদিতি মে বিদ্ধি মানস ॥” ইতি ।

অতস্তু স্ত্যসংখ্যেয়া জীবাঃ কদাচিঞ্জীনকরণাঃ কদাচিদ্-

অগ্নিবৈশ্ব শক্তি যথা—“অনাদি পুণ্য ও পাপের দ্বারা অশ্রুবন্ধ সেই পুরুষ  
 পরমজ্ঞানের দ্বারা নিমূৰ্ক্ত হইয়া অনন্তকাল থাকে” । ইত্যাদি শত শত শাস্ত্র  
 হইতে, পুরুষের অনাদি-করণবস্ত্রা সিদ্ধ হয় । কারণ সকলকে লিঙ্গ শরীর  
 বলা যায় । লিঙ্গ শরীর সকল অসংখ্য বলিয়া পুরুষও অসংখ্য । কেন লিঙ্গ  
 শরীর সকল অসংখ্য ?—তাহাদের উপাদান অপরিমেয় বলিয়া । অপরিমেয়  
 উপাদানের পবিমিত কার্য্য সকল অসংখ্য হইবে । কারণ পবিমিতের সমষ্টি  
 পরিমিত হয়, অপবিমিত হয় না । এই অপবিমিত বিধের উপাদান যে প্রধান,  
 তাহা অপবিমিত ।

গুণের সংযোগভেদ অনন্তপ্রকারেব হইতে পারে । তৎসংক্রমণ করণ সকলের  
 প্রকৃতিও অনন্ত, অতরাং জীবের জ্ঞাতিও অনন্তপ্রকারের । অব উপাদানের  
 অনেক-হেতু জীবনিবাস লোক সকল অনন্ত বৈচিত্র্য-সম্পন্ন এবং অসংখ্য ।  
 শাস্ত্রে আছে—‘দুর্গমত্ব ও অনন্তত্ব হেতু দেবতারাও এই নভোমণ্ডলের অনিন্দ্য  
 উপলব্ধি করিতে পারেন না’ । অতএব সেই অসংখ্য জীব সকল বর্ধনও মীন-

व्यक्तकरणा याऽसंख्या योनीः आपद्यमाना वा त्यजन्ती वाऽसंख्येषु लोकेषु वर्तन्ते ॥ ६५ ॥

द्विविधः करणलयः, साधितः सांसिद्धिकश्च । तत्र योगिनः साधितः लिङ्गशरीरलयः, ग्राह्याभावलयाच्च सांसिद्धिकः । ग्राह्याभावे करणकार्याभावः, कार्याभावे शक्तिलय इति नियमात् ग्राह्यलये लयः करणशक्तीनाम् । यथाहुः—

“चिदं यथाशयन्तते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया ।

तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराशयं लिङ्गम् ॥” इति ।

लीने ग्राह्ये करणानि लीनास्तिष्ठन्ति । न च तेषामत्यन्तनाशो, नाभावो विद्यते सत इति नियमात् । ग्राह्याभिव्यक्तौ तानि पुनरभिव्यज्यन्ते । श्रुतिश्चात्र—“तेऽविनष्टा एव विनीयन्ते, अविनष्टा एव उत्पद्यन्ते” इति; “भूतग्राम. स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रस्रीयत” इति चात्र स्मृतिः ॥ ६६ ॥

करण, कथन० वा वरुकरण इहेरा असंख्ये वोनिते उ०पर ह०त वा तांग करत असंख्ये लोकेते वर्तमान आहे ॥ ७५ ॥

बुद्ध्यादि करणलग्न द्विविध, साधित वा उपार प्रताय एवः सांसिद्धिक । उन्नयो वोगेव घात्रा निद्रशरीररर साधित लग्न ह्य, आर ग्राह्यव्या न्य हहेने ये निद्रपेह लग्न ह्य, ताहा'सांसिद्धिक । ग्राह्ये अभावे करणेर वार्ध्याभाव ह्य आर कार्याभावे शक्तिलय ह्य, अहे नियने ग्राह्याभावे करणशक्ति सकलेव लग्न ह्य । यथा उरु हहेराहे—“चिदं येनन आश्रय वातिरेके अथवा छात्रा येमन हाथानि वातिरेके थाकिते पावे ना, गेहेरण विनेव वा भाव शरीर विना निद्र निद्राश्रय हहेरा थाकिते पावे ना” । ताहानेर अताष्टनाम ह्य ना, कारण विद्यमान पदार्थेर अभाव असष्टव । ग्राह्येर अतिव्यक्ति हहेने ताहात्रा पुनराय अतिव्यक्त ह्य । एवियरे श्रुति यथा—“ताहात्रा (शरीरगा) अविनष्टे हहेर भोन ह्य, एवः अविनष्टे थाकिरा उ०पर ह्य” ॥ ७७ ॥



উক্তং জগতঃ বৈরাজাভিমানাত্মকত্বম্ । স্মৃতিস্তত্র যথা—

“অভিমান ইতি খ্যাতঃ সৰ্ব্বভূতাৰ্মভূতজ্ঞাত্ ।

ব্রহ্মা চৈ স মহাতেজা যত্র তে পঞ্চ ধাতবঃ ।

যৈলাস্তস্যাস্থিসংগ্রাস্তে মেদো মাংসস্ত মেদিনী ॥” ইতি ।

তদন্তঃকরণস্য চ সৃষ্টিজাগরাভ্যাং জগতঃ লয়াভিব্যক্তিী ।

সুপ্তী জাঘ্রতা ক্রিয়াশূন্যতা বা भवति । विषयाणां क्रियात्मक-

ত্বাজ্জাঘ্রতাপক্ষে প্রাচ্যমূলে বৈরাজাভিமானৈ বিপযা লীয়ন্তে ।

ততঃ অক্ষদাদীনাংপি লিঙ্গলয়ঃ । জাগরে চ ক্রিয়ায়ন্তি

বৈরাজাভিমানৈ বিপযা অমিব্যজ্যন্তে । ততঃ সজাতীয়ত্বাত্তৈ-

খাল্যমানান্যক্ষদাদীনাং করণানি ব্যক্ততামাপদ্যন্তে । যথা

সুপ্তঃ পুরুষখাল্যমান উন্নিদ্রো भवति तद्वत् । स्वমूलस्य क्रिया-

वैचित्र्यात् शब्दादीनां वैचित्र्यम् । स्मर्यते च—

“अहंकारेणाहरते गुणानिमान्

भूतादिरिव सृजते स भूतज्ञत् ।

জগতেন বৈরাজাভিমানাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে । স্মৃতিপ্রমাণ যথা—“ভূত-  
কর্তা সর্বভূতের আশ্রয়রূপ ব্রহ্মা (বিগ্রাহি ব্রহ্মা) অভিমান বলিয়া খ্যাত ।  
তাঁহাতেই পঞ্চভূত অবস্থিত । পর্ষত সকল তাঁহাব অস্থি-রূপ এবং মেদিনী  
তাঁহাব মেদ-মাংস-রূপ” । সেই অস্তঃকরণের স্মৃষ্টি ও আগরণ হইতে  
জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয় । স্থপ্তিতে জাঘ্রতা বা ক্রিয়াশূন্যতা হয় ।  
বিষয় সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়া তাঁহাদের মূল বৈরাজাভিমান জাঘ্রতাপন্ন  
হইলে বিষয় সকলও লীন হয় । তাঁহা হইতে অক্ষদাদিরও কারণ সকল  
গীন হয় । আর জাগ্রদবশায় বৈরাজাভিমান ক্রিয়াপন্ন হইলে বিষয়গণ  
অভিব্যক্ত হয় । তখন সজাতীয়ত্ব হেতু বিষয়াত্মক ক্রিয়ার দ্বারা চাল্যমান  
হইয়া আনাদের কবণ সকলও অভিব্যক্ত হয় । যেমন স্থপ্ত পুরুষ চাল্য-  
মান হইলে জাগ্রতিত্ব হয়, তদ্রূপ । স্বমূল বৈরাজাভিমান ক্রিয়া বৈচিত্র্য  
হইতে শব্দাদির বিচিত্রতা হয় । এবিধের-শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—“ভূতঃ ২,

বৈকারিকঃ সৰ্ব্বমিদং বিচেष्टতে ।

স্বতেজসা রঞ্জয়তে জগত্তয়া ॥” ইতি ।

স ভূতকৃদ্ভূতাদিবৈকারিকীঃছিদ্ধারঃ अभिमानेन इमान्  
शब्दादिगुणानाहरते विचेष्टते च । विचेष्टञ्च जगदिदं स्वतेजसा  
रञ्जयते विषयानारोपयतीत्यर्थः ॥ ६० ॥

সুভৌ জাঘত্বান্নিক্রিয়ে বৈরাজাভিমানি তদ্বতাশ্ৰিপক্রিয়া-  
ক্ষানী যেঃশ্ৰেপবিশ্ৰেপাম্ভপ্রতিষ্ঠাধিপয়া নিস্তৌলদীপবত্ লীয়ন্তে ।  
তদাঃপ্রতক্য স্তিমিতং বাহ্যম্ভযতি । যথাহুঃ—

“তদা স্তিমিতমাकायमनस्तमचलोपमम् ।

नष्टचन्द्रार्कपवनं प्रसुप्तमिव सम्बभौ ॥” ইতি ।

নিদ্রাজাগ্রতোরন্তরালं स्वप्नावस्था । स्वप्नावस्थाया जाघता  
बाह्यकरणानां, चेतसश्च चेष्टा । बाह्यकरणानियमितस्य सूक्ष्म-  
तरस्य चित्ताभिमानस्य क्रिया ग्राह्यतापन्ना कारणसलिलाख्यं

ভূতাদি অহকার অভিমানের দ্বারা বিশেষরূপে চেষ্টা করে ও শব্দাদি ভূতগুণ  
সকল স্বপ্নন বলে এবং নিদ্রের তেজের দ্বারা লগৎ অস্থবন্ধিত করে, অর্থাৎ  
এই লগতেব দ্রব্য, শব্দাদিগুণ এবং জিয়া, সমস্তই ভূতাদি নামক বৈরাজাভি-  
মানের জিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত” (ভারত) ॥ ৬৭ ॥

স্বপ্নিকালে জাত্যত্ব হেতু বৈরাজাভিমান নিষ্ক্রিয় হইলে, সেই অপ্রিতাগত  
অশেষপ্রকার জিন্নাত্মক যে অশেষপ্রকার বিশেষ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়  
সকল নিটোল্লল দীপের মত লীন হয় । তখন বাহ্য স্তিমিত ও অপ্রতর্ক্য হয় ।  
যথা উক্ত হইয়াছে—“সেই সময় আকাশ স্তিমিত, অনন্ত, অচলবৎ, চল স্বর্ঘ্য  
পবন শুল্ল প্রহল্লের মত হয়” । নিদ্রা ও জাগরণ, ইহাদের অন্তরালভূতা  
অবস্থা স্বপ্ন । স্বপ্নে বাহ্যকরণ সকল জড় হয়, এবং চিত্তের চেষ্টা থাকে ।  
সেই সুবহার বাহ্যকরণের দ্বারা অনিরত, হৃতরাং হৃদয়তর চিন্তাভিমানের জিয়া  
গ্ৰাহ্যতাপন্ন হইয়া কারণ সন্নিহ-রূপে তন্মাত্র সর্গ উৎপাদন করে ; সুত্বি যথা—

तस्मान्नसर्गमुत्पादयति । तथाच स्मृतिः—“ततः सलिलमुत्पन्नं तमसीवापरं तमः” इति । ततः प्रागुक्तस्तिमितायस्थानानन्तर-मित्यर्थः । सन्ध्याख्ये स्वप्नस्थाने जगत. सृष्टिरित्यस्ति श्रुति-स्मृतिप्रवादः ॥ ६८ ॥

जागरे तु स्थूलक्रियाशालिनोऽभिमानाद्याह्यतापन्नात् कठिनता—कीमलता—स्निग्धता—वायवीयता—रश्मितादि धर्माश्रय-द्रव्यात्मकः भौतिकसर्ग आविर्भवति । तत्र कठिनताऽतिरुद्धता क्रियायाः । विपरीतक्रिययैव क्रियारोधदर्शनात् कठिने द्रव्ये स्वगतरुद्धक्रियाऽनुमीयते । रश्मिता च अत्यरुद्धता क्रियायाः । न च तत्र जाड्यताभावः, योगिनां रश्मिषु विहारसम्भवात् । यथाहुः—“ततस्तूर्णनाभितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहर-ती”ति । कीमलताद्या अल्पात्परुद्धक्रियात्मिकाः । वैराजा-

“तदपरे तनेन त्रितय वितीर तनेन छार नलिन उदपन्न हईन । तदपरे अर्थां प्राञ्जु तिमित अवहानेर पवे । सफा नानक खन्नहाने ये जगतेव सृष्टि हईयाछे, ताहा श्रुति श्रुतिते प्रसिद्ध आछे ॥ ७८ ॥

वैराजाभिमानेव जागवणे द्रुनक्रियाशाली अभिमान ग्राहतापन्न हईने कठिनता, कोमलता, तरलता, वायवीयता, रश्मिता प्रकृति धर्मर आश्रयद्रव्या-श्रुत भौतिक सर्ग आविर्भूत हय । तन्मध्ये कठिनता क्रियार अतिरुद्धताव । विपरीत क्रिया द्वारा एकती क्रिया रुद्ध हय, एहे नियम-वशतः, एवं कठिन प्रव्येर द्वारा अधिक परिनाणे गतिक्रिया रुद्ध हय देणा माय बलिना, कठिन प्रव्ये स्वगत रुद्धक्रिया आछे, ईहा अश्रुमित हय । रश्मिता बाह्यक्रियाव अति-मात्र अरुद्धता । ताहाते ये जाड्यताव अभाव आछे एरुप नहे, येहेतू योगीरा रश्मि अवलघन करिना विहार करेन । यथा उक्त हईयाछे—“ताहाव पर उर्णनातिव तद्वमात्रे विचवण करिवा शेषे रश्मिते विहाव करेन” । कठिना-पेना कोमलतादिना अनाम जाड्यता सम्पन्न । वैराजाभिमानेर क्रियातेद

ভিমানস্য ক্রিয়ামেদাদ্গ্ৰাহ্যে কাঠিন্যাदिभेद । भूताद्याश्च  
 तदभिमानस्य क्रियावर्ती ग्राह्यस्य व्यवधिहेतुर्जलावर्तवत् ।  
 तदभिमानस्य घट्टणात्मकस्य यौगपदिकमिव परिणामबाहु  
 ग्राह्यतापन्न विस्तारबोधमारोपयति, तस्य च परिणामप्रवाह  
 विशेष ग्राह्यभूतो देशान्तरगतिर्भवति ॥ ६८ ॥

স্বূলোৎপত্তী সাখ্যানুমতা স্মৃতির্যথা—

‘पुरा स्तिमितमाकाशमनन्तमधलोपम् ।

नष्टचन्द्रार्कपवन प्रसुप्तमिव सम्बभौ ॥

सत सलिलमुत्पन्न तमसीवापर तम ।

तस्माच्च सलिलोत्पीडादुदतिष्ठत मारुत ॥

यथा भाजनमच्छिद्र नि शब्दमिव लक्ष्यते ।

तन्नाम्भসা পুথ্যমাণ সশব্দ কুরুতেঽনিল ॥ \*

হইতে গ্রাহ্যে কাঠিন্যাদি ভেদ হয়। ভূতাদি নামক সেই অভিমানের যে  
 ক্রিয়াবর্ত তাহা গ্রাহ্যের ব্যবধি হেতু, যেমন জলাবর্ত বগত জনকে অবশিষ্ট  
 বল হইতে ব্যবছিন্ন করে তদ্রূপ। আর গ্রহণাত্মক সেই অভিমানের যে  
 এককালীন বহু পরিণাম তাহা গ্রাহ্যতাপ্রাধ হইয়া বিস্তার জ্ঞান আরোপিত  
 করে এবং তাহার বিশেষপ্রকার পরিণাম প্রবাহ গ্রাহ্যভূত হইয়া বাহ্যের দেশা  
 ন্তর গতি বোধ জন্মায়। ৬৯ ॥

স্বূলোৎপত্তি বিষয়ে সা খ্যানুমত স্মৃতি যথা—“পুরাকালে চন্দ্রার্ক পবন শূন্য  
 আকাশ, অনন্ত অচল ও অশ্লথব হইয়াছিল। \* তৎপরে তমের তিত্তর আব  
 এক তমের মত সলিল উৎপন্ন হইল। সেই সলিলের উৎপীড় হইতে মারুত  
 উৎপন্ন হইল। যেমন কোন পাত্র জলের ঘাটা পূর্ণ করিতে গেলে তন্মধ্যস্থ

\* সেই সময়ের বাহ্যত্বের কোন বহন হইতে পারে না, এই বিবরণ হইতে বিবন্ধ-  
 রূপিত ৬.৪।

তথা সলিলসংক্লে নভসোঃন্তে নিরন্তরে ।  
 মিত্বাৰ্ণবতলং বায়ু সমুত্পততি ঘোপধান্ ॥  
 তন্মিন্ বায়ুম্বুসহস্ৰে দীপ্ততৈজা মহাবলঃ ।  
 প্রাদুরম্বুর্দৃষ্টিশিখঃ কৃৎবা নিস্তিমিরং নভঃ ॥  
 অগ্নিপবনসযুতাং স্ব সমাচ্চিপতি জলম্ ।  
 সোঃগ্নির্মারুতসংযোগাৎঘনত্বমুপপদ্যতে ॥  
 তস্ম্যাকাশং নিপততঃ স্ত্রেহস্মিষ্ঠতি যোঃপরঃ ।  
 স সহাতত্বমাপন্বো ভূমিত্বমনুগচ্ছতি ॥  
 রসানা সৰ্ব্বগন্থানাং স্ত্রেহানা প্রাণিনাং তথা ।  
 ভূমির্যোনিরিহ স্ত্রেয়া যস্যাং সৰ্ব্ব প্রসূয়তে ॥” ইতি ।

নিরন্তরালস্য কারণসলিলস্য স্থৌল্যপরিণামি পরিচ্ছিন্ন-  
 ভৌতিকদ্রব্যপ্রকৌর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং বभূব । তদা স্থূলসূক্ষ্মবায়ুকৃতান্ত-  
 রালং জ্যোতিঃপিण्डमयं जगदासीत् । घनत्वापद्यमानात् काठिन्या-  
 द्यतिस्त्रील्यात्मकात् द्रव्यात् सूक्ष्मतराणि वायवीयद्रव्याणि पृथग्-

বায়ু মনশ্চে বৃৎবৃশাকাবে নির্গত ইয়, সেইরূপ সেই মর্কবাপী নিরন্তরাল মনিল  
 বাণির মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল । সেই বায়ু ও মনিলের সংঘর্ষ হইতে  
 দীপ্ততৈজা মহাবল অগ্নি আকাশকে নিস্তিমির করিয়া প্রোস্থত হইল । সেই  
 জল, অগ্নি ও পবন সংযুক্ত হইয়া নিজকে সমাচ্চিপ্ত কবে । মাত্রত-সংযোগে  
 সেই অগ্নি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় । সেই ঘনত্বপ্রাপ্ত অগ্নি যে মেহাংশ থাকে, তাহা  
 সজ্বাতর প্রাপ্ত হইয়া শেঘে ভূমির প্রাপ্ত হয় । ভূমি সমস্ত গন্ধ, বস, প্রাণী ও  
 বেহের আশ্রয়, তাহাতে সমস্ত প্রসূত হয়” (শান্তিপর্ক, তৃত্ত ও ভাববাজ-  
 সংবাদ) ।

নিরন্তরাল কারণ মনিলের ভৌল্য পরিণাম হইলে স্রগং পবিচ্ছিন্ন-  
 ভৌতিক দ্রব্য প্রকৌর্ণ হইয়াছিল । তখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম(মভঃস্থিত সূক্ষ্ম জডদ্রব্য)  
 বায়ুও ঘাত্তা কৃত অন্তঃপ্রাণবুল্ দ্রব্য ও জ্যোতিঃপিণ্ডনয় হইয়াছিল । যখন ঘনত্ব  
 প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কাঠিন্যানি-স্থলধর্মবুল্ পাধাণাদি দ্রব্য এবং সূক্ষ্মতব

বম্ভুঃ । তস্মাদাহুঃ—“ভিস্তে”তি । ঘনত্বাঙ্গিতজনিতসহস্রাঙ্ঘ  
 উত্তাপোদ্ধবো যেনোত্তমানি স্থূলভৌতিকানি জ্যোতিঃপিণ্ডাकाराणि  
 বম্ভুঃ । তত আহুঃ—“তস্মিন্ বায়ুস্বসহস্রৈ” ইতি । অর্থতীপা  
 জ্যোতিঃপিণ্ডানাং খে বিচরতাং মধ্যে কেচিৎবাযুযোগতঃ নিস্তাপ-  
 ত্বমাপদ্যমানাঃ স্নেহত্বমথ সঙ্ঘাতত্বমাপদ্যন্তে, কেচিচ্চ বৃহত্বাত্  
 স্বয়ংপ্রমজ্যোতিষ্করূপেণাद्यापि वर्तन्ते । उक्तञ्च—

“उपरिष्टोपरिष्टान्तु प्रज्वलद्भिः स्वयंप्रभैः ।

निरुद्धमेतदाकागमप्रमेयं सुरैरपि ॥” इति ।

तस्माच्चाहुः—“सोऽग्निर्माकृतसंयोगा”दिति ॥ ৩০ ॥ .

বায়বীয় দ্রব্য সকল পৃথক্ হইতে লাগিল । সেইজন্য বলিয়াছেন—“অনুশির  
 মধ্য হইতে বায়ু সনুৎপন্ন হইল” । আর ঘন-প্রাঙ্গিত্ত্ব সঙ্ঘর্ষ হইতে উত্তাপ  
 উদ্ভূত হয়, তাহার দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া স্থূল ভৌতিক দ্রব্য সকল জ্যোতিঃপিণ্ডা-  
 কার হইয়াছিল । তজ্জন্য বলিয়াছেন—“সেই বায়ু ও অলব সঙ্ঘর্ষে দীপ্তভেজা”  
 ইত্যাদি । অন্তর আবাশে বিচরণকারী সেই জ্যোতিঃপিণ্ডের মধ্যে কতক-  
 গুলি বায়ুযোগে নিস্তাপত্ব প্রাপ্ত হইয়া তবলতা এবং তৎপরে কঠিনতা প্রাপ্ত  
 হয় । আব কেহ কেহ বৃহত্ব হেতু বা অল্প কাবণে অজ্ঞাপিও জ্যোতিঃপিণ্ডরূপে  
 বর্তমান আছে । যথা উক্ত হইয়াছে—“এই আকাশ উপযুপরি প্রোচ্ছল  
 স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্কনিচয়ের দ্বারা নিরুদ্ধ, ইহা সুরগণের অপ্রতর্ক্য” । তজ্জন্য  
 বলিয়াছেন—“সেই অল, অগ্নি ও পবন সংযোগে” ইত্যাদি \* ॥ ৩০ ॥

\* ইহা লোকলোক রূপ ভৌতিক সর্গ । তবেই বিদ্যুৎ হইতে “আকাশং বায়ুর্ভগ্নো-  
 স্তেপঃ” ইত্যাদি-স জু’ভাৎপাঙ্গ বিবচনা করিতে হইবে । ঐরূপ ক্রমের প্রমাণ বহা—শব্দ  
 কল্পনাস্বক, তাহার পোষাবহা ভাগ, ভাগ অধিক হইলে রূপোৎপাদন করে, রূপ (ভাগ-সহ)  
 জ্ঞানবি রাসায়নিক বিশদ উৎপাদন করে । কিন্তু সূর্যালোক সনন্ত রসস্ত বার উৎপাদিত ।  
 সেই রাস রসিক ক্রিয়া রসজ্ঞান উৎপাদন করে, এবং রাসাচানব দ্রব্য গন্ধজ্ঞান উৎপাদন  
 করে । অন্য কথায়, শব্দক্রিয়া রুদ্ধ হইলে ভাগ হয় । ভাগ রুদ্ধ বা পুত্রীকৃত হইলে রূপ হয় ।  
 রূপ বা স্বালোক রুদ্ধ হইলে রস হয় (এইমন্য উচিত্বাদিকে রুদ্ধ সূর্যালোক বলা যায়) ।

গ্রহণদৃষ্টি য: প্রবলক্রিয়ানমুদ্রেক:, যাছদৃষ্টি সা ঘন-  
 ত্বাসি: স্মীল্যাসিকা । “পাটোঃস্য বিশ্বা ভূতানি বিপাটোঃস্যা-  
 মৃতং দিবী”তি যুতের্দৃশ্যমানা লোকা: পাটমানং, ভুব:স্বরাদয়:  
 সূক্ষ্মায় লোকাস্তিপাদ । তেযু শ্রেষ্ঠতমৌ মনুজময় সত্যলোক: ।  
 স চ ধৈরাজমহদাক্ষপ্রতিষ্ঠিত: । গ্রহণদৃষ্টি সর্বা: গ্রহণক্রিয়া:  
 মহদাক্ষনি নিবহাস্তর্তা যাছদৃষ্টি সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবহা:  
 সর্ব্বং স্থূলসূক্ষ্মলোকা: । গ্রহণে তামসামিমান: স্থিতিহেতু:,  
 যাছ্যে তদমিমানপ্রতিষ্টা মঙ্গলর্পণাখ্যা তামসী শক্তির্লোকধারণ-  
 হেতু: । উক্তম্—

“মধ্যে মমল্লাদগ্হস্য ভূগোলৌ ব্যোম্বি নিষ্ঠতি ।

গ্রহণ দৃষ্টিতে যাহা এককালীন প্রবল ক্রিয়াব উদ্ভেক, তাহা গ্রাহদৃষ্টিতে  
 ঘনতা প্রাপ্তি বা ঘনতা । “এই বিশ্ব ও ভূত সকল তাঁহার চতুর্থাংশ মাল এবং  
 অমৃত নিব্যালোক তিন-চতুর্থাংশ”—এই স্রুতি হইতে জানা যায় যে, দৃশ্যমান  
 লোক সকল চতুর্থাংশ এবং ভুবঃ-স্বরাদি লোক সকল অবশিষ্টে জিপাদ । তাহা-  
 দেব (দিব্যালোকেব) মধ্যে মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম লোকের নাম সত্যলোক । তাহা  
 বিরাট পুরুষের বৃদ্ধিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, কাবণ বৃদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষ্যকারীরা সত্যলোকে  
 প্রতিষ্ঠিত থাকে । গ্রহণ দৃষ্টিতে দেখা যায়, সমস্ত গ্রহণক্রিয়া বৃদ্ধিতত্ত্বের নিবন্ধ,  
 অর্থাৎ তাহাই মূল আশ্রয়, তজ্জন্ম গ্রাহ-দৃষ্টিতে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম লোক সকল  
 নিশ্চল সত্যলোকোভ্যন্তরে নিবন্ধ । গ্রহণে তামসামিমানই স্থিতিব হেতু, তজ্জন্ম  
 গ্রাহদৃষ্টিতে বিরাট পুরুষের তামসামিমানে প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলর্পণ নামক তামসী  
 বাবশক্তি লোক ধারণের হেতু । যথা উক্ত হইয়াছে—“ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কুপোল,

যম বা বায়বিক জবা নাসাৎকের ঘর রা রুদ্ধ হইলে বন্ধ হয় । উক্ত শাস্ত্র হইতেও এইরূপ  
 কথ দেখা যায়, যথা—প্রথমে কারণ-সমিল হইতে সূক্ষ্মবায়ু প্রবল হয়, তৎপরে স্পর্শ বা স্পৃশ-  
 লক্ষণ বস্তু, তৎপরে তেষা: তৎপরে হেতু বা প্রত্যয়ি বায়বিক ত্রব্যের তরল অবস্থা, পরে  
 স্পর্শর সঞ্চাত অবস্থা । যাহা স্পন্দনবানবর্ধা গচ্ছাতির কাশর ।

বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিं ব্রহ্মণী ধারণাত্মিকাম্ ॥” ইতি।

তথাচ—“দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্ঘর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণ”মিতি ।

অনয়া সঙ্ঘর্ষণাত্মধারণশক্ত্যা সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবহাঃ স্থূল-  
লোকা বিচরন্তি বর্তন্তে চ ॥ ৩১ ॥

স্থূলসূক্ষ্মলোকসর্গানন্তরং ধার্যমাণী লীনকরণা জীবাঃ  
ব্যক্তকরণাঃ সূক্ষ্মবীজরূপাঃ প্রাদুর্ভবুঃ । কক্ষ্মাগয়বৈচিত্র্যা-

ব্রহ্মের পরম ধারণশক্তিব দ্বারা বিধৃত হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছে”,  
অত্র যথা—“ব্রষ্টা ও দৃশ্তের সঙ্ঘর্ষণ, ‘আমি’ এইরূপ অভিমান-লক্ষণ”। এই  
সঙ্ঘর্ষণ, শেব নাগ বা অনন্ত নামক তামস ধারণশক্তিব দ্বারা হুঙ্গ সত্যলোকা-  
ভ্যন্তরে নিবহু হইয়া স্থূললোক সকল বর্তমান আছে ও বিচরণ করিতেছে ॥৩১॥

স্থূল ও হুঙ্গ লোক সফলের অভিব্যক্তির পব ধার্য্যপ্রাপ্ত হওয়াতে লীন-  
করণ জীব সকল ব্যক্তকরণ হইয়া প্রথমে হুঙ্গবীজরূপ (দেহগ্রহণের পূর্ক-  
বহা •) হইয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই হুঙ্গবীজ-জীব সকল কক্ষ্মাগয়ের

\* স্থূল বা হুঙ্গ যেহ গ্রহণের পূর্কে জীব বেতাবে থাকে, তাহাই হুঙ্গবীজতাব। মৃত্যুর  
পর হুঙ্গ আতিবাহিক শরীর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্কে যেসকল জীব হুঙ্গ, তাহা বুঝিলে এ  
বিষয়ের ধারণা হইতে পারে। যোগভাবো আছে যে, এক জীবনে কৃত কর্মের অধি-  
কারণ সংস্কার পূর্ক পুনঃ সঞ্চারিত উপযুক্ত কর্মসংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া ঐক মৃত্যু-  
কালে “তখন যুগপৎ এক প্রযত্নে মিলিত হইয়া” উচিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারের নাম  
কক্ষ্মাগয়, তাহা হইতে যথোপযুক্ত শরীর গ্রহণ হয়, অর্থাৎ কণে সকল বিকশিত হয়। সেই  
পিণ্ডীভূত সংস্কারভাবই হুঙ্গবীজ। স্থূলশরীর গ্রহণের সময়ও সেইরূপ হুঙ্গবীজরূপ পূর্কবহা  
হয়। প্রেতশরীর সকল চিত্তপ্রধান। তাহাদের ভোগকাল সাধারণরূপে। শুক্ষ্ম দেহ-  
গণের এক নাম অশ্বথ। সেই জাগরণের পর যখন জগৎবস্তির পর্যায়ক্রমে নিদ্রা আসে, তখন  
চিত্তের জাগ্রতা সহ তাহাদের শরীরও লীন হয় (কারণ তাহাদের শরীর চিত্তপ্রধান)।  
নিদ্রার পূর্কে স্বপ্নবৎ তাহাদেরও কক্ষ্মসংস্কার পিণ্ডীভূত হইয়া উচিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত-  
সংস্কারপূর্কক ভবেতিভূত, লীনকরণ, প্রেতশরীরগণ বেতাবে থাকে, তাহাও গ্রহণে  
‘হুঙ্গবীজতাব’। তাদৃশ ভবেতিভূত, হুঙ্গবীজ জীবগণ স্বপ্রকৃতি অনুসারে আবৃত্ত হইয়া  
যথোপযোগী লোকে যায়। তখন পুনশ্চ আকৃষ্ট হইয়া প্রধান জনকের স্বপ্নে (আধ্যাত্মিক  
সংস্কার) গায়, পরে যোগযোগি কেছ (জনক বা জনক জননী শরীরাপন্নত) স্বর্কক আকৃষ্ট



इवमानुषतिर्युग्मित्पकृत्यापूरितैर्विचित्रकरणैः । समन्वितास्ते  
सूक्ष्मबीजजीवा अभिव्याञ्जिषुः । तेष्वसहस्रेषु बीजजीवेषु मध्ये  
ये त्वोपपादिकदेहबीजा जीवास्ते सहसा प्रादुर्बभूवुः । काल-  
पर्यायादुद्भिज्जदेहबीजा जीवा अत्युर्ध्वरभूमियोगात् स्वत एव  
शरीराणि परिजगृहुः । स्मृतिचात्रेयं भवति—

“भिच्चा तु पृथिवीं यानि जायन्ते कालपर्यायात् ।

उद्भिज्जानि च तान्याहुर्भूतानि द्विजसत्तमाः ॥” इति ।

तथाच—“उद्भिज्जा जन्तवो यद्गत् शुक्लजीवा यथा यथा ।

अनिमित्तात् सम्भवन्ति ॥” इति ।

वैचित्र्य-हेतु देव, नाश्व, तिर्यक्, उद्भिद् जातीय आगीर करणश्रुतिर  
द्वारा आपूरित (सूतवाः विचित्र-करण-बीज-शुक्ल) इहेया अभिव्यक्त इहेयाहिन ।  
सेइ असन्धा बीज-जावेष मध्या याहारा उपपादिक-सेहबीज (पितामातार  
संयोग वातिरेके याहावा इठाः प्रादुर्भूत ह्य, ताहारा उपपादिक जीव),  
सेइ जीव सकल सहसा प्रादुर्भूत इहेयाहिन । कालक्रमे पृथिव्यादि लोक  
सकल उपयोगी इहेले उद्भिज्ज-सेहेर बीजभूत जीव सकल अदुर्ध्वर भूमि-  
संयोगे अतई शरीर परिग्रह करियाहिन । ए विषये श्रुति यथा—“याहारा  
कालपर्याये पृथिवी तेष कविद्या उचिंत ह्य, हे द्विजसत्तमगण ! ताहादेव  
नाम उद्भिद्” । अञ्ज यथा—“उद्भिज्जगण, शुक्ल जीवगण येमन अवारणे कम्प्या

इहेया, ताहाव सर्वाधिकार करत पूर्ण शुक्लशरीररूपे विकसित हर । सेइ शुक्लबीज जीवगण  
अकोश विण लोभुण कर्तव्यकारेण वैचित्र्य-हेतु विचित्र श्रुतिर, इतराः विचित्र-शरीर-  
संयोगयोगी हर । सर्वाधिकत जीवगण अथमे उच्चप्रकार शुक्लबीजतावे अभिव्यक्त हर ।  
परे शुक्ल लोके उपपादिक शरीरगण प्रादुर्भूत हर । शुक्ल लोकेर उद्भिज्जादि आपिण  
यदिच साधारणतः उपपादिक नहे, तथाच आदिम निमित्त (उपादानेर प्रादुर्भा उ तपादि  
सकलेण अदुर्ध्वरयोगिता)-हेतु उपपादिकरूपे प्रादुर्भूत हर । पये आदिम निमित्त सकलेण  
उपयोगिता द्वान इहेले ताहारा केवलमात्र अनव-इहे बीज-इहेले उपपन्न इहेते याके ;  
केह केह वा अस्मिन् निमित्त-वणे शुभ इहेया वा ।

অথান্যে প্রাণিন সমজায়ন্ত । প্রাণিষু যেঃস্কুটবরকরা  
 তথা স্ফাতিপ্রমলাঃস্বরকরা তেষুকাযতনস্থিতা জননীশক্তি  
 র্ভবতি । স্কুটবরকরাপ্রাণিষু প্রাণগক্তের প্রাবল্যাধিধা বিমলতা  
 জননীশক্তির্ভবতি । তস্মাত্ স্তীপমেদ ইতি ॥ ৩২ ॥

ইতি সাস্ব্যযোগি শ্রীহরিহরযতি বিরচিত

সাস্ব্যতস্বালোক সমাপ্ত ।

ॐ

ইত্যাদি" । অনন্তর অল্প প্রাণিগণ উপর হইয়াছিল । প্রাণী সকলের মধ্যে  
 যাহাদের বরকরণ বা সাস্ব্যিক দিকের করণ অক্ষুট এবং অববকরণ বা তামস  
 দিকের করণ প্রবল তাহাদের জননীশক্তি একদেহস্থিত্য । আর যাহাদের  
 বরকরণ সকল ক্ষুট, তাহাদের প্রাণশক্তির অপ্রাবল্য হেতু জননীশক্তি বিধা  
 বিতরু হইয়া অবস্থান কবে । তাহা হইতে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ হয় \* ॥ ৭২ ॥

ইতি সাস্ব্যযোগি শ্রীহরিহরযতি কৃত সা স্ব্যতস্বালোক সমাপ্ত ।

\* উক্ত বৃষ্টিবিষয়ক সা স্ব্যাত হইতে পাঠক দেখিবেন যে পূর্বে আয়ের ভাব পরে  
 তারল্য ও পরে বাষ্টিজ্ঞ প্র হইয়া ভুলোক স্থলপ্রাণীর নিবাসস্থ হইয়াছে । পাশ্চাত্য  
 ভূবিদ্যারও মত ইহার অনুরূপ ভুলোকের প্র বিষরণের উপর তা হইলে আদিত্যে গুণ  
 পাদিক জন্ম ক্রমে প্রাণী সকল প্রাঙ্কু ত হয় । পাশ্চাত্যগণের Evolution বা অতিব্যক্তি-  
 বদের সহিত এবিধ র যে ভেদ ও সাম্য আছে তাহার বিচার করিয়া দেখান যাইতে ছ ।  
 শাস্ত্রমতে যেমন প্র বিধ জন্ম প্রকার অর্থাৎ গুণপাদিক ও ম তাপিত্ত্ব য প্রাণি প্র পাশ্চাত্য  
 য ও তা হা স্বীকৃত প্রথমের নাম Abogenesis ও দ্বিতীয়ের নাম Biogenesis  
 যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন বর্তমানে গুণপাদিক জন্ম বা Abogenesisএর উদাহরণ  
 পাওয়া যায় না তথাপি আদিত্যে তাহা স্বীকার করেন । Huxley বলিয়াছেন— If the  
 hypothesis of evolution is true living matter must have arisen from non  
 living matter for by the hypothesis the condition of the globe was at one  
 time such that living matter could not have existed in it \*\* But  
 living matter once originated there is no necessity for further origina  
 tion প্র পাশ্চাত্য য Biogenesis পুনঃ উৎপাদন Agamogenesis বা একজনক

সম্ভব জন্ম এবং Gamogenesis বা উত্তরজনক(পুং স্ত্রী)-সম্ভব জন্ম । নিম্নপ্রাচীর উদ্ভিজ্জাদি  
 প্রাণী'ত Agamogenesis সাধারণ নিয়ম এবং উচ্চপ্রাচীর প্রাণীতে Gamogenesis সাধারণ  
 নিয়ম বলা যাইতে পারে । পাশ্চাত্ত্য অভিব্যক্তিবাদের মতে প্রাচীরে ঔপনিবেশিক জন্ম হইলে  
 এককোষীয়ক বা Protozoa প্রাণীর প্রাণী প্রাচীর হইয়া কোটি কোটি বৎসরে বিকাশক্রমে  
 মানবজাতি উৎপাদন করে । ডাবট্টইন প্রবর্তিত এই মতের প্রমাণস্বরূপ পাণ্ডিত্যপন বলেন,  
 পৃথিবীর লুপ্ত ও অলুপ্ত প্রাণিগণের যে ক্রম দেখা যায়, তাহা নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত পর পর  
 খলিল ভেদ-সম্পন্ন অর্থাৎ সঙ্গ-নিম্ন প্রাণী প্রথমে উদ্ভূত হইয়া বাহুনিমিত্তবশ কিছু পরি-  
 বর্তিত এক উন্নত জাতি'ত উপনীত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ বর্ধিত মানবজাতি হইয়াছে । প্রাণি-  
 গণের এইরূপ ক্রম দেখিয়া ঐবাদিগণ ঐ নিয়ম অঙ্গণ করেন । শুধু পৃথিবীর ইতিহাস  
 লইয়া বিচার করিলে ঐ ব্যর্থ কতক সম্ভব বোধ হয় না, কিন্তু দার্শনিকগণ, যাহারা অন্যান্য  
 দিক্‌ তথ্য ব্যর্থ লইয়া বিচার করেন তাহাদিগকে আরও উচ্চতর বিচার করিতে হয় ।  
 বস্তুতঃ অভিব্যক্তিবাদের এপথান্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ একজাতীয় প্রাণী  
 যে বাহুনিমিত্তবশ অন্তর্জাতীয় হইয়াছে, তাহার কোনও প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই,  
 এবং Palaeontology বা প্রত্নপ্রাণিবিদ্যা হইতে এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে একজাতীয়  
 প্রাণী লক্ষ লক্ষ বৎসরেও পরিবর্তিত হয় নাই । Prof Owen ১৮৬০ সালে Geological  
 Societyতে একপ্রকার Petrodactyle (অর্থাৎ পক্ষাণুলি এইজাতীয় প্রাণী কতক সমীচীন  
 ও কতক পক্ষীর মত, ইত্যাদের পক্ষ বাহুদের ঠায় এবং উপরে বা সামনে বতকগুলি অঙ্গুলি  
 থাকিত) বিবৃত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, ঐ প্রাণী জুরিয়ার Lias কাল হইতে Chalk  
 কাল পর্য্যন্ত অপরिवর্তিত ছিল, অর্থাৎ ঐ দুই স্তরে প্রাপ্ত Fossil Petrodactyle একই-  
 প্রকার । প্রায় পশুগণ লক্ষ লক্ষ বৎসর মানব সহবলে উন্নতির নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলেও যে  
 চ্যাত্ত্যমত প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও বেহ দেখা হইতে পারেন না । কিন্তু অধঃস্রবণ বা শূণ্যাল-  
 কুরুরজাত সম্ভাবনাপ কখনও বিচিত্র এক জাতি উৎপাদন করে না । তাহারা হয় বক্ষ্য হয়, নব  
 কতক পুঙ্খবে আদিম শূণ্যাল কুরুরদি জাতিতে প্রত্যাবর্তন করে । যদিও সাংখ্যসিদ্ধান্তে  
 একজাতীয় প্রাণিশরীর পরিবর্তিত হইয়া ভিন্নজাতীয়তা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর  
 প্রাণী সকল যে সেইরূপই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ নহে । বস্তুতঃ প্রাণীর জাতি সকল  
 স্বকীয়গণের অন্যান্য সংযোগে অন্যান্য বর্তমান পদার্থে । অর্থাৎকালেও ভিন্নভঙ্গ্যমুগ্ধে প্রাণী  
 সকলের অন্যান্য ভেদ ও ক্রম হয় । শরীরধারণের মূল হেতু শরীর নহে, জীবেই শরীর-  
 ধারণ শূণ্যকীর্ণ বর্তমান । জৈবকরণের জগৎবিকাশের তাৎপর্য্যমুগ্ধারে জীবের সমস্তপ্রকার  
 শরীরধারণ হইতে পারে । উচ্চবিকাশের হেতু থাকিলে, ভোগশরীরী জীব (সাংখ্যীয়  
 প্রাণতর্কী জীব) ভোগক্রমে উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয় । সেইরূপ অব-  
 মতও হইতে পারে । ইহাই বস্তুতঃই অভিব্যক্তিবাদ । একজাতীয় প্রাণীর শরীর পরি-  
 বর্তিত হইয়া অন্তর্জাতীয় শরীর উৎপাদন কোন কোন স্থানে সম্ভব হইলেও, তাহা সাধারণ

নহে। ঔপনিষদিক-ব্রহ্ম ক্রমে সর্জনিয়ের ভায় উচ্চশািতীৰ শরীরও আদিত্তে আদৃত্ত হইতে পারে। তাহাতে অবস্ত আদৌ উদ্ভিচ্ছাতি, পরে উদ্ভিচ্ছীষী ও পরে আমিহাশী জাতি উদ্ভব স্বীকার্য। এজাগতিৰ মানস সধকীৰ জন্মও শান্ত ও যুক্তি সন্তত, তদ্বারাও মানবজাতিৰ অংশবিশেষ উৎপন্ন হইতে পারে। পৃথিবীৰ আটীন অবস্থায় একরূপ উপদোষিতা হিৎ, যাহ তে সৃষ্টিকাদি অজৈব পরার্থ হইতে উদ্ভিচ্ছ আণী সন্তত হইরাছিল। তাহা সন্তবণর হইলে, তবীম অহণ করিচা ন নাজাতীৰ উচ্চআণী যে একদা সন্তত হইতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। ঔপনিষদিক জন্ম পিতামাতার যোগ ব্যতিরেকে অকল্প্যং জন্ম। তাহা ত্তিক Abio- genesis নহে, তবে Abiogenesis তাহার অন্তর্গত।

সাম্বাধীৰ আৰ্ণভত্বে (২৬ পৃষ্ঠ) দেখান হইরাছে যে, উদ্ভিদে আণেয় অতিআবল্য, গর্ভ- জাতিতে নিম্ন জােনেশ্রিয় ও কোন কোন বংশেশ্রিয়ের অবল বিকাশ। আরও, ভোগশরী জাতিৰ এক লক্ষণ এই যে, তাহাদের কতকগুলি করণের অতিবিকাশ এবং কতকগুলি নোটেই বিকাশ থাকে না। শ্রীষীদের মধ্যে বাহাণের আণ ও নিরহিকের গর্ভেশ্রিয়ো (জননেশ্রিয়ের) অতিবিকাশ, তাহারা একাকীই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। বেনন Gemmparous, Fissiparous অত্ভুতি জাতি। মধুস্কিকার রাজী গড়ে খটায় শী অও অবন করে। অতএব তাহার জননেশ্রিয় খুব বিকশিত বলিতে হইবে। ওজ্জন্য মধুকর রাজী পু-বীজ ব্যতিরেকেও সন্তান উৎপাদন করিতে পারে (বহারা পু- জাতীয় হয়)। এই জননকে Parthenogenesis বলে; একরূপ অনেক নিরআণী আছে, বাহাণের সমুদায় করণশক্তি দেহধারণ্যদি নিরকার্যেই পর্যাবসিত, তাহারা একাকী বা সন্তত হইরা, উত্তরপ্রণরে সন্তান উৎপাদন করে। উচ্চআণী জাতিতে উচ্চ উচ্চ করণ সঞ্চল অনেক বিকশিত, তাহাদের সমস্ত শক্তি দেহধারণ্যাত্রে পর্যাবসিত নহে, ওজ্জন্য তাহারা একাকী সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না, দুই ব্যক্তির অযোগন হয়। জননকার্যে উত্তর ব্যক্তির স্বাধীনজিবার সমান ধরিলেও, পু-বীজেরই সমধিক গুরুত্ব বোধ হয়। কারণ মাতাকে গর্ভ- বর্ধন করিতে যে লজ্জি-ব্যয় করিতে হয়, তাহা পিতার স্বীক-মনন-ক্রমার সমতুল্য, ততরূপে পিতৃবীজই প্রধান ও গুরুতর। মাতার গর্ভ পোষণ-কায দেখিরা অস্থান হই, সন্তৃবীজ প্রকৃত আদি স্বীক নহে, তাহা প্রকৃত স্বীজের পোষক মাত্র। ওজ্জন্য বোধ হয় স্বীবীজ বা Ovum তিবহুস্বমেয় ন্যায় আহাৰ্য্যপূর্ণ থাকে। পু-বীজ তদ্বধে প্রবেশ করিরা ওদ্বারা এবং মাতৃলক্ষ অন্যান্য পোষণের দ্বারা পুষ্ট হইরা পূর্ণজাতি হয়। মাত্রে "তখনা জীব প্রাণে পিতৃভূষণে থাকে, পরে স্বীজ সহ বর্তে ব্যয়" ধনিরা উপ বটে হইরাছে। "কর্মতবে" সে বিবহ বিশেষরূপে বনিবার ইচ্ছা রহিল।



## तत्त्वनिदिध्यासनगाथा ।



विमोहमैरेयविदुष्टदृष्टि-  
 र्ददर्श दारद्रविणादिमायाम् ।  
 शब्दस्पृशारूपरसाद्य गन्ध  
 इत्येव बाह्यं खलु धर्ममात्रम् ॥ १ ॥  
 गुणास्त्रयो ये सुखदुःखमोहा-  
 स्तादात्मरज्ज्वाहमही निबद्धः ।  
 छित्त्वा विरागैश्च गुणाल्यपाशं  
 पश्यामि बाह्यं ह्यविशेषमात्रम् ॥ २ ॥

## तद्वनिदिध्यासनगाथा ।

ভৌতিক জব্য সকল ব্যবহাবকল্পিত ; তাহা বা প্রকৃতপক্ষে শব্দাদিশুণ-  
 শালী পঞ্চভূতমাত্র । অতএব ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকাৰেচ্ছু যোগী ভৌতিক ভাব  
 ত্যাগ কবিতা ভূতভাবে জগৎকে দেখিতে শিখেন । তাহা যথা—পূৰ্বে আমি  
 বিমোহরূপ সুবাদ দ্বারা দৃষ্টিভ্রষ্ট থাকিতে দাবা-ধনাদি-অশেষ ভৌতিক  
 জব্যরূপ মাত্রা দর্শন কবিতাম্, একপে তৎস্থানপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বাহ্যজগৎ কেবল  
 শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চপ্রকার ঞ্জনের (নীল-গীতাদি) সমষ্টি  
 বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ১ ॥

সুখ, দুঃখ ও মোহ-রূপ যে তিন ঞ্জ বা ঞ্জবৃত্তি (পক্ষে তিন তার), তদা-  
 ত্মক বস্তু দ্বারা আমি নিবদ্ধ রহিয়াছি । বৈবাগ্যেব দ্বারা সেই ঞ্জসম্মুত পাশ  
 ছেদন কবিতা বাহকে অবিশেষমাত্র দেখিতেছি । তদ্ব্যতন্ত্র সুখাদিশূন্স ;  
 অতএব তদ্ব্যতন্ত্র প্রণিধান করিতে হইলে বাহ্যজগৎ আমাকে সুখ, দুঃখ ও  
 মোহ দিতে পারে না, এইরূপ ধ্যানাত্ম্যাস করিতে হইবে ॥ ২ ॥

সদ্ধাতনীলরক্তাদিকুহকং প্রবিলীযতে ।

তন্মাত্রতত্ত্ববুদ্ধ্যা তু যথাবস্থা খরাংশুনা ॥ ৩ ॥

ছিদ্রাণি করণানি স্যুঃ অভিমানগৃহস্য মে ।

যৈর্ভীমা যান্তি বায়ান্তি সদা বিঘয়জিহ্নয়াঃ ॥ ৪ ॥

খালানে হ্রস্মিতারজ্জ্বা বহস্য প্রতিভাতি মে-।

বাছ্যসঞ্চালনাৎ সর্বা বিঘয়স্তাপদায়কঃ ॥ ৫ ॥

নিবিষ্টমাশ্বে করণস্বরূপে

অন্তঃস্থসত্ত্বাধিগতে চ চিত্তে ।

দিগ্দেশভানং সমপেয়তে চি

শব্দাদিয়ুক্তং মৃগলক্ষণীকৈব ॥ ৬ ॥

সদ্ধাত (কাঠিষ্ঠ), নীল, নাগ প্রভৃতি অসংখ্য স্থলগুণায়ক যে কুহক, তাহা তন্মাত্রতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রবিলীন হয়। যেমন স্বর্ঘ্যের দ্বারা কুষ্মাণ্ডিকা নাশ হয়, তদ্রূপ ॥ ৩ ॥

তন্মাত্রের পর ইঞ্জিরতত্ত্ব অভিধেয়, তাহা যথা—আমার অভিমানরূপ গৃহের করণ সকল ছিদ্রস্বরূপ, তাহার ভিতর দিয়া ভীষণ বিষয়রূপ জিহ্নয়া সকল নিশ্চয় আসি যাওয়া করিতেছে। জিহ্নয়া অর্থে কুটিলগতি সর্প; জিহ্নয়া-শুক বিষয় সকলও সেইরূপ। তন্মধ্যে কার্যবিষয় অন্তর হইতে বাহিরে যায়, এবং বোধ্যবিষয় বাহির হইতে অন্তরে আসে ॥ ৪ ॥

ইঞ্জিররূপ আনান বা বন্ধনকার্ঠে অশ্রিতারূপ রক্ষুর দ্বারা আমি বদ্ধ। বাহ্যবিষয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হওয়াতে আমার যে বেদনা হয়, তাহাই তাপ-দায়ক বিষয়। এইরূপে ইঞ্জিরকে অভিমানস্বরূপ বোধ করিয়া ইঞ্জিরতত্ত্ব অহুধান করিতে হয় ॥ ৫ ॥

চিত্তাদিকরণের স্বরূপতত্ত্ব নিবিষ্ট হইলে এবং আত্ম-সত্যের ধারণকম হইলে, পশাদিমুক্ত যে বাহ্য নিষ্পেষ বোধ, তাহা মৃগহৃদিকায় হার সমাদ্ অপগত হয়। যত দিন আন্তরজ্ঞানে অবস্থান করিবার সানর্থ্য না মনে, তত দিন বিস্তারাদি-মুক্ত বাহ্যসত্যই বার্থ বোধ হয়, এবং বিস্তারাদিমুক্ত আত্মরচাব অনীক বলিদা বোধ হয়। ইঞ্জিরতত্ত্বের অধিগম হইলে ইহার বিপরীত হয় ॥ ৬ ॥

জ্ঞাতাহমেবাম্মি তয়া চ কৰ্ত্তা  
 মৰ্ৎসেন্দ্রিয়াণামহমেব নিষ্ঠা ।  
 সদাধিতিষ্ঠানি তদস্মিমাং  
 সমাহতাচ্চ: করণপ্রধানম্ ॥ ৩ ॥

স্বতন্বমাআধিগমপ্রজাত-  
 মহৌ সুখং স্বাত্মবিভাসমুত্থম্ ।  
 সুধাবসিতং হি মদীয়মৰ্ৎস-  
 মানন্দনায়ুস্মিমম তনোতি ॥ ৮ ॥

অস্মীতি-স্মৃতিসন্তান-ভানু-ভাত-মনোঃস্বরে ।  
 সদা তিষ্ঠানি সলীন-বিতর্ক-অহ্নতারকে ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়তত্ত্বের পব অস্তঃকরণতত্ত্ব অনুধায় । তাহা যথা—আমি জ্ঞাতা, আমি কৰ্ত্তা, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণেব আমি নিষ্ঠা, অর্থাৎ “আমি” এই ভাবেব উপর সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ইন্দ্রিয়জ্ঞান ভাগ করিয়া সেই “আমি”-রূপ করণপ্রধান বুদ্ধিতে সদা অবস্থিত রহিলাম ॥ ৩ ॥

অহো! আমিহরূপ বুদ্ধিতত্ত্বের অহুতবে, স্বতন্ত্র, আত্মাধিগম-প্রজাত, আত্ম প্রকাশ-সমুখ স্থখ উদ্ভিত হয় । তাহা ছাড়া আমার সমস্ত (অর্থাৎ অধ্যায়ভাব সকল) স্বভাব দ্বারা অবসিত হইয়া এই আনন্দাশ্রম উৎস সম্ভাত করিতেছে ॥ ৮ ॥

‘আমি’ এইপ্রকার ভাবাত্মক স্মৃতি-স্বর্ষ্যের দ্বারা হৃদয়াকাশ প্রকাশমান হয়, এবং বিতর্করূপ গ্রহ ও তারকা বিলীন হয় । তাদৃশ প্রকাশ ও নৈর্গন্য-মুক্ত হৃদয়াকাশে সদা অধিষ্ঠান কবিয়া রহিলাম । আনিষ্ট-প্রত্যবেব একতান অবশ্যের দ্বারা অজ্জচিত্তাশূন্ত মন আকাশবৎ শূন্ত হয়, এবং বোধের দ্বারা প্রকাশিত হয় । স্বর্ষ্যপ্রকাশে যেমন গ্রহ ও তাববা বিলীন হয়, সেইরূপ আত্মবৃত্তির দ্বারা মনোরূপ আকাশে বিতর্কাদি বিলীন হয়, এবং বিমল সাত্বিক-ভাবরূপ আলোকে হৃদয়াকাশ পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

স্মার স্মার সদাস্মীতিমান্ন হৃদ্ধাখিলশ্চ খম্ ।

কদাম্বিনিবিগ্নে ত্রৈয়চ্ছিন্মাত্র কেবল পদম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীম্মম্বিত্যিতন্মহামন্ত সৰ্ব্বতত্বার্থবাচকম ।

সহৃত্যোকারতৌঃদৃশ্য ম্ম্মকার দৃশি যোজযেত্ ॥ ১১ ॥

इति साम्ययोगि श्रीहरिहरयति विरचिता

तत्त्वनिदिध्यासनगाथा समाप्ता ।

“আম্বিনি” এইরূপ প্রত্যয়নাম্ন শ্রবণ করিয়া কবিত্তে গাণ্ড ইন্দ্রিয় বন্ধ কবিয়া কবে পবন শ্রেয় স্বরূপ চিত্তাত্র কৈবল্য পদে অভিনিবিষ্ট হইবে ॥ ১০ ॥

ওমম্ম এই মহামন্ত্র গাণ্ড উদ্বার্তের নাটক । ওকারের দ্বারা দৃশ্য স স্ত কবিয়া অর্থাৎ দৃশ্য স্টেতে অবধানবুদ্ধিকে উঠাইয়া মন্যকাবে দৃশ্যক্লিতে যোগিত করিবে \* ॥ ১ ॥

\* এই দ্রোব সকলের অর্থাভূত উদ্বাধানের স্মন স শ্রে প উক্ত হইতেছে । প্রথম ভূত উদ্বাধান কথা—রাগ হৃদাধির আশ্পদ যে দারা সবিগ্নাদি তাহা কেবল শল স্পর্শ রূপ রস লব গন্ধমাত্র ইহা ধ্যান করিবে । তৎপরে ওদ্বাত্রাধান কথা—ব হবিষ্যক বৈরাগ্যাদি অস্তরকে প্রাণিত করিয়া ভাবিবে যে শঙ্কাদি কেবল আমার উন্মিতের উপেক্ষারী নাত্র, অর্থাৎ তাহা তাহাদের অরূপস্ব । তৎপরে হীল্লয় ধ্যান কথা—ধ্যান করিবে যে সনত্ত হস্তিরগণ আমার অভিনানের বাহুশ্রেয় মান অর্থাৎ বাহু ত্যান তাহা কেবল উন্মিত্তিত অভিনানের উপেক্ষক । তৎপরে অস্ত করণ উদ্বাধান কথা—সমস্ত করণের অবিষ্টাশ যে আমি স্ত্রগ শ্রেয় তাহার অনুসন্ধান করিবে । বোধ পরার্থ উপলব্ধ করিবার জন্য শ্রব্য শ্রুতির অভ্যাস করিবে । স্মৃতিধারা আদত্ত হইলে নিশালন বা অস্তরসৃষ্টি দ্বারা নি শলপূনা বোধ পরার্থের উপলব্ধি হয় । কারণ স্মৃতি একপ্রকার অনুভব, তাহার কিছুবাশব্যাপী দ্বারা ত্তে উদ্বিত হ বি ত পারি ন অনুভব বা বোধ অরূপে স্থিত হয় । উদ্বাশ ক্রম ধ্যান প ১০ হইল স্ত্র শ্রেয়ের উপলব্ধ হয় । প্রথম ক স্ত্রসকল এম বোধ কার্য উদ্বাশই বাচক আশা স্ত্রগপূর্ণ ক িত স স্ত্রে সমাহিত করিব অর্থাৎ প্রথমবস্ত্রের দ্বারা অস্ত্র ও স স্ত্র চিত্ত সমাধানরূপ শ্রেয় স্ত্রই পুন পুন প্রবাহিত করিব । উদ্বাশ ধ্যান শ্রেয়ই হইলে উদ্বাশাকার হয় ।



## महायोगेश्वरस्तोत्रम् ।

ॐ नमाम्यकार्यं प्रविलीनलिङ्ग-  
मात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ।  
अनादिसत्त्वात् खलु वस्तुजात्या  
मुक्तोऽप्यनादिः पुरुषोऽस्ति स त्वम् ॥ १ ॥

प्रत्यक्षं गरलं दुःखं सुखं मध्वाहितो गरः ।  
तयोर्धाता विभो न त्वं गरदोऽसि कृपामय ॥ २ ॥  
अनादिकर्म-प्रविपाकजन्यैः  
सुखेय दुःखैरभिहन्तमानः ।  
ध्यात्वा प्रभो त्वा परिगान्तिमेमि  
ग्रैष्ठस्ततस्त्वं निखिलानामासि ॥ ३ ॥

### महायोगेश्वरस्तोत्रम् ।

दिनि प्रलीनोपाधि, अक्रिय ० आश्वातेहे आश्वाते अवलोकन करेन, उहाके नमस्कार । बहव जाति अनादि विद्यमान बलिग्रा अर्थात् विषेव कारण अनादि बलिग्रा, सेहै वावण ह्येते वत्तअकारण कार्या ह्येते पात्रे, सेहै "अवाप" मवल ० अनादि विद्यमान । अतएव बह्वजातीय चित्त वेमन अनादि, मुक्त-छातीर चित्त ० सेठरूप अनादि विद्यानाम आछे । सेहै अनादि विद्यमान ये मुक्त पुत्रम, तिनिहै तुमि । तदतः अनादि मुक्त द्वैधर मुक्तिवस्वरूप, निरक्षण-कामिनाहै उहाव उपासनाय साहसी इन । साधारणे मरण द्वैधर वा हिवन-गर्भलेहै उपासना कर्तिते समर्थ ॥ १ ॥

ह्रः अत्रात्क शरण स्वरूप, एव अथ (वाह) बहुमिश्रित शरण स्वरूप । अत एव हे कृपामय देव । तुमि अथ ० ह्रः एव दाता, अतवां गवन म ० ॥ २ ॥

हे प्रभो । अनादि कर्मैर विपाक जन्त ये अथ ० ह्रः, ताहाव दारा अडिमा ० अथ ह ० त, यानि तोर्माके ध्यान कविग्रा सर्गतः शक्ति गहि । प्रभो । तच्छ्रु तुमि ममत्त वगव अपेक्षा आनाव प्रियतन ॥ ३ ॥

इच्छैकं साधनं ते हि क्रियासिसमयः क्षण ।

सोऽबोधकल्पितो यस्ते नानोपायपरिग्रहः ॥ ७ ॥

किं कामये त्वन्ननु सम्प्रमोक्ष

अद. किलात्माभिनिवर्त्तनीयम् ।

लिङ्गं न मे लाययसि प्रभो त्वं

नात्माऽकृत. शाश्वतिको यतः स्यात् ॥ ८ ॥

ইচ্ছাই তোমার একমাত্র কার্যের সাধন এবং শণাবচ্ছিন্ন কাল ক্রিয়া-  
সিদ্ধির সময় । অতএব তুমি নানা উপায় পরিগ্রহ কবিয়া কার্য সিদ্ধ কর,  
ইহা অবোধ কল্পিত , কারণ তাহাতে তোমার ঐশ্বৰ্য্যে দোষারোপ করা হয় ।  
(যজ্ঞকাম্যবসায়িত্ব রূপ ঐশ্বৰ্য্যের দ্বারা ইচ্ছানায়েই তৎপণাৎ ঐকৃতি ও বিকৃতি  
অভীষ্টরূপে পরিণত করা যায় , তদ্ব্যক্ত দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ উপায়ের  
দ্বারা তুমি কার্য সিদ্ধ কব, ইহা তোমার ঐশ্বৰ্য্যে দোষারোপ ব্যতীত আর কি  
হইতে পারে ?) ॥ ৭ ॥

হে প্রভো । তোমার নিকট কি কামনা করিব ? তোমার নিকট কি  
বিস্মৃতি কামনা করিব ? না,—তাহাও করিতে পারি না , কেননা তাহা  
নিজের দ্বারা অভিনিবৰ্ত্তনীয় । তোমার ঐকৃতি বশিষ্টরূপ ঐশ্বৰ্য্য বলে তুমি  
যদি আনার খুজিয়াছি নিঃশরীর লয় কর, তবে ত আমি মুক্ত হইতে পারি ।  
না,—তাহা হইলেও শাস্ত মোক্ষ হয় না , কারণ নিঃশরীর নিঃকৃত না হইলে  
তাহা শাস্তিক বা নিত্য হয় না , তদ্ব্যক্ত তুমি শক্ত হইলেও আমার নিঃশরীর  
কর না । (বিশোপম বাহু পুথ ত তোমার নিকট কামনা করিতেই পারি না ,  
কিঞ্চ মুক্তিও কামনা করিতে পারি না । কারণ মুক্তি পব বৈরাগ্য-মূলক, অর্থাৎ  
বেচ্ছামূলক বাহু ও আভ্যন্তর সনস্ত বিষয় ত্যাগ ব্রিথা যে নিবন্ধভাবে স্থিতি,  
তাহাই মুক্তি , অতএব মুক্তি পবেচ্ছাকৃত হইতে পারে না । তদ্ব্যক্ত তোমার  
নিকট তাহা প্রার্থনা করিলে, “সং অতাব দাও” এইরূপ নিম্নর্থক কথা বলা  
হয় । আর পুস্ত্যাস্তবের ঐশ্বৰ্য্যের দ্বারা যদি উপাধি লয় হয়, তাহা হইলে  
তাহা নিত্য হয় না , যেহেতু সেই পুস্ত্য ঐশ্বৰ্য্য সংহরণ করিলে আবার উপাধি  
বাক্ত হইবে । (অতএব লোক নীচ থাকিয়া তার বলিবা দেখন সন্ন্যাসীদের  
উপাধি শয় করেন না) ॥ ৮ ॥

চিন্মাত্রমিত্যেব ভবান্ হি গীতঃ  
 স্বস্বা যতস্বস্ব নুতং শ্রুতী তে ।  
 লিঙ্গং তয়ৈশং ছ্যপি রুদ্রবান্ যত্  
 শ্রেয়ঃ পরং ক্লিন্ত্বিতি তর্শয়ন্ ত্বম্ ॥ ১০ ॥  
 অামহমিচ্ছামি নিরন্তরালং  
 খুপ্রাপ্ততির্হন্ত তু বাধতে মাম্ ।  
 প্রাপ্যাত্মনি ত্বাং সমনুপ্রবিষ্টং  
 বিচ্ছেদবক্তিঃ প্রিয় শাম্যতীশ ॥ ১০ ॥  
 ত্বনামকীর্তনে চেতৌ বাচি চাপি প্রবর্ততি ।  
 পরানুরক্তিমেবৈমি ত্যক্তা তদপ্যছৌ কদা ॥ ১১ ॥

তুমি আশ্রয় বলিয়া প্রতিভে চিন্মাত্ররূপে গীত হইয়াছে । আর তোমার  
 মর্শ্বার্থব্যবস্থার উপাধিও প্রতিভে স্তব হইয়াছে ; অর্থাৎ ঈশ্বর যখন সর্বদাই  
 আশ্রয়, তখন তাঁহাকে চতুর্থত্ব বা আশ্রা এবং ঈশ্বর উভয়ই বলা যায় ।  
 সর্বেশ্বরতা অপেক্ষাও পরমশ্রেয়ঃ কি, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তুমি সেই  
 ঐশ উপাধিও রুদ্র করিয়া বিরাজমান আছ ॥ ১০ ॥

তোমার সহিত অন্তরালশূন্য মিলন ইচ্ছা করি, কিন্তু হায়! তখন ইন্দ্রিয়রূপ  
 প্রাপ্তি বা বেড়া আমাকে বাধা দেয় । হে ঈশ! প্রিয়তম! তোমাকে আশ্র-  
 মধ্যে অহুপ্রবিষ্টরূপে প্রাপ্ত হইলে বিচ্ছেদরূপ বহিঃ নির্ধারণ হয় । (ইন্দ্রিয়-  
 প্রাপ্ত বা বাহু রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত সঙ্গিকণের সম্ভাবনা নাই,  
 কাবণ আনি ও তুমি উভয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়গণ থাকিয়া যায়, সুতরাং বিচ্ছেদ-  
 আলাও সম্যক উপশান্ত হয় না । আশ্র মধ্যে তোমাকে পাইলেই পূর্ণ মিলন  
 হয় ও বিদ্রহ বহন শমিত হয়) ॥ ১০ ॥

(যখন সম্যকরূপে তোমাতে মন ছুস্ত কবিয়া পরাহবক্তি করিতে চাই,  
 তখন তোমার নাম উচ্চারণও বন্ধ হইয়া যায়, কারণ তোমাতেই যদি সম্যক-  
 রূপে মন থাকে, তাহা হইলে বাগিলিয়ে উহা বাহিতে পারে না ।) হে প্রভো!  
 তোমার নাম কীর্তনে মন বাগিলিয়েও প্রবর্তিত হয় । অতএব তাহাও ত্যাগ  
 করিয়া হবে তোমাতে অনন্তচিত্ততা-রূপ পরা অহুরক্তি লাভ করিব ॥ ১১ ॥

ত্বাং ত্বন্নিবেদিতান্নাজ্ঞং কদা স্মৃতিসুধাপ্লুতঃ ।

আনন্দামৃকণাণ্ সুভ্রন্ অধিতিষ্ঠামি চানিগম্ ॥ ১২ ॥

প্রাণিধানাত্ সমাপ্তৌমি কৌবল্য পরমং পদম্ ।

অনবচ্ছিন্নকালোচ্চ কদাধিরাজসে যতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীম্‌ম্মিলিতেন্দ্রহামন্ত্রং মহাযোগীগবাচকম্ ।

স্মৃতিসুত্ৰাণ্য শৌকারাত্ তিষ্ঠেন্‌ম্‌ম্‌ম্‌কারতন্ত্রতঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি সাংখ্যযোগি শ্রীহরিরহরয়তি বিরচিতং

মহাযোগীশ্বরস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

হে নাথ । তোমাতেই আশ্রয়নিবেদনপূর্নক, তোমার স্মৃতিরূপ সুধার দ্বারা আশ্রয়িত হইয়া, কবে আনন্দামৃকণা ভাগ করিতে করিতে নিবৃত্ত হইয়া তোমাতেই অবস্থান করিব ? ॥ ১২ ॥

অনবচ্ছিন্ন কাল হইতে তুমি যে মোক্ষপথে অধিবাসমান আছ, তোমাতে প্রাণিধান করিয়া কবে আমি সেই কৈবল্যরূপ পবন পদ প্রাপ্ত হইব ? ॥ ১৩ ॥

ওমন্ত্র এই মহামন্ত্র মহাযোগেশ্বরের বাচক । তন্মধ্যে ওকাবের দ্বারা তাঁহার স্মৃতি অর্থাৎ তন্ত্রস্বরূপে মনে বাহ্য প্রাপ্তি করিতে পার সেই ভাবে উদ্ভোজিত করিবে, আর একতান মন্ত্রকাবের দ্বারা সেই ভাবে অবস্থান করিবে • ॥ ১৪ ॥

\* মন্ত্ররূপের উপাস্য মহাযোগেশ্বরের প্রণয়ন প্রণালী কথিত হইতেছে । প্রথম যোগ্য পুস্তকের উপযুক্ত, অপর আত্মতৃপ্তিবাহক, অপর প্রবন্ধসমূহ বস্তু আনন্দ পাব বাহক, উদ্বেগ নিবেদনমূল্য মন্ত্র এক ভগবানের মূর্ত্তি অথু চন্দ্রন করিবে । অস্তর ও বাহু সর্বল ভাব ব্যাপিত হইতু নহেবরূপে সেই মূর্ত্তি ও অতিবাহক নিশ্চয় করিয়া তাঁহা ও নিশ্চয় তমু প্রতিষ্ঠ করিবে । এইরূপে তমু খ্য আপনাকে বা আশ্রয়ণে তাঁহাকে ওমন্ত্রোচ্চা বা বিত পব শাকন বরু তাঁহার নিবাসস্থিত দীপন ন্যায় নিশ্চল চিত্ত সহিত আশ্রিত বিলাহরা পরমাত্মগগপূর্নক কামনাদি সকলদোষশূন্য তাঁহাতেই অবস্থান করিবে । এইরূপ একা-  
ভাবনা অভ্যাস করিতে করিতে, "যেমন এই পুস্তক স্বরূপপ্রতিষ্ঠা আশ্রিত সৌকরূপ' হস্তাধার কাতিক্রমে আশ্রয়শূন্যতার অধিগম হইয়া কৈবল্য হয় । ই হারা জ্ঞানেশ্বরের উপদেশ কামনাপূর্নক মতন ঐবরের সাক্ষাৎকার বাসনা করেন, তাহাশিষ্টক ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, ঐবাস্তবিকী ভ রুদ দ্বারা আবর্জিত হওত সেই যোগ মূর্ত্তিতে অতিবাহত হইয়া, অতীষ্ট উপদেশ প্রদান করেন । মূর্ত্তিপূজক ভগবানের বিগ্রহ ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ হওরা প্রবৎকর বা

# পারিভাসিক-শব্দার্থ ।

छन्दः এই গ্রন্থ পাঠকাধীন পাঠকরণ নিম্নলিখিত শব্দার্থগুলি অরণ রাখিবেন।

পদার্থ - পদেব দ্বারা বাহ্য অভিজিত হয় (ভাব এবং অর্থাৎ)।

বস্তু - ভাব পদার্থ (দ্রব্য ও গুণ) = বস্তু।

দ্রব্য - গুণের আশ্রয় (আত্মন ও বাহ্য)।

গুণ (স্ব, রসঃ ও তমঃ ব্যতিরিক্ত) = দ্রব্য বাহ্যের আশ্রয়রূপে প্রভীত হয়

= দ্রব্যের পূর্ভাব = ধর্ম (বাহ্য এবং আত্মন)। মূল বাহ্য গুণ = বোধ্য, ক্রিয়ায় এবং জাত্যয়। মূল আত্মন গুণ = প্রমাণ, প্রকৃতি ও ভিত্তি।

ক্রিয়ায় এবং জাত্যয়। মূল আত্মন গুণ = প্রমাণ, প্রকৃতি ও ভিত্তি।

বিনয় = বাহ্য ও আত্মন ক্রমেণ ব্যাপার (বোধ্যবিষয়, কার্যবিষয় ও ধর্ম্য-বিষয়)।

বোধ্য = প্রমের এবং অহৃত্য। কার্য = স্বেচ্ছ এবং স্বতঃ। ধর্ম্য = দ্রব্য (শব্দাদি) এবং শক্তি। প্রমের = গৃহনাণ

(প্রকাশ্য বা শব্দাদি) এবং অগৃহনাণ (অহমের ও আশ্র)। স্বেচ্ছ-

বিনয় = কর্মক্রিয়াধির কার্য। স্বতঃক্রিয়াবিনয় = প্রাণাধির

কার্য। [সনন্ত বিদয় বাহ্য এবং আত্মনয়।]

বোধ = জানামাত্র = আত্মবোধ বা স্বপ্রকাশ, প্রমাণ এবং অহৃত্য। প্রমাণ/

= করণবাহ্য ভাবের বোধ। অনুভব = করণগত ভাবের বোধ।

করণ = বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত যে সকল আত্মশক্তি পুরুষের ভোগ এবং

অপবর্গ ক্রিয়ার সাধকতন, তাহার।

শক্তি = ক্রিয়ার পূর্ক এবং পর অবস্থা। আত্মশক্তি = সংস্কার বা তদাধার মন।

বাহ্যশক্তি = জাত্যয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার উপশনাবস্থা।

ক্রিয়া = শক্তির ব্যক্তাবস্থা = বাহ্যক্রিয়া (দেশাশ্রয়) এবং আত্মক্রিয়া

(কাল্যাশ্রয়)।

অজ্ঞানতাব্য। বিনী তজ্ঞানাত্রেহ কত মহান্ ব্যাপার সাধন করিতে পারেন, তিব্বে

বিগ্রহ ধারণ করিয়া ঐকান্তিক ভক্তের সাফল্য হইতে পারেন না, ইহা বশ্য নিত্যত্ব

অস্বত। এইজন্য 'সাক্ষর-নিরাকার'-মানক কোনও বস্তু বর্ণনায় পারোস্ত ব্যর্থ না।

তবে সর্কত ও সর্কবোধবর্জিত পুরুষ অগত সাক্ষর প্রকৃত কল্যাণের জন্য কর্তব্য করিবেন।

জ্ঞান ও তরক পরমবর্ধই প্রকৃত কল্যাণ, তদগানের নিচই কেবলমাত্র প্রতিধা-স্বই আপা

করা বাইতে পারে, নচেৎ (সাগার উপাধার ভোগ সিদ্ধ হইলেও) তাহাকে উপাধারের

বিধানকর্তা বশ্য সোধারাপ বাহ, যেহু অন্সর অপকার না করিয়া প্রাইই কোঁন বাহ উপভোগ সিদ্ধ হয় না। 'বাহুপহতা কুতাহ্য' ভাবঃ সত্বতি' (যোগভাষ্য)।

# পারিশিষ্ট ।



## সংক্ষিপ্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার ।

১। সাংখ্যীয় তত্ত্ব সকল কিরূপে সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় না হইলেও, কয়েক স্থল বিশদ কবিতার স্তম্ভ তাহা বলা আবশ্যিক। চিত্তকে কোন এক অভীষ্ট বিষয়ে ধারণ করার নাম ধারণা। পুনঃ পুনঃ ধারণা করিতে করিতে চিত্তের এইরূপ স্বভাব হয় যে, তখন এক বৃত্তি একতানভাবে উদ্ভিত হয়। সাধারণ অবস্থায় এক ক্ষণে যে বৃত্তি উঠে, পর ক্ষণে তাহা হইতে ভিন্ন আর এক বৃত্তি উঠে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির প্রবাহ চলে। ধারণা অবস্থায় ক্ষণস্থায়ী বৃত্তি সকলের প্রবাহ চলে বটে, কিন্তু সেই বৃত্তিগুলি একরূপ। পূর্ক্স ক্ষণে যে বৃত্তি, পর ক্ষণে ঠিক তরূপ আর এক বৃত্তি। ধ্যানাবস্থায় একই বৃত্তি বহুক্ষণস্থায়ী বসিয়া অতীত হয়; তাহাব নাম একতানতা। বিদ্যু বিদ্যু জলের ধারার স্থায় ধারণা, আর তৈল বা মধুর ধারার স্থায় ধ্যান। ইহার তিতর অসম্ভব কিছুই নাই; সকলেই অভ্যাস করিলে বৃদ্ধিতে পারেন। প্রথমে অতি অল্প সময়ের অল্প চিত্ত একতান হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যদি অভ্যাস করা যায়, তবে ক্রমশঃ অধিকাদিক কাল চিত্তকে একতান বা অভীষ্ট একমাত্র ভাবে নিবিষ্ট রাখা যায়। ইহা মনস্তত্ত্বের প্রসিদ্ধ নিয়ম। যত অধিক কাল চিত্ত একতান হয়, ততই তাহা (একতানতা) প্রগাঢ় হয়, অর্থাৎ অল্প সকল বিষয়ের বিস্মৃতি হইয়া কেবল ধ্যেয় বিষয় জাজল্যমানরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। অভ্যাস-বৃদ্ধি হইতে সেই একতানতা যখন এত প্রগাঢ় হয় যে, শরীরাদি-সহ নিম্নে কক্ষণে বিস্মৃত হইয়া সেই জাজল্যমান ধ্যেয় বিষয়েই যেন তন্ময় হইয়া যাওয়া যায়, তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা যায়। সুবুদ্ধি পাঠক ইহাতে কিছুই অযুক্ততা দেখিতে পাইবেন না। এই সমাধি-সিদ্ধি অতীব দুর্লভ, কদাচিৎ কোন মনুষ্য ইহাতে সিদ্ধ হয়, কারণ সর্বপ্রকার বিষয়-কামনা শূন্যতা এবং অসাধারণ দীপ্তি ও প্রবল সমাধি-সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন। বাহ্য বা অভ্যস্তর যে কোন ভাবকে সমাধি-বলে অহতব-গোচর করিয়া রাখার নাম সাক্ষাৎকার, ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন।

২। সমাধির সময় ধোয়াতিরিক্ত সর্ল বিষয়ে স্যাক্ বিদ্বতি হেতু সমস্ত শারীর ভাবেও বিদ্বতি হয়, তজ্জন্য শরীর জড়বৎ হইয়া অবস্থান করে। এই হেতু শবীরের প্রযত্নশূন্যতা (আগন প্রাণায়ামাদিব দ্বারা) সমাধি সিদ্ধির জন্য একান্ত আবশ্যক। শরীর সর্লপ্রকারে জড়বৎ হইলে, শবীরস্থ শক্তি বা করণ সকল শরীর নিরপেক্ষ হইয়া কাৰ্য্য করিতে সমর্থ হয়। সাধারণ ক্লেশের উদ্যোগ অবস্থায় দেখা যায় যে, আবেশক ব্যক্তির শক্তিবিশেষের দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জড়বৎ হইলে দর্শনাদি শক্তি স্থুলেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়া বিষয় গ্রহণ করে। সমাধি সিদ্ধি হইলে যে সেই শরীর হইতে প্রত্যক্ষভাবে সম্যক ও সিদ্ধ ব্যক্তির স্বায়ত্ত্ব হইবে এবং উৎকলস্বৰূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ যে অব্যভিচারী হইবে, তাহা আর অধিক না বলিলেও বুঝা যাইবে। সাধারণ অবস্থায় কোন স্তম্ভ বিষয় বুদ্ধিতে গেলে আমরা মন স্থির কবি, স্তম্ভ দ্রব্য দেখিতে গেলে সেইরূপ চক্ষু স্থির করি তজ্জন্য সমাধি নামক চরম স্থিরতা যখন হয়, তখন সেই স্থির চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়েব চরম জ্ঞান হয়। তজ্জন্য যোগস্বত্রকার বলিয়াছেন— তজ্জয়াং প্রজ্ঞালোক ”। শুধু যে রূপাদি বাহ্য বিষয়ে চিত্ত আহিত করিয়া রাখা যায়, তাহা নহে, চিত্তের যে কোন ভাব বা (করণরূপ) যে কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ও, অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত একভাবে অনুভব গোচর করিয়া রাখা যায়। তাহাতে সেই বিষয় অন্য সকল হইতে পৃথক্ কবিয়া সম্যকরূপে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপে মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিব তত্ত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়াদির তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে মূল হইতে তাহাদের প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া তাহাদের চবনোৎকর্ষ করা যায়। তাহাতে ক্রমশ সর্লজ্ঞতাও লাভ হয়।

৩। এক্ষণে সমাধি বলে কিরূপে তত্ত্ব সকলের সাক্ষাৎকাব হয় দেখা যাউক। প্রথমতঃ ভূত সাক্ষাৎকাব কবিত্তে হয়। মনে কর তেজোভূত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কোন একটা দ্রব্যেব রূপে (মনে কব একটা ফুলের লাল রূপে) দর্শনশক্তি নিবিষ্ট কবিত্তে হয়। সাধারণ অবস্থায় চিত্ত ক্রমে ক্রমে পরিণত হইয়া যায় তজ্জন্য সেই লাল রূপে চক্ষু থাকিলেও হয় ত ৫ মিনিটে পাঁচ শত বৃত্তি চিত্তে উঠিবে। তাহাতে রূপের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের অন্য গুণেবও জ্ঞান সর্লীর্ণ হইয়া উঠিবে। তাহাতে এইরূপ সর্লীর্ণ ভাবে বহু ধর্ম একত্র জ্ঞান যায়, তাহাকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। কিন্তু সমাধিবলে কেবল

মাত্র সেই লাল রূপে চিত্র নির্বিষ্ট করিলে শব্দাদি সমস্ত ধর্ম বিবৃত হইয়া কেবলমাত্র জগতে লালরূপ আছে, এইরূপ প্রত্যক্ষ হইবে। ফুল অর্থাৎ তদর্থ-ভূত বহু ধর্মের সঙ্গীর্ণ জ্ঞান তখন থাকিবে না, অর্থাৎ ভৌতিক জ্ঞান যাইয়া ভূতসাক্ষাৎকার হইবে। শব্দসাক্ষাৎকারকালে বাহ্যে ধারাবাহিক শব্দ পাওয়া যায় না বলিয়া অনাহত-নাদ নামক শব্দকে প্রথমতঃ বিষয় কবিত্তে হয়। বাহ্য শব্দের ধ্বনি কর্ণ যখন উদ্ভিক্ত না হয়, তখন স্বপতঞ্জিয়ামূলক যে বহুপ্রকার স্পন্দি হিরচিত্তে শুনিলে শুনা যায়, তাহাকে অনাহত-নাদ বলে। অবশ্য সমাধি-সিদ্ধ হইলে আব ধারাবাহিক বাহ্য বিষয়ের প্রয়োজন হয় না; তখন ক্ষণমাত্র যে বিষয় গোচর হয়, তদাকারা চিত্তবৃত্তিকে স্থিৎ নিশ্চল রাখিয়া, তাহাতে সমাহিত হওয়া যায়। যেমন অনেক লোক একবার আলোকের দিকে চাহিলে, চক্ষু বৃষ্টিয়াও কতকক্ষণ আলোক দেখিতে পায়, তরুণ। বায়ু, অপ্ ও ক্ষিতি, ভূত সকল এইপ্রকারে সাক্ষাৎকৃত হয়। যখন বেটা-সাক্ষাৎ করা যায়, তখন বাহ্যজগৎ, তন্মাত্র বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। সাধারণ বা ভৌতিক জ্ঞান অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট; কেননা সাধারণ জ্ঞান অস্থির চিত্তের; তাহা স্থির চিত্তের। সাধারণ জ্ঞানে এক ধর্ম ক্ষণমাত্র জ্ঞানগোচর থাকে, তাহাতে দীর্ঘকাল অতি-ক্ষুটরূপে থাকে।

৪। তৎপরে তন্মাত্র সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহাব প্রণালী লিখিত হই-তেছে। মনে কর, রূপতন্মাত্র সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এক ক্ষুদ্র ভ্রব্যও যদি স্থিৎচিত্তে দেখা যায়, এবং অল্প সফল পদার্থ ছাড়িয়া কেবলমাত্র তাহাই যদি জ্ঞানে ভাসমান থাকে, তবে তাহা জগদ্ব্যাপী (অর্থাৎ Field of vision-পূর্ণ) বলিয়া বোধ হইবে। কারণ তখন অল্প কোন পদার্থের জ্ঞান থাকে না। মেসমেরাইজ্ কবিবার সময় আবেশ ব্যক্তি যখন আবেশকের চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকে, তখন যতই সে মুগ্ধ হয়, ততই সে আবেশকের চক্ষু বড় দেখে। শেষে অতিমুগ্ধ হইলে প্রায়শঃ সেই চক্ষু যেন জগদ্ব্যাপী বলিয়া বোধ করে। সমাধিতেও তরুণ। মনে কর, একটা সরিষায় চিত্র স্থির করা গেল। প্রথমতঃ তাহার আকৃষ্ণ রূপ-ময় তেলোভূত সানাত্ত হইবে। তখন অতি-ক্ষুটরূপে এবং জগদ্ব্যাপ্ত বলিয়া সেই সর্বশেষ রূপ জ্ঞানে ভাসমান হইবে। পরে পুনশ্চ চিত্তকে অধিকতর স্থির করিয়া সেই ব্যাপী রূপের ক্ষুদ্র একাংশমাত্রের দর্শনশক্তিকে পর্যাবসিত করিতে হইবে। তাহাতে সেই একাংশ পূর্বাৎ ব্যাপকরূপে প্রতিভাত হইবে।



এই প্রক্রিয়া যতবার করা যাইবে, ততই দর্শনশক্তি অধিকতর স্থির হইতে থাকিবে। স্থিরতা সম্যক হইলে অর্থাৎ কিছুমাত্রও চাঞ্চল্য না থাকিলে, দর্শনজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কেননা রূপ ক্রিয়াস্বক, সেই ক্রিয়া দর্শনশক্তিকে ক্রিয়াবতী করিলে তবে রূপজ্ঞান হয়, আর দর্শনশক্তি স্বৈর্য্য-হেতু যদি হুস্মাতিহীন ক্রিয়ার দ্বারাও ক্রিয়াবতী হইতে না পারে, তবে কিরূপে দর্শন জ্ঞান হইবে? স্মৃষ্টি বা স্বপ্নহীন নিজার সময় ইন্দ্রিয়গণ জড় হওয়াতে, এই জ্ঞান বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সমাধিকৃত স্বৈর্য্যের দ্বারা বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যখন ইন্দ্রিয়ের অতিমাত্র হুস্ম চাঞ্চল্য বাহকতা বা গ্রাহকতা থাকে, তৎকালীন যে বাহ্যজ্ঞান হয়, তাহাই তন্মাত্র। পূর্বোক্ত প্রণালীতে রূপজ্ঞান বিলুপ্ত হইবার পূর্বে অতিস্থির দর্শনশক্তির দ্বারা যে সেই সর্বপুরুষের হুস্মভাব গৃহীত হইবে, তাহাই রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎকার। সাধারণ আলোক এরূপে দেখিতে গেলে প্রথমেই নীলাদি সপ্ত বা ততোধিক দ্রষ্টব্য রশ্মিতে বিভক্ত হইবে। পরে নীল পীতাদির আর তেঁদ থাকিবে না, কারণ তখন অতিটৈর্য্য হেতু নীল পীতাদি রূত সমস্ত উদ্বেক, এক ও হুস্ম ভাবে গৃহীত হইবে। নীল পীতাদির মধ্যে যাহাতে অধিক ক্রিয়াভাব আছে, তাহা অধিক-ক্ষণব্যাপী তন্মাত্রজ্ঞান উৎপাদন করিবে মাত্র, কিন্তু সমস্ত হইতে সেই এক-প্রকারের জ্ঞান হইবে। হুস্মক্রিয়ার সমাহার হুস্মক্রিয়া, তজ্জন্য তন্মাত্র নীল পীতাদি ধর্ম্মীশ্বর হুস্মভূতের কারণ। আর নীল-পীতাদি শূন্য বলিয়া তন্মাত্রের নাম অবিশেষ। রূপমাত্রা আলোকস্বরূপও নহে, অন্ধকায়স্বরূপও নহে। দৃষ্টিরোধশূন্য অন্ধকার বা উজ্জ্বলখেততাশূন্য আলোক কল্পনা করিতে পারিলে, তান্নাত্মিক রূপের কতক ধারণা হইবে। শব্দাদি তন্মাত্রও ঐরূপে সাপ্নাত্মক হয়। রূপাদিশৃঙ্খলের সেই হুস্মাবস্থাই স্মৃষ্টিয় পরমাণু।

৫। তন্মাত্রের পর ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। ছুততব সাপ্নাৎ করিয়া পরে কৌশলক্রমে ইন্দ্রিয়গণকে অধিকতর স্থির করিলে যেমন তন্মাত্রতত্ত্ব সাপ্নাৎ হয়, তেমনি তন্মাত্রসাক্ষাৎকালে ইন্দ্রিয়গণকে স্তম্ভ করিলে, তন্মাত্রের হুস্মভাব বা ছুততব পুনশ্চ গৃহমাণ হয়। তন্মাত্র সাপ্নাৎ-কারকালীন যে অন্ধ মাত্র ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থাকে, তাহাও স্থির করিলে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। যখন বাহ্যজ্ঞান বিলোপ করিবার ও ইন্দ্রিয়াভিমান স্তম্ভ করিয়া তন্মাত্র ও ছুততবজ্ঞান উদ্ভিত করিবার কুণলতা হয়, তখন ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাপ্নাৎ করিবার সামর্থ্য ঘটে।

সূত্র-সম্বন্ধিত্ব সাক্ষাৎ করিলে মূল ব্যবহার-মূর্ত লৌকিকগণের ন্যায় গো-ঘট-  
পাখাণাদিরূপ আন্তিজ্ঞান থাকে না, তখন বাহ্যগণ কেবল গ্রাহমাত্রিযোগ্য  
সর্ববিশেষশূন্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাহ্যে সেই গ্রাহতা ইন্দ্রিয়ের চাক্ষু-  
ষ্য বলিয়া বিজ্ঞান হয় \* । তখন চিত্তকে অন্তমুখ বা আনিয়তিমুখ করিলে, বিষয়-  
জ্ঞান যে প্রকাশণীয় 'আনিয়ের' উপব প্রতিষ্ঠিত এবং আনিয়ের সহিত সম্বন্ধ—  
ইন্দ্রিয়স্থিতা অস্থিতা চাণ্যমানা হইয়া যে বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা  
প্রফুটরূপে বিজ্ঞানাক্রম হয়। ইন্দ্রিয়াদি যখন সম্যক্ জিয়াশূন্য হয়, তখন  
তাহা হইতে অভিমান উঠিয়া যায়; সম্যক্ হৈহ্য বা জিয়াশূন্য রাখিবার প্রযত্ন  
মুখ করিলেই ইন্দ্রিয়াভিমান ও তৎসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান আসে, ইহা ধ্যানিগণ যখন  
অমুভব কবিত্তে পাবেন, তখন ইন্দ্রিয়গণ যে অভিমানাত্মক এবং জ্ঞান যে অভি-  
মানের চাক্ষুষ্যবিশেষ, তাহা সাক্ষাৎ প্রজ্ঞাত হন। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া  
তাহা অমুখ্যান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ যে আনিয়প্রতিষ্ঠিত অভিমানাত্মক  
সুতরাং একরূপ, আর শব্দ-স্পর্শাদি ভেদ যে কেবল অভিমানের চাক্ষুষ্য-ভেদ-  
মাত্র, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সর্বেন্দ্রিয়-সাধাবণ অভিমানের নাম যত  
অবিশেষ বা অস্থিতামাত্র। কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণও যে অস্থিতাত্মক, তাহাও ঐ  
প্রণালীতে সাক্ষাৎকৃত হয়। অর্থাৎ (সমাধি-কালে) শরীরকে সমাগ্ৰভ  
কবিত্তে তাহা হইতে অভিমান উঠিয়া যায় এবং জাভ্যতা মুখ করিলে অভিমান  
আসে, ইহা অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ অমুভব করিলে কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অস্থিতা-  
ত্মকত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাববানু সমাধির নাম সানন্দ;  
তাহাতে অতীর্ষ আনন্দ মীত হয়। কাবণ শক্তিনাত করিলেই আমাদের  
আনন্দ হয়; ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলে যখন তাহাদের উপাদানের উপর  
আধিপত্য হয়, তখন তাহাদের চরমোৎকর্ষ, সুতরাং জ্ঞানশক্তি ও কার্যশক্তির

\* এবংবিধ ব্যবহার সফোচ বিকাশিনী বাহ্যক্রিয়া হইতে যে বিজ্ঞান হয়, তাহাও সুরংসং-  
হরণাত্মক, অর্থাৎ কৃত্রিম সূত্রী সকলের প্রবাহ বা সজ্ঞান স্বরূপ। এতাবশ্যই বীহার্য নিশ্চয়  
করিতে পারিমাঙ্কিষেন, উহারো কৃত্রিম বিজ্ঞান বা বৈদ্যনিক-বাস মূল্যন করিয়া দিয়াছেন।  
পরবর্তী কোন কোন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ও ঐমতাবলম্বী হি লন। জিয়ামাত্রই সফোচ বিকাশিনী বা  
pulsative কেন, তাহা পরে উক্ত হইবে। উচ্ছিন্নিত বিজ্ঞান অবস্থা বিবেকে কৃত্রিম সজ্ঞান  
বলিয়া প্রতীত হয়।

পবম উৎকর্ষ, স্তত্রাং পবমানন্দ লাভ হয় । কর্ণ বাক্ প্রাণাদি সমস্ত কবণগণ  
 অগ্নিতার এক একপ্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যহন বলিয়া সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই  
 প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়তত্ত্ব । যখন তাহাতে কুশলতাবশতঃ সকলের মধ্যে সানাত্ত  
 এক অগ্নিতাব অবধাবণ হয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের কারণ অন্তঃকরণেব  
 সাক্ষাৎকাব । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সনাদি বলে যেমন বাহ্যবিষয় জ্ঞান স্থির  
 রাধিয়া বোধ করা যায়, সেইরূপ বে কোন আন্তর ভাবও স্থিব রাধা যায় ।  
 ইন্দ্রিয়তত্ত্বের পর যে আন্তর ভাব, তাহা স্থির রাধাই অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকার ।  
 ইহা বিবেচ্য, কারণ মনে হইতে পারে অন্তঃকরণের দ্বারা কিরূপে অন্তঃকরণ  
 সাক্ষাৎকার হইতে পারে ? ইন্দ্রিয়কারণ সেই অগ্নিতার বে চঞ্চল ও স্থিতি-  
 ভাব, তাহাই অহংতত্ত্ব ও মনতত্ত্ব, বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অন্তঃকরণ । তাহার  
 প্রকাশশীল ভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব । তাহা জ্ঞাতা, কর্তা ও ধর্তা 'আমি'-বকণ ।  
 অর্থাৎ বিষয় ব্যবহারকারী বে আমিহ, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব । কেবলনাম  
 "আমি" এইরূপ প্রত্যয়ানুসন্ধান কবিলে বুদ্ধিতত্ত্বে যাওয়া যায় । ব্যাসোকৃত  
 পঞ্চশিখাচার্যেব বচন যথা—“সেই অণুমাত্র (ছুরধিগম্য) আত্মাকে অহুচিন্তন  
 করিয়া কেবল 'আমি' এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়।” ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ  
 হইলে অহুভূতি হয় বে, আমিত্ত্বের সহিত ইন্দ্রিয়গণ অভিমানের দ্বারা সম্বন্ধ ।  
 ইন্দ্রিয়গত চাক্ষু্য হইতে প্রতিনিয়ত জ্ঞান হইতেছে, অর্থাৎ 'আমি'কে, প্রতি  
 নিয়ত জ্ঞাতা করিতেছে । জ্ঞেয় হইতে অবধানকে উঠাইয়া সেই জ্ঞাতৃত্ত্ব  
 সমাহিত করিলেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয় । শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্ত্ব  
 অতীব প্রকাশশীল, তাহা ইন্দ্রিয়াদিহ সঙ্গ-প্রকাশের মূল, স্তত্রাং সেই ভাবে  
 সমাহিত হইয়া আয়ত্ত্ব করিতে পারিলে জ্ঞাতৃত্ত্বের বা জানের অবধি থাকে না ।  
 সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞান সঙ্গীর্ণ ইন্দ্রিয়পথমাত্র অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত  
 হয়, সে অবস্থায় তাহা হয় না । তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“তখন  
 সমস্ত আবরণ বন অপগত হইয়া জ্ঞানের অনন্ততা হয় বলিয়া জ্ঞেয় অল্পবৎ  
 হইয়া যায়”, অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞেয় অসীম এবং জ্ঞান অল্পবৎ  
 প্রতীত হয়, তখন তাহার বিপরীত হয় । এই মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ  
 সম্যকরূপে না জানিলে সাংখ্যীয় অনেক গুরু বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান হইতে  
 পারে না । মহদাত্মা যদিও আমিহভাবরূপ, তথাপি সেই আমিহ 'জ্ঞাতা' অর্থাৎ  
 জ্ঞেয়ভাবেব আভাসের দ্বারা অহুবিদ্ধ । তাহা সম্যক্ দ্বৈততানশূভ বোধাত্মক

নহে। সেইজন্য মহাদ্বন্দ্ব-সাক্ষাৎকাৰে সৰ্বব্যাপিত্বতাব থাকে, যেহেতু উহা সাক্ষাৎজ্ঞান সহিত অবিভাভাৱী। ভাষ্কৰ্য্যকৰ বেদব্যাস তাহাব এইৰূপ স্বৰূপ বৰ্ণন কৰিয়াছেন, যথা—“ভাষ্যৰ, আকাশকল্প, নিতম্বদ্বন্দ্ব মহাৰ্গবৎ শাস্ত্ৰ, অনন্ত, আনন্দ-মাত্ৰ”। এই মহাদ্বন্দ্ব সাক্ষাৎকাৰবিগণকে জ্ঞান ঐশ্বৰ্য্য বলে, শিব-বিষ্ণুদি লোকাধীশগণ এইৰূপ। বৈদিক সৰ্বৌচ্চ বোধকৰ নাম গত্যগোক, মহাদ্বন্দ্ব সাক্ষাৎকাৰিগণ তথায় প্ৰতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। অনাত্মসম্পৰ্কীয় সৰ্ব্বা-বহাৰ মধ্যে ইহাতে পৰমানন্দ-লাভ হয়। ইহাৰ নাম বিশোক। সাক্ষিত সমাধিও ইহাকে বলে। সমাধিজ্ঞান পূৰ্ণপূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰেৰ পূৰ্বে, এই মহাদ্বন্দ্ব-ভাবে ধাৰণা ও ধ্যান প্ৰবৰ্ত্তিত কৰিলেও, সেইপৰিমাণ আনন্দেৰ পূৰ্ণাভাস পাওয়া যায়।

৩। মহাদ্বন্দ্বতাবও পৰিণামী, যেহেতু তাহা বিষয়েৰ (সৰ্বকৃত্তা ও অন-জ্ঞতা-জ্ঞানেৰ বিষয়েৰ) জ্ঞাতা। অৰ্থাৎ তদাত্মক প্ৰকাশ অনাত্মতাবকৃত উদ্ভেদকৰ দ্বাৰা অস্থিত, স্মৃতিবাং পৰিণামী। ব্যুতানে সেই পৰিণাম অতীব স্থূল, বা বেন যুগপৎ অনেকায়ক। সমাধিহাৰা মহাদ্বন্দ্ব সাক্ষাৎ কৰিলে, তাহা স্মৃতিহীন হইলেও বৰ্ত্তমান থাকে, অভাব হয় না। সেই পৰিণামেৰ দ্বাৰা প্ৰকাশে বা আত্মচেতনাৰ পৰিচ্ছন্ন আৱেগিত হয়। যখন যোগী স্বাভাৱে স্মৃতিহীন হইয়া ইন্দ্ৰিয়াদি-সম্পৰ্ক জয়, সাক্ষাৎ-খ্যাতি হেতু উদ্ভেদকেও সম্যক্ৰূপে নিৰুদ্ধ কৰেন, তখন অনাত্মজ্ঞানশূন্য, স্মৃতিবাং অপৰি-চ্ছিন্ন, স্মৃতিবাং অপৰিণামী যে স্বাভাৱেতনাৰ পৰিচ্ছন্ন হয়, তাহাই পুরুষতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাৰ। অপৰিণামী প্ৰকাশ আৰু পৰিণামী স্মৃতিৰূপ বৈধিক প্ৰকাশ, এই উভয়েৰ ভেদ জ্ঞানেৰ নাম বিবেকখ্যাতি, উহা সৎসংগবৃত্তি বা জ্ঞানেৰ চৰন। সৰ্বপ্ৰকাৰ অনাত্মসম্পৰ্ককে নিৰুদ্ধ কৰাৰ নাম পৰ বৈবাগ্য, উহা চেষ্টা বা বজ্জোত্তংগবৃত্তিৰ চৰন। এৰু কৰাৰগেৰ সম্যক্ নিৰোধভাবে পৰিচ্ছন্নৰ নাম নিবোধ সমাধি, উহা স্থিতি বা তনোত্তংগবৃত্তিৰ চৰন। বিবেক-খ্যাতি, পৰ্য্যবৰাণ্য ও নিৰোধ, এই তিনিই অবিভাভাৱী ও এক বা তুল্যবল। অতএব কৰণবৰ্গেৰ সেই প্ৰলীনাৰহাতে সৰ্ব, ব্ৰহ্ম: ও তনোত্তংগ একতা বা সান্য প্ৰাপ্ত হয়। সেই স্তম্ভসাম্যলক্ষিত প্ৰত্যক্ষতাবহাকে স্মৃতিদৰ্শী সাংখ্যগণ অনাত্ম-ভাবেৰ চৰন পৰিচ্ছন্ন বা প্ৰকৃতি বণেন। কৰণবৰ্গকে প্ৰলীনা কৰা বা দৃশ্য পদাৰ্থকে না জানাই প্ৰকৃতিতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাৰ। অতএব পুরুষ ও প্ৰকৃতি-

সাক্ষাৎকার অবিনাশাবী হইল। এষ্টজন্য পবমার্থ দৃষ্টিতে পুরুষই একমাত্র  
গং, প্রধান অনং ।

“শুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিগম্যচ্ছতি ।

যত্তু দৃষ্টিপথং শ্রোত্রং তন্মাত্মৈব স্তুতুচ্ছকম্ ॥”

যোগভাষ্যোক্ত এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত, এবং—

“অব্যক্তকেত্বনিবহুং শুণানাং শ্রোত্রাপ্যয়ম্ ।

সদা পশ্যামাহং লীনং বিজ্ঞানাসি শূণামি চ ॥”

ইত্যাদি সাংখ্যস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতি ভাবরূপে সাক্ষাৎকারযোগ্য  
নহে। প্রকৃতি সাক্ষাৎকার অর্থে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বাৰা করণ ও বিষয় দ্বয়  
করিয়া কেবলী হওয়া। অতএব সাম্প্রদায়িকগণ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি সাক্ষাৎকার  
ভিন্ন অর্থ করিয়া সাংখ্যপক্ষে যে দোষারোপ করেন, তাহা সৰ্ব্বথা ভিত্তিশূন্য।

৭। অস্তঃকরণের লীনাবস্থা হইলেই যে কৈবল্য মুক্তি হয়, তাহা নহে।  
অন্ত অবস্থাতেও অস্তঃকরণ লীন হইতে পারে। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক লয়ের  
কারণ গ্রহনমধ্যে (১৫ পৃষ্ঠে) উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রকৃতির দ্বয় ও বিদেহ-  
নয় নামক অবস্থাতেও ঐরূপ হয়। ঐহারা সাস্মিত সমাধি সিদ্ধ মহদাত্মাকেই  
চরম তত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া সেই আনন্দময় আত্মতাবেই পর্য্যবসিত-  
বুদ্ধি, ঐহারা কল্পপ্রলয়ে যখন অনান্য বিষয় সম্যক্ লীন হয়, তখন প্রলীনাস্তঃ-  
করণত্ব হয়ইয়া কৈবল্যাবদবস্থায় থাকেন। কাৰণ অনান্য বিষয়রূপত স্পন্দতম  
উদ্ভেক না থাকিলে মহতের অভিব্যক্তি থাকিতে পারে না। পুনঃসর্গকালে  
ঐহারা পূৰ্বরূপে অভিব্যক্ত হন। ঐহারাই হিরণ্যগর্ভ। বুদ্ধি ও পুরুষেব  
বিবেকখ্যাতি না থাকাতেই ঐহাদের পুনরুত্থান হয়। কৈবল্য মুক্তিতে  
বিবেকখ্যাতি পূৰ্বক নয় হয় বলিয়া আর পুনরুত্থান হয় না। যেমন ভূগা-  
শক্তির দ্বারা বিপরীত দিকে আকৃষ্ট দ্রব্য স্থির থাকে, সেইরূপ বিবেকখ্যাতি ও  
পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিন্তের উত্থান রহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ বিবেকখ্যাতি  
ও পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিন্তের উত্থান রোধ করিতে করিতে যখন নিরোধ  
চিন্তের স্বভাব বা ভূমিকা হইয়া দাঁড়ায়, সেই অবস্থায় নামই কৈবল্য-মুক্তি  
বা শাস্ত্রতী শাস্তি। সাধারণ লোকে ইহার উৎকর্ষের মর্থ মোটেই অবধারণ  
করিতে পারে না। তাহাদের ভাবা উচিত যে, সৰ্ব্বস্নাত্ত্ব ও সৰ্ব্বভাবাধিষ্ঠাত্ত্ব  
রূপ ঐশ্বর্য হইতেও উহা ইষ্ট অবস্থা। বিদেহলানগণও পূৰ্বোক্ত প্রকৃতি-

তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পবে কতক গুণ ব্যাপিয়া সেই জিয়া-প্রবাহের প্রকৃতি সাক্ষাৎ বিজ্ঞাত হইয়া, একটা বিশেষ কালে অর্থাৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিণাম একত্রিত হইলে কিরূপ হইবে তাহাব অল্পধাবন কবিলে, মনসচিত্রে তাহা সম্যক্ দেখা যাইবে। এইরূপে ছুই দিন, দশ দিন, বা দশ বৎসর পরে সেই লৌহের কি পরিণাম হইবে, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা একটা সহজ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের উদাহরণ। মনে কর, ১০ বৎসর পরে সেই লৌহখণ্ড লইয়া একজন লোক ছুরি নির্মাণ করিবে। বর্তমানে তাহা জানিতে হইলে বাহ্যতঃ-সাক্ষাৎকারের সঙ্গে পরচিত্তের পরিণামও সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বাহ্যব্যবহার জ্ঞান চিত্তও প্রতিনিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। এক একটা চিত্ত-পরিণামের নাম বৃত্তি। বৃত্তির মধ্যে যাহা সমুদ্রিত বা প্রবলজিয়াবতী হয়, তাহাই আমাদের অল্পভব-গোচর হয়। যাহা হৃদয়জিয়াবতী, তাহা চিত্তে অজ্ঞাতভাবে বিদ্যত হইয়া থাকে। [সাধারণ পরচিত্তজ্ঞ (Thought-reader) ব্যক্তির প্রায়ই তোমার জীবনের এমন অতীত ঘটনা বলিবে যে, হয়ত তোমার তাহা মনে নাই, এবং তুমি মনে যাহা না ভাবিতেছ, এরূপ ঘটনাও অনেক বলিয়া দিবে। ইহাতে অতীত-বৃত্তি সকল যে হৃদয়রূপে জিয়াবতী হইয়া (কারণ জিয়া-বাতীত বৃত্তি অল্পজীবিত থাকিতে পারে না) চিত্তে থাকে, তাহা প্রমাণিত হয়।] সমাধি-বলে জ্ঞানশক্তি অব্যাহত হইলে পরচিত্তের সমস্ত অতীতাদি তাব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন চক্ষু কতকপরিমাণ দৃশ্যকে যুগপৎ দেখিতে পায়, অধিক পায় না; সমাধি-নির্মল জ্ঞানের জেয় পদার্থের সেরূপ সঙ্গীর্ণ পরিমিত বিস্তার নাই, তদ্বারা যেন যুগপৎ জগৎস্থ যাবতীয় লোকের চিত্ত বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। বাহ্যব্যবহার যেমন বর্তমান ধর্মের হৃদয়বস্থা সম্যক্ বিজ্ঞাত হইয়া ভবিষ্যৎধর্মের জ্ঞান হয়, সেইরূপ চিত্তেরও বর্তমান ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া তাহার অবশ্যস্তাবী পরিণাম-পবনক্রমে ভবিষ্যৎ যে কোন ধর্ম বিজ্ঞাত হওয়া যায়। এখন এই কয়টা নিয়ম খাটাইয়া দেখিবে পূর্বোক্ত উদাহরণ যুঝা যাইবে। মনে কর, সেই লৌহখণ্ড লইয়া ১০ বৎসর পরে এক ব্যক্তি ছুরি গড়িবে। সাক্ষাৎকারেছুকে সেই ভবিষ্যৎঘটনাকে বর্তমানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সর্কধা ও সর্কতঃ খ্যাতিমৎ প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা সেই লৌহের পরিণাম-ক্রম এবং দশবর্ষব্যাপী পার্থিব সমস্ত মানবের চিত্ত-পরিণাম-ক্রম সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তন্মধ্যে দেশ, কাল ও নির্দিষ্ট ব্যা-

সেই বাহ্যিক সহিত সেই লৌহখণ্ডের মতক প্রতিপন্ন হইবে, তাহাকে দক্ষ কবিতাই সেই লৌহখণ্ডের ছবি-পরিণাম-দৃশ্য চিত্রপটে উদ্ভিত হইবে। ইহা দার্শনিক-পরিণাম-সাধারণ পাঠকের নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইবে, কিন্তু ইহা ব্যতীত চিত্রের ভবিষ্যৎজ্ঞানের আর যুক্তিযুক্ত উপায়-ব্যাখ্যা নাই। নিম্না সাহিত্যিক ভেদে তিনপ্রকার (যৌগভাণ্ডে বিদ্যুত বিদারণ দ্রষ্টব্য), তৎকাল সাহিত্যিক নিম্নার সমস্ত সন্দেহের অল্প চিত্র কখন কখন বহু হয়। বহু অবস্থ্য দ্রব্যের ছায় সন্দেহ ও নিম্নার ভেদ। তনোওপস্থিতি নিম্না স্বল্প বটে, কিন্তু সন্দেহের ছায় স্থির। আর ভাগ্যৎ বহু হইলেও অস্থির। অস্থিরতা অবস্থ্যতা হেতু ভাগ্যৎ ও নিম্নাবস্থ্য মহাদায়ভাবের বাহ্য প্রকাশ্যবিষয়, চিত্র প্রকাশিত হয় না। তবে সাহিত্যিক নিম্নার স্বচিৎ অল্প সময়ের অল্প (১ বা ২ চিত্রবৃত্তি উঠিতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ) বহু, স্থির ও প্রকাশশীল ভাব আসিতে পারে। সেই চিত্র দ্বারা সেই কালেই ভবিষ্যৎজ্ঞান হয়। পূর্বেই বুঝান হইয়াছে যে, চিত্রের এক স্থলবৃত্তি হইতে যে সময় লাগে (অর্থাৎ স্থল তিন মণ), সেই সময়ে কোটি কোটি স্থলবিষয়িণী বৃত্তি উঠিতে পারে। স্থল-স্বভাব হেতু ভবিষ্যৎজ্ঞানের পূর্বেকৃত ক্রম সাধারণ চিত্র ধারণা কবিত্তে পারে না, শেষ দৃশ্যটাই গোচর করিতে পারে। এইরূপে স্বপ্নকালে কখন কখন ভবিষ্যৎজ্ঞান হয়, এবং সমস্ত ভবিষ্যৎজ্ঞানই এই উপায়ে হয়।

১০। অতীতজ্ঞানের স্বল্প ও ঐপ্রকার নিম্নল চিত্রের প্রয়োজন। বিজ্ঞ-মান দ্রব্যের অভাব ও অবিজ্ঞমান দ্রব্যের ভাব হয় না, এই নিয়ম প্রত্যেক অবস্থ্যতে ব্যক্তিই বৃত্তিতে পারেন। ভবিষ্যৎকাল যেমন বর্তমানের অবস্থা-বিশেষ, তেমনি বর্তমান ধর্ম ও অতীতের অবস্থা-বিশেষ। যেমন বর্তমানের পব পর অবস্থা সাফাৎ করিলে ভবিষ্যৎকে উদ্ভিতরূপে জানা যায়, সেইরূপ বর্তমানের পূর্ক পূর্ক পরিণাম ক্রম সাফাৎ করিলে অতীতে উপনীত হওয়া যায়। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“বস্তুত: অতীত ও ভবিষ্যৎ বিজ্ঞমান আছে, কেবল ধর্ম সকলের পথ ভেদে ঐরূপ ব্যবহার হয়”। সাধারণ অবস্থ্যর আমরা যেন ক্ষুদ্র গবাক্ষের সম্মুখে গন্যমান দ্রব্যের ছায় অল্পে অল্পে দ্রব্যের ধর্মকে দেখি। আর একটা সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বিশদ হইতে পারে। নদীতীরে উপবিষ্ট ব্যক্তি যেমন একটা বানের তরঙ্গ দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্ট-দৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ আনন্দাও বৈবাহ্যভিত্তিক, “বর্তমান” নামক এক

ন জিয়া উরঙ্গো দ্বাৰা আৰুঐবুদ্ধি হইয়া বহিগাছি। তাহাতে আমাদেৱও  
 স্তে তৎসদৃশী এক "বৰ্তমানী" সূচী বৃত্তি উদ্ভিত পঠিয়াছে। সেই তবঙ্গব  
 তিতে যেমন ফলেন গতি হয় না, তেমনি অতীত ও ভবিষ্যৎ বৰ্তমানই আছে,  
 যি নাই। সূচীৰ দ্বাৰা অনাক্ষুণ্ণদৃষ্টি যোশিণা অতবৰ্জিত বা স্থল উভয়  
 পার্শ্বই (অতীতানাগত) বিজ্ঞাত হন।। তৎক্ষণ চন্দনজ্ঞানে অতীতানাগত মোট  
 অনেক বিদূষিত হইয়া যায়। আনবা এমন অনেক ঘটনা, জানি, বাহাতে  
 কহ কেহ দুবহু আত্মীয়েৰ মুখ্য শপ্ৰে জ্ঞাত হইয়াছেন (ঘটনা অতীত  
 হইলে)। তাহা পূৰ্বোক্ত প্ৰণালীতে প্ৰত্যক্ষ হয়। জিজ্ঞাস্ত হইতে পাবে,  
 ইক্লপ ঘটনাৰ কিছু পৰেই যে নিদিষ্ট ব্যক্তিৰ সাধিব নিদা হইবে, তাহাৰ  
 গম্বব কি ? ইহা বুদ্ধিতে হইলে আবও বয়েকটা নিগম বুঝা উচিত। আনা  
 দেব ভাগবাসাৰ পাজেৰ সহিত বা যতাকে চিত্তা কবা গায়, তাহাৰ সহিত  
 একটা মৰফ স্থাপিত হয়। উহাকে En rapport বা 'Lolepthy বলে।  
 ইহাতই দুবহু পুত্ৰ কঠে পাড়াল বা বধ হইলে মাতাৰ দৌশ্বনস্ত অথবা  
 নিঃসাড়ে অশ্ৰণাত হয়। যেহেতু কোনপ্ৰকাৰ মৰফ ব্যতীত জ্ঞানোক্তক  
 কল্পনীম নহে। নিজাকালে যখন অজ্ঞাত অতীত ঘটনা যথাবৎ প্ৰত্যক্ষ হয়,  
 তখন ঐ মৰফেৰ দ্বাৰা উদ্ভিক্ত হইয়া নিজাতে জাজাতা যাইয়া সাধিকতা  
 আইলে। নিজেৰ মঙ্গলানপ্ৰণেব জ্ঞাত ও উদ্ভিক্ত হইয়া কখনও কখনও  
 সাধিক স্বপ্ন হয়। বাচায়া এনপ ঘটনা নিঃশ্বমে জানিতে চান, তাহাৰা  
 Night Side of Nature নামক গ্ৰন্থ পাঠ কৰিবেন।

১১। ত্ৰিকাল জ্ঞানেৰ কপায় কয়েকটা সাত্তা আগিয়া পড়ে। তাহা  
 অনেকব মাথা যুৱাইয়া দেয়। "যদি ভবিষ্যতে আমি কি হইব তাহা স্থিব  
 আছে, তবে আমাব কোন কশ্মেৰ জন্ত আমি দাবী নহি," এইক্লপ ধাঁধা  
 অনেকব হয়। অবশা সাব্যদেব নিকট ইহা ধাঁধা নহে। বাহাৰা ঈশ্বৰকে  
 নিজেৰ সৃষ্টিকৰ্ত্তা এবং ভবিষ্যদ বিধাতা বলেন, তাহাদেব পক্ষে ইহা গোলক-  
 ধাঁধা বটে। তাহাৰা ভবিষ্যৎ স্থিব নাই একপ বলিতেও পাবেন না, কাবণ  
 তাহা হইলে তাহাদেব ঈশ্বৰ অসৰ্ব্বজ্ঞ (ভবিষ্যৎজ্ঞানাভাবে) হন। প্ৰায় সমস্ত  
 আৰ্য্যশাস্ত্ৰেৰ উহা মত নহে, তাহাদেৰ মতে জীৱ সৃষ্ট নহে, অনাদি, এবং অনাদি-  
 কৰ্ম্মবশে জীৱনেৰ সমস্ত ঘটনা ঘটে। ইহাতে ঐ ধাঁধা অনেক কাটে বটে,  
 কিন্তু বাচাৰা ঈশ্বৰকে কশ্মকলবিধাতা ও কবণাময় বলেন, তাহাদেব আপদ্



মূর হয় না। কারণ যে জীব হুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সে বলিয়া “যে সর্ক্কজ ঈশ্বর বহু পূর্ক্ক হইতেই যদি জানিতেন যে আমি এই কষ্ট লে করিব, তবে এতদিন কণামাত্র করুণার দ্বারা স্বীয় সর্ক্ক-শক্তি-প্রয়োগে কি প্রতিবিধান করিলেন না কেন ?” এতদ্বস্তরে কর্মফলদাতা ঈশ্বরের অশক্ক, নয় করুণাশূন্য বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য ইহার দোষ এইরূপে করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, “ঈশ্বর মেঘের মত ; মেঘে সর্ক্কত্র সমভাবে বর্ষণ করে, ঈশ্বরও তেমনি যে যেমন কর্ম করিয়াছে, তেমনি ফল দেন ; যে ভাল করিয়াছে, তাহাকে ভাল ফল দেন ও যে মন্দ করিয়াছে, তাহাকে কষ্টকর ফল দেন। তাহা না করিয়া, যে ভাল করিয়া তাহাকে মন্দ ফল দিলে, বা যে মন্দ করিয়াছে, তাহাকে ভাল ফল দিলে তাহার বৈষম্য-দোষ হইত”। ইহা হইতেও করুণাময়ত্ব সিদ্ধ হয় না ; কারণ ভাল করিয়াছে, তাহার ভাল করিলে করুণা বলা যায় না, বরঞ্চ ভাল করার সামর্থ্য থাকিলেও যদি কাহারও ভাল না করা যায়, তবে নিষ্করণ বহি হইবে। অতএব “হয় নিষ্করণ, নয় সামর্থ্যহীন” এ দোষ বঞ্চিত হইবে। তবে ঐ সিদ্ধান্ত হইতে ঈশ্বর যে ভাল ও মন্দ উভয়ের পরূপাতশূন্য, সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাতে কর্মই প্রভূ হইল, ঈশ্বর কর্মফল-দানের হইলেন। যিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা কারুণ্য-প্রণোদিত হইয়া হুঃস্বীকৃষ্ট না করিলেন, তিনি কিরূপে করুণাময় প্রভূ হইবেন ? অতএব কর্মবিধাতা ঈশ্বর স্বীকারেও উক্ত ধাঁধা মেটে না। সাংখ্যগণের ঈশ্বর কর্মদাতা নহেন। “নেশ্বরাদিষ্টিতে ফলনিষ্পত্তিঃ, কর্মণ্য তৎসিদ্ধেঃ” (সাংখ্যতত্ত্ব) তিনি মুক্ত পুরুষবিশেষ। তাঁহার সর্ক্কজ্ঞা ও সর্ক্কশক্তি থাকিলেও নিজনতা-বিধায় তিনি নিষ্ক্রিয়। কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় জগতের সমস্ত তেছে। পুষ্ককৃতি মূলকারণ ; তাঁহাদের সংযোগ হইতে অন্যাদি সর্ব্ববর্তমান। যেমন হাত-কাটা-রূপ কর্ম করিলে তাহার হুঃধরূপ ফল-তে কর, তেমনি সুখদয় ঘটনাই কর্মসংস্কারের বিপাক হইতে হইতেছে। বিপাকের জন্য তোমার আত্মগত কারণই যথেষ্ট ; পুরুষাত্মকের সাহায্য প্রয়োজন নাই। তোমার বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্তই কার্য্য কারণ-পরম্পরার ফল। এই কার্য্য-কারণ-পরম্পরার জানই ত্রিকালজ্ঞান। সাধা অবস্থায় আমরা কারণের অত্যন্তদূর জানি বলিয়া কার্য্য গম্যত্ব জানি

পাবি না। সনাতন-সিদ্ধিতে তাহাব বিপরীত হয়। ইচ্ছা, পুরুষদান, সমস্তই সেই কাব্য-কাবণের অন্তর্গত। অতএব প্রাগুক্ত ধাঁধা হইতে সাংখ্যগণের কঠব্য-মোহ বা সিক্তান্ত হানির সম্ভাবনা মোটেই নাই। তাঁহারা ভূত-ভবিষ্যতের স্থিরতা জানিয়া, হয় নিঃশব্দ হইয়া নৈব-শাসিদ্ধি লাভ কবেন, না যে ঐতোক্ত-নীত্যমুখ্যায় অতীতানাগত-ঘটনায় অনাগর হন।

আব একটা ধাঁধা এই, এক ব্যক্তি কোন ত্রিকালজ্ঞকে ঠকাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, “বল দেখি, আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব কি না?” তাহাব ইচ্ছা, ত্রিকালজ্ঞ যাহা বলিবে, তাহাব বিপরীত করিবে। সেই ক্ষেত্রে ত্রিকালজ্ঞ কিরূপে ঘটনা স্থির করিয়া বলিবে? ত্রিকালজ্ঞ কার্য-কারণ-পৰম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়া জানিল যে, তাহাকে তাহা জ্ঞাত করাইলে সেই কাবণ-বশে সে তাহার বিপরীত করিবে; অতএব ত্রিকালজ্ঞকে সে স্থলে ঘটনা না বলিয়া বলিতে হইবে যে, “আমি যা বলিব, তাহাব বিপরীত করিবে”। সে স্থলে যে ত্রিকালজ্ঞ ঘটনা বলিতে পারিবে না, তাহার কারণ এই যে, সেই কার্য-কারণের শেষ কাবণ ত্রিকালজ্ঞের নিম্ন কর্ম অর্থাৎ “যাবে” কি “যাবে না” এইরূপ বলা। যে কর্ম আমি কবিত্তে পাবি বা ইচ্ছা করিলে না কবিত্তে পাবি, তাহা কবিব কি না, ইহা কার্য-কারণ-জ্ঞান-সম্বৃত্ত ভবিষ্য জ্ঞানের বিষয় নহে, অবশ্য নিজেব পক্ষে। অতএব উপরোক্ত স্থলে ঘটনা যখন বেছেকর্মেব উপব নির্ভর কবিত্তেছে, তখন তাহা ভবিষ্যৎরূপে জ্ঞেয় নহে। অর্থাৎ “আমি (পাঁচ মিনিট পরে) হাত তুলিব কি না” এরূপ কর্ম ভবিষ্যৎজ্ঞেয় বিষয় নহে, বর্তমানে স্থির কর্তব্য-বিষয়, অবশ্য নিজেব কাছে। সুতরাং যে ঘটনা নব-কর্মেব উপব নির্ভর কবে, সে স্থলে সেই ব্যক্তিব কাছে ঐরূপপ্রকাবে ত্রিকালজ্ঞানের নিয়মেব বাস্তব হয়। তজ্জন্ত স্বেচ্ছাধা কৈবল্য মোক্ষ কোন পুরুষেব নিজেব কাছে ভবিষ্যৎরূপে প্রদিত হইতে পারে না। অন্য পুরুষ অবশ্য নিশ্চয় কবিত্তে পাবে। জীব-কাবণ হইতে জীব-কাব্য হইবে, তজ্জন্য কার্য-কারণ-পৰম্পরা-ক্রমে অতীত সাঙ্গাৎ কবিত্তে যাইয়া যোগিগণ কখনও সংসারেব অভাব বা আদিত্তে যাইতে পারেন না। তজ্জন্য সংসার অনাদি।

১২। সনাতন সিদ্ধির দ্বারা জ্ঞান যেমন অব্যাহত হয়, ক্রিয়াশক্তিও সেই-রূপ অব্যাহত হয়। সাধাবণ অবস্থায় দেখা যায়, ভূমি ইচ্ছা করিলে, আব

অমনি তোমার হাত উঠিল। ইহা যদি হিরণ্যিষ্ঠে পর্য্যালোচনা কর, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবে যে, ইচ্ছা কিরূপে তোমার ও সের ভারী হাতের তুলিল। একটু হঠাৎ দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, হস্তের উত্তোলন বস্তুর মর্শ্বদেশে থাকিয়া ইচ্ছা কোন অজ্ঞাতপ্রকারে হস্তকে তোলে। বহু সের জড়তত্ত্বসহ ভাববত্বাদি সাধারণ ধর্ম্ম যুক্ত নাত্র অথবা অজ্ঞেয়, তাহাদের নিকট ইহা অসাধ্য সমস্ত। আমরা সাংখ্যসিদ্ধান্তে দেখিয়াছি যে ইচ্ছা যে জাতীয়, বাহ্য 'জড় ও সেই জাতীয়', একপ্রকার জ্বলের একটা ভাবপ্রণয় ও একটা গ্রাহ। কঠিন কোমল প্রভৃতি সমস্ত জড়ধর্ম্ম এক একপ্রকার লোম মর্শ্ব, বোধগণ্য আনিয়ের এক একপ্রকার বাহ্যিক উদ্বেক মাত্র, অতএব বাহ্যিক প্রকার উদ্ভিক্ত অভিমান আছে, যাহা আনান অভিমানকে উদ্ভিক্ত করে। 'স্বতবা' সেই বাহ্য অভিমান-জ্বলের ভিন্ন ভিন্নপ্রকার উদ্বেক হইতে কঠিন কোমলাদি ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়। বাহ্য বা সূতানি অভিমানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চাক্ষুর্গ্রাহ নানা প্রকার বাহ্যধর্ম্মের স্বরূপ •। আনাদের কবণশক্তিরূপ অতি

• আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ প্রাচীন দার্শনিকগণ কর্তৃক বিবৃত বহু তত্ত্বের নিবটবর্ত্তা হইতেছেন। Nicola Tesla নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের নিম্নোক্ত উক্তি হইতে উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 'According to the adopted theory first clearly formulated by Lord Kelvin all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenacity vaguely designated by the word ether. The atom of an elementary body is differentiated from the rest of the substance, which fills all space by movement as a small whirl of water would be in a calm lake. All matter then is merely whirling ether. By being set in movement ether becomes matter perceptible to our senses. The movement arrested the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.' This theory of the constitution of matter is not merely a beautiful conception, which in its essence is contained in the old philosophy of the Vedas but a physical truth. Then, if ether whirl be shattered by impact or slowed down and arrested by cold, any material whatever it be would vanish into seeming nothingness and conversely if the ether be set in movement by some force, matter would again form. Thus by the help of a refrigerating machine

দ্বারা অভিহিত হইয়া বোধ উৎপাদন করে, এবং যাহা প্রবর্তক, তাহা নিয়তই সেই বাহ্য চাক্ষুশ্যে উপসংক্রান্ত বা মিলিত হইতেছে। সেই মিলিত বা উপসংক্রান্ত অবস্থাই ধারক অভিমান। ইহারাই প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি নামক অন্তঃকরণের মূল দশমভ্রম। সাধারণ অবস্থায় আনাদের শরীর-স্মিরায়ক অভিমান সঙ্গীর্ণ এক ভাবে বাহ্যের সহিত মিলিত। অর্থাৎ আনাদের শরীরকে ধারণ, চালন ও শরীর সন্নিহিত বিষয়ের গ্রহণ, এই কথ-প্রকারেব সঙ্গীর্ণ ভাবনাত্রেই অবস্থিত। মেন্সেরিজন্, স্লেয়ার্ভায়ল, পরচিত্তজ্ঞতা (Thought reading) নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে অপবের শরীর-স্বৈচ্ছাপূর্নক চালন ও অসাধারণ গ্রহণ প্রভৃতি হয় \*। মহাভাবতের বিপুলো-পাখ্যানে আছে, বিপুল স্বীয় গুরুপত্নীকে আবিষ্ট করিয়া তাহার মুখ দ্বারা নিজ কথা বলাইয়াছিলেন। পূর্বে দেখান হইয়াছে, সনাধি-বলে ইন্দ্রিয়-শক্তি সকলকে সম্পূর্ণরূপে স্থল-শরীর নিয়মেণে করা যায় এবং যথেষ্ট নিয়োজিত করা যায়। এখন যেমন কেবলমাত্র শবীরের চালক যন্ত্রকে চালন করিতে পারা যায়, তখন সমস্ত জব্যকেই সেইরূপে চালিত করা যাইবে। এই সিদ্ধি বাহ্যসম্বন্ধে প্রধানতঃ হুইপ্রকার, ভূতবশিষ্ট ও তমাত্রবশিষ্ট। নীল-পীতাদি ভূতগুণের উপর আধিপত্য, বদ্বাধা জব্যের আকারাদি ও কাঠিগাদি ধর্ম পথিবত্তিত করা যায়, তাহা মহাভূতবশিষ্ট (এবং ভৌতিক-বশিষ্ট)। আর যাহা দ্বারা নীলকে পীত বা পীতকে রক্ত ইত্যাদিরূপে পরিবর্তন করা যায়, তাহা তমাত্রবশিষ্ট। অলৌকিক শক্তির চরম প্রকৃতিবশিষ্ট, তদ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়কে যথেষ্টরূপ-প্রকৃতি করিয়া নির্মাণ করা যায়। এক্ষণে একটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাউক। যোগস্থলে আছে, (সনাধির দ্বারা) উদান জয় করিলে শরীর লঘু হয়। গ্রহমধ্যে ও সাংখ্যীয় প্রাণতবে প্রদর্শিত

\* Miss Chandos Leigh Hunt ও বাঃ Animal Magnetism-সম্বন্ধীয় দৃশ্যপট  
এ দুই বিখ্যাত পিরা হন যে, Baron Du Potet নামক অনাধাণে মেসমেরিক-শক্তি সম্পন্ন  
একজন ফরাসির কথন কখন একপ্রপ শক্তি প্রাপ্ত হইত হইত যে, তিনি কোন দরদা পুস্তিকার  
ইচ্ছা করিলে দরদা আপনি পুস্তিকা খাইত। একজন দাস্ত্রাবী প্রাক্তপেও ইচ্ছাপূর্নক  
যদিও যোগ্যক হির করিয়া দিবর বা কোন জব্যকে পুনঃস্থিত করিবার ক্ষমতা ছিল।  
ইং একজন সেনারও শিপিষক করিয়া গিয়াছেন। অতএব সাধারণ অবস্থায় কখন  
কখন মিত শরীরের পর শরীর বা 'দ্য' অবস্থায় ইচ্ছাধীন কথা দায়।

হইয়াছে যে, উদান শরীরের ধাতুমধ্যস্থ বোধজনক । বোধ সকল শরীরের সর্লক্ষ্যন হইতে উদ্ভিত হইয়া উর্দ্ধে নস্তিকস্থ বোধ-স্থানে বাইতেছে । অতএব উদান ধ্যান করিতে হইলে সর্লক্ষ্যবীরের অন্তঃস্থল হইতে এক ধারা উর্দ্ধে বাইতেছে, এইরূপ বোধ করিতে হয় । সর্লক্ষ্যবীরব্যাপী সেই উর্দ্ধধারা ভাবনাতে সমাহিত হইলে অভিনান শক্তি শবীর-ধাতুতে উপ-সংক্রান্ত হইয়া তাহাদের (পূর্ল প্রকৃতি অভিত্ত কবিয়া) প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া শরীরকে উখানশীল-প্রকৃতি বা লঘু করে । অর্থাৎ শবীর ধাতুব পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ যে ক্রিয়া আছে, উর্দ্ধাভিমুখ-ক্রিয়াশীল অভিনানেব উপসংক্রান্তিব দ্বারা তাহা অভিত্ত ও অবিনীকৃত হয়, তাহাতেই শরীর লঘু হয় \* ।

। স্রগতের সমস্ত ধর্মই অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । সনাতন ধর্মের ত কথাই নাই । বৌদ্ধধর্মের প্রসারও অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শনে সাধিত হইয়াছিল । ঋতিল-কান্তপ, বিশ্বসার-রাজা প্রভৃতির পরিবর্তন অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া সাধিত হইয়াছিল । খৃষ্টান মুনগনানাদি ধর্মের প্রবর্তকগণ অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া অল্পচর-সংগ্রহ করিয়াছেন । সর্লক্ষ্যপ্রসিক সেই অলৌকিক শক্তি-ক্রমে হয় ও কেন হয়, তাহা যোগশাস্ত্রে ভগবান্ পতঞ্জলি সম্যক গুক্তিপূর্লক বগিয়া গিয়াছেন । সেই বিস্তৃত বিষয়ের সমস্ত তব এই সূত্র-গ্রহ মধ্যে বলা সম্ভবপর নহে । ইহা পাঠ করিয়া পাঠকের জিজানা উদ্দীপিত হইলে তিনি যদি যোগশাস্ত্রের সূত্রীর অলোচনা করেন, তবে তাঁহার সমস্ত তবই বিদিত হইবে ।

• ষাংহায়া সূপ্তোক্তে "Eddies in ether"-পর্ল্যস্ত বাক্যতঃ কল্পনা করিতে পারেন, তাঁহাদের এ বিষয় বুঝা তত কষ্টের হইবে না । শরীরের রক্ত মাংসাদি সমস্তই বিশেষ বিশেষপ্রকার "Eddies in ether", তাহারা বর্তমানে আনাদের শক্তি বিশেষের দ্বারা বিদ্যুত হইয়া রহিয়াছে । সেই বিদ্যারণ-শক্তি সাধারণ অবস্থায় একমাত্রভাবে সেই "Eddies in ether"এর উপর প্রযুক্ত রহিয়াছে । Etherএর ক্রিয়া সম্যক রুহ করিলে সাংক্রম্য অন্ত হইয়া বাইবে, আর সেই ক্রিয়া বিশেষপ্রকারে রুহ অথবা উত্তীত করিলে অথ্য লঘু বা তরু বা পারবর্লিত হইয়া বাইবে । অতএব সাংক্রম্য ও অব্যাহত শক্তির দ্বারা রক্ত মাংস-বিধগ "Eddies in ether"কে লঘু তাপনা-পূর্লক আরের কবিলে শরীর লঘু হইতে পারিবে । সাংক্রম্য নিদ্বিত্তেও এই কারণ কখন কখন শরীর লঘু হয় ।

মানবের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্কাপেক্ষা প্রাচীন সাংখ্যমত্ব হইতে সর্ক জগৎ শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি প্রাপ্ত হইয়াছে । অসাধারণ শক্তি-শালী পুরুষে বিদ্যাস অতি প্রাচীন কাল হইতে মানব-মনাজে প্রচলিত আছে । তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-নির্ঘের জন্ত আদৌ সাংখ্যগণী সুনর্ভিত্তি যুক্তি অবলম্বন কবেন । সাধারণ লোকে দৈবের ও জগৎকারণের প্রকৃত, তত্ত্ব কিছই ধাব ধারে না । কেবল মতায় বিদ্যাস ও অত্যক্ষুট জ্ঞান পুরুক কতকগুলি ধর্মনীতির আচরণ করে । সর্কজনীন মৈত্রী, কুরুগা, মুদির্তা এং অপকৃত হইয়াও দ্রোহতাণ (উপেক্ষা) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠনীতি সকল আদৌ সাংখ্য-গণ বা মুমুকু ঋবিগণ আচরণ কবিতেন । কিন্তু তাহূশ নীতিব পূর্ণাচরণ না করিলে কৈবল্যের সম্ভাবনা মোটেই থাকে না । পরবর্তী বৌদ্ধধর্মও সাংখ্যের উপর স্থাপিত । জিপিটকের আদিম ধর্মনীতি পর্যালোচনা করিলে সাংখ্যীয় কৈবল্য সাধনের সহিত কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না । অর্থ-ঘোষাদি পরাচীন গ্রন্থকারগণ বোধিসত্ত্বের মুখে অবশু নিজ নিজ মতই বলাইয়াছেন । বুদ্ধদেব প্রধানতঃ কিরূপে শাস্তি হয়, তাহারই উপদেশ কবিয়া গিয়াছিলেন, আত্মিকিকী বা Metaphysics সম্বন্ধে কিছই বলেন নাই । বস্তুতঃ বুদ্ধদেব সাংখ্যমত্বকে সাধারণ গোচর কবিয়া গিয়াছেন । সাধারণের জন্ত আত্মিকিকী বিদ্যার অবতারণা মোটেই উপযোগী নহে । বেমন অধুনা জন কালে শিষ্ণগণ অবতার নিম্মাণ করে ও সর্কাপেক্ষা স্বকীয় গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে, পরবর্তী বৌদ্ধগণও সেইরূপ কবিয়া গিয়াছেন ও পবম্পব বিবাদ কব্রিয়া নানা দর্শনের সৃষ্টি কবিয়া গিয়াছেন । কার্য্যকারণ-পরম্পরায় জগতের উদ্ভব-লয়, কাম, সংহতি, বাহুব হুঃখাধিক্য, চিন্তনিরোধ (“নির্লিকার্য্য সূত্রে বেরমচিন্ততা” প্রজ্ঞা-পারমিতা), কৈবল্য এং তত্ত্বজ্ঞান নৈত্র্যাদি সাধন ও সম্পূর্ণ আত্মসংযম প্রভৃতি মূল বিষয়ে বৌদ্ধ-ধর্ম পূর্বতন সাংখ্যের (এং ওপনিষদ ধর্মের) নিকট স্থণী । গ্রীকগণের ও বৌদ্ধ মূতগণের দ্বারা পাম্চাত্তা দেশে শ্রেষ্ঠতম ধর্মনীতি সকল প্রসারিত হয় । মহারাষ্ট্র অশোকের শিলালিপিতে আছে, তিনি ‘অতিথোক’-নামক যোন বা গ্রীক মন্ত্রণত্রির নিকট (ধর্ম-সম্বন্ধীয়) মূত প্রেরণ কবিতেন । অতিথোক বা Antiochus সিরিয়া দেশের অধিপ ছিলেন । আলেক্-সান্ডারের সেনানী সিদিউকস নিকটের সিরিয়ার রাষ্ট্রস্থাপন কবেন । তাহার

সংস্কৃত "অস্তিত্বশোক" অশোকের সমমানমিতিক (খৃঃ পূঃ ২৪৩) ছিলেন। এইরূপে ভারতীয় ধর্মনীতি এশিয়া মাইনর দেশে প্রচারিত হয় ও পরে খৃষ্টকর্তৃক সেমিটিক-জাতীয়দের প্রাচীন ধর্ম সুসংস্কৃত হয়। খৃষ্টকর্তৃক বে সংস্কার হয়, তাহাতে নৈত্র্যাদি শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি এবং ভগবৎপ্রেম বা Devotion এই দুই বিশেষ। কিন্তু ঐ দুই খৃষ্টের নবোদ্ভাবিত নহে, পূর্বেই ভারত হইতে গিয়াছিল। বস্তুতঃ ধর্মপ্রবর্তনিতাগণ প্রায়ই নূতন কিছু উদ্ভব করিয়া যান না, কিন্তু বর্তমান ধর্মনীতির সন্যকৃ আচরণ করিয়াই অসাধারণ লাভ করেন ; ইহা সম্প্রদায়গণের অরণ সাধা কর্তব্য। সন্যাসির অসাধারণ শক্তির বিষয়ও খৃষ্ট অবগত ছিলেন। "যদি তোমার সর্বপের ত্রায় অভ্যস্ত মাত্রও 'কেথ' থাকে, তবে তুমি যদি পর্ত্তকে সরিতে বল, তবে তাহা সরিবে," খৃষ্টের এই উক্তি এবং তাঁহার অলৌকিক-শক্তি-প্রদর্শন হইতে ইহা জানা যায়। S. Beal চৈনীয় বুদ্ধচরিতের অনুবাদগ্রন্থে বলিয়াছেন, জীঠানগণ বাহাকে 'কেথ' বলে, তাহাকে বৌদ্ধগণ সন্যাসি বলে। অতএব জগতের সমস্ত প্রধান ধর্মসম্প্রদায় সমস্ত গুরুতর বিষয়ে প্রাচীন সাংখ্য ও যোগের নিকট স্থগী।

## তত্ত্বসাধনের বিশ্লেষ ও সমবায় প্রক্রিয়া ।

### (অমুলোম ও বিলোম প্রণালীর যুক্তি ।)

১৪। সাংখ্যতত্ত্বালোক গ্রন্থে সংক্ষেপে তত্ত্ব সকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাতে বিশ্লেষ ও সমবায় প্রণালীর যুক্তি (Analytical and Synthetical Method) একত্র মিলাইয়া উপপাদিত হইয়াছে। পাঠকগণের বোধ-নৌকর্বার্থ এখানে সংক্ষেপে পৃথকরূপে ঐ দুই প্রণালীর দ্বারা তত্ত্ব সকল উপপন্ন করিয়া দেখান বাইতেছে।

### অমুলোম বা বিশ্লেষপ্রণালী (ANALYSIS) ।

১৫। ধাতু, পান্য, জল, বাতাস প্রভৃতির নাম ভৌতিক দ্রব্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটা গুণপুরুষের আনন্দা ভৌতিক দ্রব্য জাত হই। যদিও ক্রিয়া ও জড়তা নামক অপর দুইপ্রকারের ধর্ম ভৌতিক দ্রব্যে পাওয়া যায়, তথাপি তাহারা শব্দাদি-ধর্মের অঙ্গতভাবেই বুদ্ধ হয়।

ধর্মশূত্র কোন বাহ্যদ্রব্য কল্পনীয় হইতে পারে না। অতএব আপাততঃ বাহ্যক্রিয়ার আশ্রয়ীভূত পদার্থকে অজ্ঞেয় বা অকল্পনীয় বলিতে হইবে। পরে উহার স্বরূপ নিরূপণীয় (১১৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

১৭। বাহার দ্বারা আনন্দের বাহ্যদ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার নাম বাহ্য-করণ। তাহার ত্রিবিধ; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কশ্মেন্দ্রিয় ও শ্রোণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয়রূপে, কশ্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাব্যরূপে ও শ্রোণ সকলের দ্বারা ধার্য্য-রূপে বাহ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ—কর্ণ, দৃষ্, চক্ষু, বদনা, নাসা। কশ্মেন্দ্রিয় পঞ্চ—বাকু, পানি, পাদ, পায়ু, উপহৃ। শ্রোণও পঞ্চ, যথা—শ্রোণ, উদান, ব্যান, অপান ও সনান। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ের নাম জ্ঞেয়-বিষয়। কাব্যাদি বিষয়ের নাম কাব্য-বিষয়। বাহ্যোদ্ভব বোধার্থিষ্ঠানাদি পঞ্চ শারীরাত্মগণ শ্রোণের ধার্য্য-বিষয় (৪৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

১৮। বাহ্য করণ ব্যতীত আরও একপ্রকার করণ পাওয়া যায়। তাহা বাহ্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ নহে। তাহা অভ্যন্তরে থাকিয়া বাহ্য-করণগার্হিত বিষয় ব্যবহার করে। যেমন চিন্তা, উহা অন্তরেই কৃত হয়, কিন্তু বাহ্য-করণগার্হিত গো-ঘটাদি বিষয় নইয়াই কৃত হয়। বাহ্য-বিষয় ব্যবহার-কারি সেই আন্তর করণের নাম চিন্ত। চিত্ত নিয়তই পরিণত হইয়া যাইতেছে। সেই এক একটা চিত্ত-পরিণামের নাম বৃত্তি। অতএব চিত্ত বৃত্তিসকলের সমষ্টিরূপ হইল। চিত্তের বৃত্তি সকল দুই-প্রকার, শক্তি-বৃত্তি ও অবস্থা-বৃত্তি। বাহার দ্বারা জিয়া হয়, তাহার নাম শক্তি বৃত্তি, আর জিয়াকালে যে ভাবে চিত্তের অবস্থান হয়, তাহার নাম অবস্থা-বৃত্তি। প্রমাণাদি পঞ্চপ্রকার মূল শক্তি-বৃত্তি আছে (তাহাদের ভেদ ও লক্ষণ ২৩৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অপর সমস্ত বৃত্তিই তাহাদের অন্তর্গত। তাহার যথা—প্রমাণ, অমৃতভব, চেষ্টা, বিকল্প ও বৃত্তি। অবস্থা-বৃত্তি যথা—স্বপ, হৃৎ, মোহ; রাগ, ঘেব, অভিভিবেশ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নিদ্রা (৩৬৩৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

১৯। চিত্ত ও সমস্ত বাহ্য-করণের মধ্যে প্রখ্যা, প্রযুক্তি ও স্থিতি অথবা বোধ, জিয়া ও বৃত্তি (বারণবৃত্তি) সাধারণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কোন করণবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি দেখ, তাহাতে একরকম না একরকম বোধ, জিয়া ও বৃত্তি পাইবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন করণ ও চিত্তবৃত্তি সকল সেই প্রখ্যা, প্রযুক্তি ও স্থিতির ভিন্ন ভিন্নপ্রকার সংযোগস্বয় হইল। বোধ, জিয়া ও



ধারণশক্তি আসে। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ছাড়া বুদ্ধি হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত করণশক্তিতে আর কিছুই পাওয়া যায় না।

২০। অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল দেশব্যাপী নহে, তাহার কালব্যাপী। ইচ্ছা ক্রোধাদির দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি নাই, তাহার কতককাল ব্যাগিয়া চিন্তে থাকে মাত্র। বাহ্যক্রিয়া যেমন দেশান্তর প্রাপ্যমানতা, আন্তরক্রিয়া সেইরূপ কালান্তর-প্রাপ্যমানতা, অর্থাৎ অন্তঃকরণের ক্রিয়াকালে বৃত্তি সকল পর পর কালে অবস্থিত হয়, পর পর দেশে নহে। অতএব কালব্যাপী ক্রিয়া অন্তঃকরণের ধর্ম হইল, দেশব্যাপী ক্রিয়া বাহ্যদ্রব্যের ধর্ম হইল।

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, বাহ্যদ্রব্য (ভূত ও তন্মাত্র) বিশ্লেষ করিয়া রূপ রসাদিশূন্য এক মূলাধার পদার্থের ক্রিয়ামাত্র পাই, যে ক্রিয়া ইন্দ্রিয়গণকে উদ্ভিক্ত করিলে রূপরসাদি জ্ঞান হয়। রূপ রসাদি ব্যতীত বিস্তারজ্ঞান থাকিতে পারে না। বিস্তার ও রূপাদি জ্ঞান অবিভাজ্য, অর্থাৎ একটা থাকিলে আর একটা থাকিবে, একটা না থাকিলে আর একটা থাকিবে না। বাহ্যদ্রব্যের মূলভাব রূপরসাদিশূন্য, সুতরাং বিস্তারশূন্য, কিন্তু তাহা ক্রিয়ামূল্য। অতএব বাহ্যমূল-দ্রব্য বিস্তারশূন্য অথচ ক্রিয়ামূল্য পদার্থ হইল। উপরে সিদ্ধ হইয়াছে যে, অন্তঃকরণদ্রব্যেই বিস্তারশূন্য ক্রিয়া সম্ভব হয়। অতএব বাহ্যের মূলভাব অন্তঃকরণজাতীয় পদার্থ হইল। সেই বাহ্য জগতের মূলাধার অন্তঃকরণ যে পুরুষের, তাঁহাব নাম বিরাট পুরুষ। (৬১ পৃষ্ঠ ও ৬৭।২০৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।)

ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত অন্তঃকরণের ক্রিয়া হইতে জ্ঞান হয়। শব্দাদি বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া উদ্ভিক্ত হয়। সজাতীয় বস্তুই পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তজ্জন্ম বাহ্যমূল অন্তঃকরণজাতীয় হইল। অন্তঃকরণ ত্রিগুণাত্মক, অতএব বাহ্যদ্রব্য (বাহ্য মূলতঃ গ্রাহ্যতাপন্ন বৈরাগ্যান্তঃকরণের উপর বিবর্তিত) এবং আত্মর ভাব সকল, সমস্তই মূলতঃ ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সিদ্ধ হইল।

২১। বুদ্ধ্যামিতে গুণ সকলের বৈষম্য বা নূনান্বিকরূপে সংযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধ অর্থে ক্রিয়ার দ্বারা অন্তঃকরণের জাড্যতা বা

যে অন্তঃকরণ, তাহার এই অব্যক্তাবস্থার নাম প্রকৃতি । গুণের নাম্য ও তদান্বয় অন্তঃকরণ-লয় দুইপ্রকারে হন ; (১) নিবোধ-সমাধি-বলে ও (২) গ্রাহ-লয়ে (৬৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য) । ভাবপদার্থের অভাব অজ্ঞাত্য বলিয়া এই অব্যক্তা প্রকৃতি অভাবরূপ নহে । অতএব বাহ্য ও অধ্যাত্ম ভাবেব অব্যক্তরূপ চরম সূক্ষ্ম অবস্থা সিদ্ধ হইল ।

২২। পূর্বে ব্যক্তভাবেব মধ্যে আনিদ্যভাবে যে প্রধান, তাহা উপপাদিত হইয়াছে । অন্তরে প্রতিনিয়ত যে পর পব বোধবৃত্তি সকল উঠিতেছে, তাহাদের সকলের সহিত একস্বরূপ বোদ্ধ-প্রত্যয় সমুদ্রিত থাকে । কারণ বোদ্ধা 'আনিদ্য' বাতীত বিষয়-বোধ অসম্ভব । বোদ্ধ-ভাবেব মধ্যে দুই-প্রকার বোধ পাওয়া যায়, এক অনান্দ্যবোধ, আর এক আনন্দ্যবোধ । অনান্দ্য-বৈবয়িক ক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিক্ত হইয়া বৃত্তিপ্রবাহরূপ যে পরিণম্যানান বোধ বা জ্ঞানবৃত্তি হয়, তাহা অনান্দ্যবোধ । আর অনান্দ্যক্রিয়াব সহিত সংযোগ না থাকিলে (গুণসাম্যে) বোধের যে স্বরূপে অবস্থান বা স্বরূপবোধ, তাহাই আনন্দ্যবোধ, বা স্বপ্রকাশ, বা চৈতন্য, বা চিতি-শক্তি, বা চিৎ । যদি বল,

নিরনিধিত সৃষ্টান্তের দ্বারা সাংখ্যী-তত্ত্ব বিভাগ-প্রণালী মূলরূপে বুঝা যাইবে । মনে কর, একটি পুঙ্ক হুচিক্রিত বস্ত্র । তাহার তত্ত্ব একরূপে বিশ্লেষণীয়, যথা—প্রথমতঃ তাহাতে যে নানাধিধ চিত্র রহিয়াছে, তাহা মূলতঃ রত্ন, পুষ্প, অক্ষর, গজ ও লতা স্বরূপ ; তদ্ব্যতীত কতকগুলিতে কৃষ্ণবর্ণের আধিক্য, কতকগুলিতে রক্তের, কতকে যেতের আধিক্য । সেইরূপ আনন্দ্যের যতপ্রকার শক্তি আছে, তাহা অংশে বাহ্য হইতে বিভাগ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, তাহার তিনপ্রকার ; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কল্পেন্দ্রিয় ও গ্রাহ—প্রকাশ-ধিক, ক্রিয়াধিক ও স্থিত্যধিক । আবার বেধি, তাহার কলাদিয় দ্বায় এতৎকৈ পঞ্চ পঞ্চ-প্রকার । বস্ত্রের ফল পুষ্পাদিকে বিভাগ করিয়া দেখিলে বেধি যে, তাহার কতকগুলি সূত্রের (টানা ও গড়েন) বিশেষ বিশেষপ্রকার সংস্থান-ভেদ মাত্র । সূত্রগুলিকে বিভাগ করিলে দেখা যায়, তাহার কতক বেধী যেত, কতক বেধী রক্ত ও কতক বেধী কৃষ্ণ । পুনশ্চ তাহার আবার তিন তার, সেই তিন তার আবার তিন বর্ণের, যেত, রক্ত ও কৃষ্ণ । তত্ত্বের দিকে দেখিলে দেখা যায়, বাহ্য করণগণ সেইরূপ অন্তঃকরণতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ পরিণাম বা সংস্থান ভেদ মাত্র । অন্তঃকরণতত্ত্বের আবার বুদ্ধি সত্বাধিক, অহং রজোহধিক এবং ননঃ তমোহধিক । কিং বুদ্ধি, অহং ও ননঃ এই তিনে যেত, কৃষ্ণ ও রক্ত এই মূল ত্রিদ্বিতীয় সূত্রের দ্বায় মূলতঃ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিয়াছে । যেত, রক্ত ও কৃষ্ণ সূত্র যেমন সেই চিত্র-বিত্তিত বস্ত্রের মূল উপাদান, সেইরূপ গুণতত্ত্বও সন্যত করণের মূল উপাদান ।

পানে একই বোধ বাহুজ্ঞান-কালে পবিচ্ছিন্ন হয় ও বাহুজ্ঞান রহিত হইলে  
 অপরচ্ছিন্ন হয়, অতএব স্বায়বোধ জ্ঞাত ও পরিণামী হইল। নিম্নদিক্ হইতে  
 চিত্তশক্তিকে দেখিতে গেলে ঐরূপ (অর্থাৎ বৃত্তিসাক্ষ্য) দেখা যায় বটে,  
 কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বৃত্তিবোধ ও স্বায়বোধ স্বতন্ত্র ভাব।  
 স্বায়বোধ বা নিজেকেই নিজে জানা কখন পক্ষে জানা হইতে পারে না,  
 বা পরকে জানা ভাব কখনও নিজকে জানা হইতে পারে না। অতএব  
 স্বায়বোধ বা পুরুষ এবং বৃত্তিবোধ বা বুদ্ধি একরূপে প্রতীয়মান বিভিন্ন  
 পদার্থ (পুরুষ তত্ত্বের বিশেষ বিবরণ - ১০ পৃ: দ্রষ্টব্য)। এইরূপে বাহু ও আন্তর  
 সমস্ত পদার্থ বিশ্লেষ করিয়া ছই চরম পদার্থে উপনীত হওয়া যায়, এক—  
 পুরুষ, বাহা আমিরের প্রকৃত স্বরূপ, আর এক—প্রকৃতি বা অনাস্ত্রভাবের  
 চরম স্বরূপ। অব্যক্ত ভাব পুনশ্চ বিশ্লেষযোগ্য নহে এবং স্বায়বোধও নহে,  
 অতএব তাহাদেয় আর কাষণ নাই। যাহার কারণ নাই, তাহা অনাদি  
 ও নিত্য বর্তমান পদার্থ। বিশ্লেষপ্রণালীর দ্বারা এইরূপে ছই নিষ্কাষণ নিত্য  
 পদার্থ সঙ্গভাবের মূলস্বরূপ বলিয়া সিদ্ধ হইল।

### বিশালাম বা সমন্বয়প্রণালী (SYNTHESIS) ।

২৩। অতঃপর সমন্বয়প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ পুনোপপন্ন পুরুষ ও প্রকৃতি  
 হইতে কিরূপে সমস্ত আন্তর ও বাহু ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিচারিত হই

এইরূপ প্রত্যয় হইত এবং সেই পাও পূর্বে অভাবে যদি খাটের 'আমির' নাম হইত,  
 তাহা হইল পূর্ন নিয়ম বাধিত হইত। কামনিক উদাহরণের দ্বারা ঐমিত নিয়মের  
 অসমর্থ হইতে পারে না। এইরূপ অস্বপ্নের কথন সকলের অতিরিক্ত, প্রত্যয় করণের  
 লয়ে তাহার সঙ্গাহানি হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

এতদপেক্ষা সাধনের নিক হইতে পুরুষ সিদ্ধ করিয়া বুঝা সরল ও বৃন্দিত্য কাঙ্ক্ষক।  
 চিত্তের ইচ্ছা হইলে যে কোন আন্তর বা বাহু বোধ অবলম্বন করিয়া থাকি যায় (২০ পৃষ্ঠ)।  
 তখন মাল রূপ অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলে কেবলমাত্র জাজ্ঞান্যমান মালরূপ রূপে  
 আছে বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। সেইরূপ অন্তরে অন্তরে বিশেষরূপে স্থিরচিত্তের দ্বারা  
 বিচার করিয়া 'আমির প্রত্যয়মাত্র অবলম্বন করিয়া সমাহিত হইলে কেবল যে জাজ্ঞান্যমান  
 'আমির প্রত্যয়মাত্র থাকিবে তাহাই পৌলম্য বোধ। বসিতে পার না, তখন কিছুই  
 থাকিবে না কারণ শূন্যাবলম্বন করিয়া ধ্যান প্রবর্তিত হয় মই আমিরাবলম্বন করিয়াই করা  
 হইয়াছিল। চিত্ত কথঞ্চিদ স্থির করিতে পবিয়া এইরূপ ভাবনা করিলে ইহা সিদ্ধ হয়।

তেছে। প্রত্যেক জীবেরই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযুক্ত ভাব দেখা যায়, কারণ তদ্ব্যতীত জীবের হইতেই পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি-বিদ্যানান্দনার্থ বলিয়া সেই সংযোগভাবও অনাদি। পুরুষখ্যাতি বা স্বায়ত্ত্ববোধ-ভাবে অবস্থান করিলে সংযোগোৎপন্ন করণাদি বিণীন হয়। আর করণগণ, ব্যক্তভাবে ক্রিয়ামূল, থাকিলে (অর্থাৎ সংযোগাবস্থায়) পুরুষের বৃত্তিসারূপ্য-প্রতীতি হয়। পুরুষখ্যাতি হইলে সংযোগের অভাব এবং পুরুষের অখ্যাতি অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্যরূপ অযথাখ্যাতি থাকিলে সংযোগ ও তৎক্রিয়া দেখা যায় বলিয়া সেই পুরুষের অযথাখ্যাতি বা বিপরীত জ্ঞান বা অবিদ্যাই সংযোগের হেতু বলিতে হইবে। সংযোগ যেমন অনাদি, সেইরূপ অবিদ্যাও অনাদি। সংযোগ অনাদি বলিয়া তজ্জনিত জীবভাব (কর্মাণি অমুখ্যেই সহিত) অনাদি। “ধর্ম্মী সকলের অনাদি সংযোগ হেতু ধর্ম্মমাত্রেরও অনাদি-সংযোগ আছে,” মহানুনি পঞ্চশিখাচার্য্য এ বিষয়ে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব অনাদি করণ সকলের লয় ও উৎপত্তি কেবল অতিভব ও প্রাহর্ভাব মাত্র। শৌপবন ঋতিতে আছে—“অবিনষ্টা এব বিলীয়ন্তে, অবিনষ্টা এব উৎপদ্যন্তে”। স্মৃতি কথা—“ভূষা ভূষা বিলীয়ন্তে” ইত্যাদি (গীতা)।

২৪। ব্যক্তাবস্থার পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ দুই কারণ। এক অবিকারী †

• অবিদ্যা অর্থে বিপরীতজ্ঞান, জ্ঞানাভাব মর্মে। জ্ঞান সকল বৃত্তিস্বরূপ, অতএব বিপরীতজ্ঞান-বৃত্তি নস্ব-র নাম অবিদ্যা হইল। অস্ব-করণে বৈরূপ অবিদ্যা আছে, সেইরূপ বিদ্যা বা বরণখ্যাতির স্বীকৃত আছে। বক্তাবস্থার অবিদ্যার প্রাবল্য হেতু স্বরূপ-খ্যাতিভাব অতি অক্ষুণ্ণ। দুই বৃত্তির অন্তরাল অবস্থায় স্বরূপখ্যাতি থাকে, কিন্তু অবিদ্যার প্রাবল্যে বৃত্তি সকল এক ভ্রূ উঠিতে থাকে যে, অন্তরাল অলক্ষ্যবৎ হয়। নিম্নোক্ত বর্ণন খ্যাতি বা বৃত্তিস্বরূপকে প্রবল বা বাহ্যিক করিলে অবিদ্যা, বস্তুভূতা হইয়া কৈবল্য হয়।

† পুরুষার্থের দ্বারা পুরুষ বাক্তাবস্থার নিমিত্তকারণ হয়। পুরুষার্থ কি, তাহা উক্তমু-ক্রমে বুঝা আবশ্যিক। সাংখ্যমতে—পুরুষার্থিষ্টী প্রকৃতিঃ প্রবর্ততে”। সেই পুরুষ-বিজ্ঞান হইতে প্রকৃতি যে প্রেরণা পাইয়া অবর্ত্তিত হয়, তাহাই পুরুষার্থ। পুরুষার্থ হুৎপ্রকার, ভোগ ও অপবর্গ। ঐ উভয়ের তোতা পুরুষ। “পুরুষার্থিত ভোক্তৃত্বাবৎ কৈবল্যার্থঃ প্রবৃত্তেষ্টি”। পুরুষসিদ্ধির এহ দুই হেতু বিচার করিলে এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। আনি চিত্তে এর লীন করিলে ‘কেবল আন হই। সেই চিত্তাভাবের ছেদ ফল ‘আনার’ কৈবল্য। সে বন চিত্তাবিতে অপায় না, কারণ তাহার লীন হয়। তাহা “কেবল আনিদেহ” বাইয়া গব্যাবসিত হয়। অতএব ‘ন-হি তৎফলস্য ভোক্তা’ (যোগভাষ্য)। পুরুষকে বোধফলের

ভোক্তা স্বীকার না করিলে কে তাহার ভোক্তা হইবে ? বুদ্ধাধিরা হইতে পারে না, কারণ তাহারাই নীল হয়। বুদ্ধাধির লয়ই যখন নোফ, তখন নিজেদের ময়ের স্নেহেতু বুদ্ধাধিরা হইতে পারে না। হস্তরাজ কৈবল্যের অন্য অংশটির (এবং সেই কারণে ভোগের অন্য অংশটির) মূল্যহেতু পুরুষার্থ। পুরুষকে ভোক্তা না বলিলে কাহার নোফ ? তাহারও কিছু বাবদী থাকে না। মুক্তির সাধনাদি সব বৃথা হয়। তখনই বুদ্ধাবহার পুরুষকে হৃৎ হৃৎয়ের অপারনার্থিক ভোক্তা এবং দৈবলাবস্থায় শান্তী শান্তির পারমার্থিক ভোক্তা স্বীকার না করিলে বাতুলতা হয়। এই ভোক্তৃত্বের স্নায়ুও পুরুষের বহুই স্বীকার্য। অর্থাৎ যখন কেহ বক্ত কেহ মুক্ত ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায়, তখন তাহারের ভোক্তা পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন, ইহা নাগবত: স্বীকার্য। যখন রাম ও আন মুক্ত হইবে, তখন রাম ও আনের একরূপ বোধ হইবে না যে, আনও এক হইয়া গেলান। কারণ রাম স্ত্রীমাণি সমস্ত দ্বৈত পদার্থকে জুলিয়া ফেলিলে কেহ দেখিলে তবে মুক্ত হইবে, এবং আনও তরুণ করিলে মুক্ত হইবে। যখন তাহারের পরমার্থত: 'এক হইয়া বাওয়া' বোধ হওয়া অসম্ভব, তখন তাহার যে এক হইবে একরূপ বলিবার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই। বলিতে পার, তাহার যে বহু হইবে, একরূপও ত কোন প্রমাণ নাই। অবশ্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোন মুক্ত পুরুষ অন্য বহু মুক্ত পুরুষের সত্তা উপলব্ধি করিবে না বটে বরং সা ধ্যাত্তে তখন বেবল নিজেকেই শুধু বুদ্ধ অন্যত্র চিন্তা করিবে, তবে ব্যবহারদৃষ্টিতে যে বহুদের বিশেষ কারণ আছে এবং বহু না বলিলে যে বিশেষ বোধ হয়, তাহা ৬ পৃষ্ঠে অবশিষ্ট হইয়াছে। কেহ বলিবেন এ বিষয়ে কতই প্রমাণ। কিন্তু স্নাত্ত কখনও অন্যের বিষয় উপদেশ করেন না, আর অন্যার্থ যে সা ধ্যাত্তেও অসম্ভব, তাহা ৭ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য। অনেক 'বহু অন্যত্র সত্তা অনন্তব' বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেন অসম্ভব, তাহার কোন মুক্তি দেখাইতে পারেন না। কেহ কেহ দৃষ্টান্ত দেন যে, 'এক স্বর্ঘ্য যেমন বহু মানে আর্তাবিধিত হয় এক পুরুষও তরুণ', ইহা দৃষ্টান্তবাক্য হইয়া প্রমাণ নহে। স্বর্ঘ্যের দৃষ্টান্ত স খোরাত বহু-বিষয়ে দেন। উহার বলেন 'যেমন স্বর্ঘ্য সত্তা বহুদ্রষ্টা অথচ একরূপে অতীতমান, পুরুষগণও তরুণ। স্বর্ঘ্য একরূপে অতীত হইলেও বক্ত: বহু বিষয়ের সমাবেশনার। প্রত্যেক স্থানে হইতে সেই এক এক বিধ দেখা যায়। আর প্রত্যেক স্থানে হইতে এক একটা দর্পণ দিয়া যদি এক স্থানে সত্তা স্বর্ঘ্যপ্রতিবিম্বকে উপস্থাপিত করা যায় তাহা হইলে তখন এক স্বর্ঘ্য হইবে। অতএব স্বর্ঘ্যকে একত্র সমাবিষ্ট বহু বহু একরূপ বিধনমঞ্জি বলা হইতে পারে, পুরুষও তরুণ। অনেকের পক্ষে দৃষ্টান্ত ব্যতীত বুদ্ধিবার আর উপায় নাই বটে, কিন্তু স্বীকার্য স্বপ্নরূপে তব অবগত হইতে চান তদূপ পাঠকগণের নিকট অথুরোধ তাহার যে এইধকার স্বপ্ন বিষয়ে বাস্তব দৃষ্টান্তকে প্রমাণরূপ না জানিয়া ও তাহা ভাণি করিয়া সাক্ষ্যভাবে উপলব্ধি করিত্তে চেষ্টা করেন। আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। সম্যগন্যনের পক্ষে অর্থাৎ মোক্ষান্যনের পক্ষে পুরুষের বহুবাব বা একবাব ইহার মধ্যে যে কোন বাবই মূল্য উপযোগী। উহার কোন

নিমিত্তকারণ, আর এক বিকারী উপাদানকারণ। এই বিরুদ্ধ কারণের  
 থাকাতে ব্যক্তভাবে ঐবিধা দেখা যায়, যথা পুরুষায়মী প্রকাশশূল, অব্যক্ত  
 যমী স্থিতিশূল এবং উভয়সম্বন্ধী ক্রিয়াম্বে ভাব (১৫ পৃষ্ঠ স্তম্ভে)। একল  
 আধুনিক ব্যক্তি কি হইবে, তাহা দেখা যাউক। অব্যক্ত অনায়ত্তাব, স্বাভিক  
 চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত হইলে অব্যক্ত ব্যক্ত হইবে। অনায়ত্তাব ব্যক্ত  
 হওয়া অর্থে তাহার বোধ হওয়া অর্থাৎ চেতনাবৎ হওয়া। অশ্চৈতন্তত্ত্ব লৈ  
 বোধের অধিকারী হেতু, সূত্রাঃ অনায়ত্তবোধ তাহাতে আরোপিত হয় ময়।  
 ইহাতে ‘আমি’ (বোকা কঠাদিযুক্ত) এষ্টরূপ ভাব অর্থাৎ বুদ্ধি হয়। বস্তু  
 কারণের লিঙ্গ, অতএব বুদ্ধিতেও স্বকীয় হেতু ও উপাদান উভয়ের লিঙ্গ থাকিলে  
 তদ্বধ্যে অশ্চৈতন্তরূপ হেতুর আনিত্ত্বরূপ লিঙ্গ তাহাতে পাওয়া যায় এ’  
 ‘বাহুবোধ’ বা ‘অনায়ত্তের বুদ্ধিতাব’ রূপ অব্যক্তের লিঙ্গও তাহাতে পাওয়া  
 যায়। আদিম লিঙ্গ বলিয়া বুদ্ধির নাম লিঙ্গ বা লিঙ্গনাম। আর বোধ  
 এবং সত্তা অবিনাশিত বা অবিবেকব্য বলিয়া তাহার নাম সত্তানাম বা সবা।  
 অনায়ত্তবোধের আয়ত্তবোধে আরোপের নাম উপচার। চৈতন্তের দিক্ হইতে  
 ইহা বুঝাইলে হহাকে চিন্মায়া বা চিন্মাতাসে বলে। \* বাহুবোধ স্বপ্রকাশ  
 আনিত্তে বাইয়া শেষ হয়, কিন্তু শেষ আনিত্ত আয়ত্তবোধস্বরূপ, সূত্রাঃ তখন  
 অনায়ত্তবোধের ময় হয়। তজ্জ্ঞান অনায়ত্তবোধ চকল বা পরিণামী। অর্থাৎ

মাকে বোঝের কোন স্মৃতি হয় না, কারণ বোঝসামনে কেবল নিজেই চিন্মাত শুদ্ধ অনন্ত  
 বলিয়া জ্ঞানকে হয়, পর বা মনস্ত অনায়ত্তের জ্ঞান ছাডিতে হইবে। উভয় মতেই এতোক  
 দীর্ঘ চিন্মাত শুদ্ধ অনন্ত, সূত্রাঃ বোঝবিধের কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু মনস্ত ও  
 বুদ্ধিবার জন্ত পুরুষস্বরূপে স্বমধিক জ্ঞাত্য।

\* এবিধের ব্যক্ত উদাহরণ না থাকাকে উক্ত দূটাত্তের উদাহরণ নহে) যারা বুদ্ধান হয়,  
 মনি উপমজি করিতে গাল, তাহাকে নিম্নের ভিতর দেখা উচিত। মনে কর, আমি মনস্ত  
 : জ্ঞানবুদ্ধি বোধ করিগাম। বুদ্ধিবোধ হইলে অশ্চৈতন্তের নাশ হয় না, কারণ কোনও  
 : ময় নিজেই নিম্নের নাশক হইতে পারে না। তদ্বজ্ঞ তখন আমি কত্বয়াদিশূত্র হই।  
 এই ভাবের ধারণা করিতে করিতে তবে উপলব্ধি হয়। বিপরীত আর এক আকারের দূটাত্তের  
 : মাত ইহা বুদ্ধান ঘাট, যথা স্বাভিক বা সরসীৰ উচ্চনা। এই দূটাত্তের জেদ লহনা  
 : কহ কেই অস্বর্ক পোল করেন। তাহা হয় বৃট স্ব ও উদাহরণের ৩৭ পৃষ্ঠা উচিত।

কৰ্ণশক্তিৰ নিয়মক প্ৰতিনিয়ত অহুভবেৰ গণচয় কৰে । তাহাতে অশ্ৰিতা পৰিণাম প্ৰবাহ অক্ষয় হইতে বাহ্য আইসে ।

বাহ্যক্ৰিয়াৰ মণ্ডে গাৰা বোধো-পাদক, তাহাৰ সহিত সম্পৃক্ত হইয়া অশ্ৰিতা যে প্ৰতিনিয়ত তানুশী ক্ৰিয়াবতী হইতে থাকে, তাহাই বোধেৰ অধিষ্ঠান ধারণ প্ৰাণনশক্তি । তদগ্ৰাণ্য দাগ বাহ্যোদ্ভবশ্ৰুতবোধেৰ অধিষ্ঠান ধারণ কৰে, তাগ প্ৰাণ ও গাৰা ধাতুগত অশ্ৰুতবোধাধিষ্ঠান ধারণ কৰে তাহা উদান । যাহা স্বত. কাৰ্যেৰ হেতুভূত, প্ৰবণভাবে উত্তম্বনোদ্ভুধ ক্ৰিয়া ধারণ কৰে, তাহা ব্যান । প্ৰান্ত্যক ক্ৰিয়াই মন্তাচ বিকাশশীল বা Pulsative (ইহাৰ কাৰণ ১২৪ পৃষ্ঠ দ্ৰষ্টব্য) । সেই উত্তম্বিত ক্ৰিয়াৰ সন্তোচভাব-সম্পৃক্ত অশ্ৰিতা পৰিণাম অপান • । এবা অহুতম্বন-যোগ্য ষাভ্যতা-প্ৰধান ক্ৰিয়া সম্পৃক্ত অশ্ৰিতা পৰিণাম সমান । এইৰূপ বাহ্যক্ৰিয়া সম্পৰ্কে পৰিণত হইয়া অশ্ৰিতা বাহ্যকরণ স্বৰূপ হয় ।

২০। অত পৰ অশ্ৰিতা হইতে চিত্ত নামক আভ্যন্তর করণ বিকল্পে হয়, দেখা যাউক । বাহ্যকরণৰ কোন ব্যাপার বা বিষয় (২০ পৃষ্ঠ দ্ৰষ্টব্য) হইলে তাহা বুদ্ধ হয়, কাৰণ বোধ সৰ্গকরণেই অমানিক পৰিমাণে আছে । সেই বুদ্ধভাণ অন্ত বরণৰ স্থিতিস্থিত্ব ঘাৰা বিধৃত হইবে, কাৰণ ধারণ কৰাই স্থিতিস্থিত্ব কাৰ্য্য । সেই সৰ্গধারক (কৰণ ও বিষয় ধারক) স্থিতি বৃত্তিব বা তামস অশ্ৰিতান(নেনেৰ বাহ্যাপিত্ত বিষয় ধারণৰূপ যে পৰিণাম হয়, তাহাই চৈতিক স্থিতিস্থিতি । পূৰ্ণস্থত ভাবেৰ অহুভবসহযোগে বাহ্যভাব (গৃহমাণ বা গৃহীতমাণ) নিশ্চয়কাৰিকা অশ্ৰিতাপৰিণামেৰ নাম প্ৰমাণ বৃত্তি । তৰূপ কৰণগত ভাবেৰ (পূৰ্ণস্থত [স্থিতি] অথবা জ্ঞতমান [হুধাদি]) বোধ স্বৰূপিত্ত অশ্ৰিতা অহুভব । পূৰ্ণাশ্ৰুতবযোগে প্ৰকাশ্য কাৰ্য্যাদি বিষয়ৰ সহিত আয়দনক্ৰকাৰিণী অশ্ৰিতা বাহাতে শক্তি সক্রিয় হয়, তাহাই চেষ্ট বৃত্তি । হৰাও পূৰ্ণস্থত (সোমন সঙ্কে ও কমনাৰ) এবা জনিযমাণ (যেমন অব ধান চেষ্টাৰ) উত্তম্ববিধ বিষয় বাবহারকাৰী । বস্ত্ৰৰ ব্যবহাৰ সিদ্ধাৰ্য্য অবান্তব

• শৰীৰেৰ শেণী প্ৰকৃত শক্তিৰূপ তাহা উত্তম্বিত হইয়া ক্ৰিয়া হয় । ক্ৰিয়া হইলে শেণাৰি বিক্ৰিষ্ট হয় অতএব সেই বিক্ৰিষ্ট জবা বাহা হইতে শক্তি ক্ৰিয়াৰূপে কতক অংশত হইয়াছে তাহা শেণাৰি বিধাৰ জৰ সন্তোচবহা । তাহাই অংশ ন নামক অশ্ৰিতাৰ বিষয় । অতএব অংশন কৃত্তি-ক্ৰিয়া বা প্ৰতিনিয়তা বা অপক্ৰিয়-সম্পৃক্ত অশ্ৰিতা-পৰিণাম হইল ।

বিষয়ক শব্দাহুপাতী স্মৃতি-পরিণাম বিকল্প । ভাষাতে এইবৃত্তি অবশ্য-  
স্থায়ী, ইহা বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয়বিধ বিষয় ব্যবহার করে (যেহেতু  
বিদ্যমান বিষয় আশ্রয় কবিয়া অবাস্তব বিষয়কে লক্ষ্য কবে।) গৃহ্যমাণ, গৃহীত  
ও গৃহীত্ব্যমাণ এবং অগৃহ্যমাণ, এইপ্রকারে বিষয় ত্রিবিধ বলিয়া চিন্তেব  
ক্রিয়া বা ব্যবসায় মূলতঃ ত্রিবিধ; যথা, মদ্যব্যসায় বা বর্জনমানবিষয়ক, অমদ্যব্যবসায়  
বা অতীতানাগতবিষয়ক এবং অপরিদৃষ্টব্যবসায় বা অগৃহ্যমাণবিষয়ক । প্রথম  
= গ্রহণ, দ্বিতীয় = চিন্তন, তৃতীয় = ধারণ ।

২৭। প্রমাণাদি বৃত্তি সকলেব বিষয় ত্রিবিধ, যথা, বোধ্য, প্রবর্তনীয় ও  
ধার্য্য । সেই বিষয় ব্যাপার কালে চিন্তে যে গুণের প্রাহুর্ভাব হয়, তদ্ব্যবাহিত  
চিন্তাই অবহাগৃহীতি বা গুণবৃত্তি । ক্রিয়া ও জাড্যতার অন্নতা এবং প্রকাশের  
আধিক্য সাধিকতার লক্ষণ । অতএব যে বিষয় ব্যাপাব স্বল্পক্রিয়া বা স্বল্পায়স-  
নাধ্য অখচ খুব ক্ষুট, তাহাই সাধিক হইবে । এইরূপ বিষয়-ব্যাপাব হইলেই  
স্বথ হয় । অস্বকুল বেদনার তাহাই অর্থ । সেইরূপ রাজস বা ক্রিযাবহুল  
বিষয় ব্যাপারে চিত্ত অবস্থিত হইলে দুঃখ বা প্রতিকূল বেদনা হয় । আর  
যে বিষয় ব্যাপার অনায়াস সাধ্য কিন্তু যাহাতে বোধ অক্ষুট, তাহা স্বথ দুঃখ-  
বিবেক শূন্য মোহাবস্থা । এক্ষণে উদাহরণ দিয়া ইহা দেখা যাউক । মনে  
কর, চোমার গৃষ্ঠে কেহ হাত বুলাইতেছে । প্রথমতঃ তাহাতে বেশ স্বথ  
বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা যদি অনৈকরূপ ধরিয়া এবভাবে করা হয়,  
তখন যন্ত্রণা হইতে থাকে । অর্থাৎ প্রথমতঃ বোধ-ব্যাপারে (শেষের তুলনায়)  
ক্রিয়া যখন অল্প ছিল, তখনকার ক্ষুট বোধ স্বথময় ছিল । সেই ক্রিয়া  
বৃদ্ধিতে অর্থাৎ বোধ-ব্যাপাব যখন বহুল ক্রিয়া যুক্ত হইল, তখন দুঃখময়  
বেদনা হইতে লাগিল । পরে আবার হাত বুলাইতে থাকিলে যন্ত্রণা অত্যধিক  
হইয়া শেষে নিঃশব্দ হইয়া আর যন্ত্রণা অনুভবেরও শক্তি থাকিবে না ।  
তখন সেই বোধ-ব্যাপাবে গ্রহণক্রিয়াধিক্য ও তজ্জনিত স্বথ বা দুঃখের অনু-  
ভব থাকিবে না (এজন্য অতিপীড়ার শেষে আর দুঃখ বোধ থাকে না) ।  
সেই ক্রিয়াধিক্য ও ক্ষুটতা-শূন্য (স্বথ দুঃখের তুলনায়) বোধাবস্থার নাম মোহ ।  
এই জন্ত বলা হয়, সব হইতে স্বথ, রজঃ হইতে দুঃখ এবং তমঃ হইতে  
মোহ । সাধাবণ বিষয়-ব্যাপাবে (সাধারণ-বিষয়-গ্রহণে) স্বথ, দুঃখ ও মোহ  
অক্ষুটভাবে থাকে (যেমন সাধারণ খাওয়া শোয়া ইত্যাদিতে) । যখন অসাধারণ

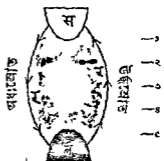


অর্বসিদ্ধি বা মিষ্টানাদি সংযোগ হয়, তখনই আমরা সুখ হইল বলি । সেইরূপ স্বার্থের সমাক্ষ ব্যাঘাত বা শবীরের স্বভাবতঃ (অম্লোদ্ভেব মাধ্য) যে অমুভব আছে, তাহাব বোধে অত্যাশ্রয়জনিত পীড়া প্রাপ্তিতে আমরা দুঃখ হইল বলি । এক অতিদুঃখের শকাব্দাত ভয় অথবা গুণতব শাবীব পীড়ায় বোধ চেষ্টা মোগ হইলে আমরা মোহ হইয়াছে বলি । সুখাদিরা বোধেরই এক একপ্রকার অবস্থা বলিয়া তাহাদের নাম বোধগতাবস্থান্তি । সুখ ইষ্ট বলিয়া তদমুত্তিপর্যক ালাতে চেষ্টা কার, সেইরূপ দুঃখ অনিষ্ট বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে চেষ্টা করি, আব মুখ হইয়া অস্বাধীনভাবে চেষ্টা কবি । এই ত্রিবিধ চেষ্টাবস্থাব নাম বাণ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ । এতদ্ব্যতীত আব একপ্রকার চিত্তাবস্থা হয়, তাহাদের নাম জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা । জাগ্রৎকালে প্রতি নিয়ত চিত্তেতে বাহ্যকবণজ্ঞত বোধবৃত্তি হইতেছে । যদিচ আনাদের অঙ্গ সকল মুখ্য এব\* তাহাদের এক একটীতে পর্যায়ক্রমে ব্যাপাব হয় কিন্তু চিত্তে নিয়তই ব্যাপার চলিয়াছে । গুণের অভিব্যক্তিভাবক স্বভাবে এই গ্রহণ ব্যাপারেরও অভিব্য হয়, তখন ইন্দ্রিয়াতিমুখ অবধানবৃত্তি (যাহা গ্রহণের মূল) অতিক্রান্ত হইয়া যায় । ইহা হইয়া কেবল চিন্তন ব্যাপার থাকিলে তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে । পরে চিন্তন ক্রিয়াও সমস্ত বৃদ্ধ হইলে তাহাকে নিদ্রাবস্থা বলে । জাগ্রদবস্থাব সমস্ত কবণাধিষ্ঠানই অজ্ঞত থাকিয়া চেষ্টা কবে । স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয় এব\* কতক পরিমাণে কশ্মেন্দ্রিয়ও জ্ঞত হয় এব\* অবধানবৃত্তিব অতিরিক্ত যে সকল চিত্তাধিষ্ঠান, তাহারা সক্রিয় থাকে । সুশুপ্তিকালে তাহারাও জাভ্যতা পায় । সেই জাভ্যতাবলম্বী বৃত্তির নামই নিদ্রা । নিদ্রাকালেও একপ্রকার অশুট বোধ থাকে, যাহাতে পরে ‘আমি নিদ্রিত ছিলাম এইরূপ স্মৃতি হয়, কারণ অমুভব ব্যতীত স্মৃতি সম্ভব নহে । জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিব জ্ঞায় প্রাণেব ওরূপ দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রা নাই, বাহা আছে, তাহা তামসস্ববিধায় আমাদের গোচর হয় না । এক নাগায় এককালে খাসবায়ু প্রবাহিত হয় দেখিয়া জানা যায় যে শরীরের বাম ও দক্ষিণ অঙ্গদ্বয় পর্যায়ক্রমে কাব্য কবে । সেইরূপ সনানাদির অধিষ্ঠানহৃত অংশ সকল কতক স্রণ কার্য করে ও কতক স্রণ স্থির বা জড় থাকে । স্বপ্নিও ও খাস যন্ত্রের সেই জাভ্যতা অল্পকালস্থায়ী, অর্থাৎ কতক কালের জ্ঞত ক্রিয়া ও পরে জাভ্যতা প্রতিনিয়ত পর্যায়ক্রমে চলে । প্রাণন ক্রিয়া তামস বা

জ্ঞানেচ্ছা-নিবপেক্ষ বলিয়া নিদ্রাকালে জ্ঞানেচ্ছা বন্ধ হইলেও উহার কায্যেব ব্যাঘাত হয় না। আদিম গুণ সকলের অভিভাব্যাবিত্যবক স্বভাব হইতেই শরীরাদিব প্রত্যেক ক্রিয়াই সঙ্কোচ-বিকাশী। চিত্তের সঙ্কোচ-বিকাশ (বৃত্তিরূপ) অতিক্রম, স্মৃত্যং জাভ্যতাক্রান্ত স্থলেন্দ্রিয়েব সঙ্কোচ-বিকাশ-ক্রিয়াব সহিত তাহা অসমঞ্জস। কতকগুলি চিত্ত-ক্রিয়া সম্পাদন কবিত্তে কবিত্তে স্থলেন্দ্রিয়েব স্ৰাস্তি বা অভিভব প্রয়োজন হব, কিন্তু চিত্তেব হয় না। তখন চিত্ত স্থলেন্দ্রিয়েব একাংশ ত্যাগ করিয়া অন্তাংশেব ঘারা কাৰ্য্য সম্পাদন কনায়। এই নিমিত্তেব ঘাণা উদ্বিক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল যুগ্ম যুগ্ম কবিয়া উৎপন্ন হইবাছে। চিত্তেব সেই ক্রতক্রিয়া যুগ্মাধিষ্ঠান সকলেব ঘারা কতকক্ষণ অসম্পন্ন হইলেও, চিত্তাধিষ্ঠানধারণকানিণী স্থলভিমানিনী প্রাণনশক্তি স্ৰাস্ত বা অভিভূত হইবা পড়ে, তাহাতেই স্বপ্ন ও নিদ্রা হয়। এই-জন্ত যাহাবা বিবয়জ্ঞানপ্রবাহ বন্ধ কবিয়া চিত্ত স্থিব কবিত্তে থাকেন, তাঁহাদেব ক্রমশঃ অন্তঃপ্রবিনাণ নিদ্রাব প্রয়োজন হয়, অথবা মোটেই হয় না।

২৮। বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত সমস্ত কবণশক্তিব নাম লিজশরীর \* ।

\* বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত করণ সকলের যে জাতি ও ব্যক্তির বিভাগ বরা হইয়াছে, তাহা কেবল মনাদি গুণসুসারেই কৃত হইবাছে ইহা জাতবা। নিম্নস্থ পরিলেখ বা Diagram ঘারা করণ সকলের জাতি ও ব্যক্তিতে কিক্রম গুণসংযোগ, তাহা অস্পষ্ট বুঝা বাহিবে। চিত্তের শ্বেতাংশ বসন্তগুণ, কৃষ্ণাংশ তমোগুণ, এবং স্তম্ভত্বসকারী শব্দচিত্তিক রজোগুণের নিবর্ণন। একটী পর উর্ধ্বপ্রোত বা তমঃ হইতে স্ফাতিমুৎপত্ত বা অঙ্গবাসিত ভাবেব প্রকাশক, আর একটী অধঃপ্রোত বা তমঃশক্তিযুগ বা প্রকাশিতের আবরক বা ধারক। এদণে চিত্তটিকে অস্তঃকরণের নিবর্ণন ধরিলে, ন আনিহরূপ বুদ্ধি, ব অভিমান এবং ত ধারক মন হইবে। অর্থাৎ সর্গকরণধারক, শক্তিভূত মন বিবণের ঘারা উদ্বিক্ত হইলে সেই উর্ধ্বক স-তে ঘাইয়া প্রকাশিত হয়, ইহাই প্রণ্যা। সেইরূপ ত-স্থিত আবৃত্ত অবস্থার সেই প্রণ্যা প্রত্যাবর্তন করে, তাহাই স্থিতি। এই এদণে ও ধরণে যে আত্যাত্মিক পরিবর্তন ভাব হয়, তাহাই প্রবৃত্তি বা বৃত্তি সকলের উপর ও অধঃপ্রণিয়া-প্রবাহ।



তাহার পর, ই চিত্তক গাছকরণত্রয়ের নিবর্ণন ধরিলে, ত এদণ অর্থাৎ প্রণবতঃ অধিষ্ঠান বা স্থিতি

তাহাদের অভিব্যক্তির জন্ত বৈষয়িক উদ্দেশ্যের আবশ্যিক। বৈষয়িক উদ্দেশ্যের অভাবে তাহাদের ক্রিয়া থাকে না ; ক্রিয়া না থাকিলে শক্তি অলক্ষ্য বা মীনভাব ধারণ করে। তজ্জন্ত বিষয়ের সহিত সংযোগ নিদ্রশরীরের অভিব্যক্তির জন্ত অর্থাৎ-নিমিত্ত। নিদ্রশরীরের অধিষ্ঠানকৃত বৈষয়িক বা ভৌতিক শরীরেব নাম ভাবশরীর। ভাবশরীর স্থূল বা পার্থিব এবং পার-মৌকিক হইতে পারে। সাংখ্যাশাস্ত্রে আছে—

তাব, র কর্ণেল্লির অর্থাৎ প্রধানতঃ প্রাণরূপ-শক্তি অবস্থার উদ্ভেদক বা ক্রিয়াভাব, এবং স জানেল্লির অর্থাৎ প্রধানতঃ উদ্ভিত শক্তির প্রকাশভাব।

এক্ষণে করণরূপে ত্যাগ করিয়া চিত্রটীকে করণব্যক্তির নিদর্শন ধরা যাক্কে। প্রথমতঃ চিত্রটীকে বুদ্ধির নিদর্শন ধরিলে স সাত্বিকবুদ্ধি বা 'জ্ঞাতা আমি,' র বাজসবুদ্ধি বা 'কর্তা আমি,' এবং ত তমসবুদ্ধি বা 'ধর্তা আমি' হইবে। সেইরূপ অহংকারের নিদর্শন ধরিলে, স বোধগত অতিমান, র চেষ্টাগত এবং ত স্থিতিগত অতিমান হইবে। উহাকে মন ধরিলে, সেইরূপ স জ্ঞানশক্তি, র কর্ণশক্তি এবং ত প্রাণনশক্তি অর্থাৎ মন বৈকারিক বা অন্তঃকরণা-তিরিক্ত করণের মূলশক্তি। (শব্দবাদিশক্তির) 'ধর্তা আমি' উদ্ভিক্ত হইয়া উর্ধ্বশ্রেষ্ঠ হইলে জ্ঞান বা 'জ্ঞাতা আমি' হয় এবং 'জ্ঞাতা আনির' আবহিতভাবে প্রত্যাবর্তনই "ধর্তা আমি"। অহংকার ও মনের সংঘর্ষে তজ্জগৎ।

এক্ষণে চিত্রকে বাহ্যকরণের কর্ণরূপ ব্যক্তির নিদর্শন ধরা যাক্কে। তাহাতে স শব্দ-জ্ঞানস্থান, র জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, এবং ত কর্ণপোলক। উর্ধ্বমুখ র গ্রহণশ্রেষ্ঠ এবং অধোমুখ র কর্ণাবধান-স্বরূপ। অস্তাঞ্জ বাহ্য করণে এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। কর্ণেল্লিরে এবং প্রাণে যে চেষ্টা আছে, তাহা অধঃশ্রেষ্ঠ এবং তত্তদগত আন্তেবাদিবোধ উর্ধ্ব শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে উক্ত চিত্র হইতে কিরূপে ত্র্যমশক্তি হইতে পঞ্চশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। চিত্রটীকে পুনশ্চ অস্তঃকরণ ধর, স বুদ্ধি, র অহং ও ত মন। বৈরাগ্যাত্ম্যমানের ক্রিয়া র দ্বারা অভিহিত হইলে অন্তঃকরণ বাহ্যকরণে পরিণত হয়, অতএব ধর ১, ২, ৩, ৪, ৫ হইতে ৫টি ক্রিয়াবেগ ঐ চিত্রটীকে অভিহিত করিতেছে। স ও ত তে প্রকাশ ও মীভাতা অত্যধিক, ক্রিয়া খুব কম অর্থাৎ ঐ দুই কোটি অত্যন্ত-পরিবর্তনীয় এবং স ও ত হইতে দুই মধ্যমরূপ সর্বাংশে পরিবর্তনীয়, বা ক্রিয়াশীল, বা ক্রিয়াগ্রাহক। অতএব যে ক্রিয়াবেগ স-তে অভিঘাত করি'ব, তাহা সর্বাংশে ক্ষুটরূপে গৃহীত হইবে, সেইরূপ ত তে সর্বাংশে ক্ষুটরূপে গৃহীত হইবে, এবং র-তে সর্বাংশে ক্ষুট ক্রিয়াশীলরূপে অভিহিত বেগ গৃহীত হইবে। ২ ও ৪ স্থানে মধ্যমরূপে অর্থাৎ সাত্বিক রাসস ও রাসস তামস তাহা গৃহীত হইবে। এইরূপে জ্ঞানেঞ্জিয়াবিয়া পঞ্চ পঞ্চ করিয়া উৎপন্ন হয়।

‘চিত্রং যথাশ্রয়মুত্তে স্থাখাদিত্যশ্চ বিনা যথা ছায়া ।

তদ্বন্ধিনা বিশেষৈর্ন ভিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং নিদ্রম্ ॥’

অর্থাৎ চিত্র যেমন পট ব্যতিরেকে বা স্থাখাদি ব্যতিরেকে যেমন ছায়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ (তান্মাত্তিক বা ভৌতিক অধিষ্ঠান) বিনা নিদ্র থাকিতে পারে না। অতএব কারণশক্তির অভিব্যক্তির জন্তু বৈষয়িক ক্রিয়ার যোগ থাকা চাই। আমাদের পক্ষবিধ জ্ঞানেঞ্জিয় সেই বাহ্য বৈষয়িক ক্রিয়াকে পক্ষভাবে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে কর্ণ সর্বাঙ্গপেক্ষা অব্যাহত ক্রিয়া গ্রহণ করে, অপরেবা ক্রমশঃ জাজ্যতাক্রান্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে। এ বিষয় গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে (৪০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাহ্যক্রিয়া বিরাত্‌নানক পুরুষবিশেষের অস্থিতা-প্রতিষ্ঠিত; সেই ক্রিয়ার তেদভাবই পক্ষ তন্মাত্র ও ভূতের স্বরূপতব। ইহাও গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। বিরাত্‌ পুরুষের নিকট অবশ্য ভূতরূপ বাহ্যক্রিয়া থাকিবে না; কারণ স্বকীয় আভিমানিক ক্রিয়া গ্রহণরূপেই প্রতিভাত হয়, গ্রাহ্যরূপে নহে।

এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে সমস্ত তব উদ্ভূত হয়। কোন বিষয়ের প্রকৃত মননের জন্য বিশেষ ও সমবায় এই উভয় প্রণালীর যুক্তির দ্বারা যুক্তিতে হয়। এইরূপ মননের পর নিদিধ্যাসন করিলে তবে ভবমাৎসকার হইয়া কৃতকৃত্যতা ও ত্রিতাপ হইতে একান্ততঃ ও অত্যন্ততঃ মুক্তি হয়।

### স্বপ্ন-পক্ষ-বিচার ।

২২। দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি মোক্ষ-প্রতিপাদক। তন্মধ্যে বাহার্য বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, তাঁহাদের নাম আত্মিক মুক্তি-দর্শন। আত্মিক দর্শনের মধ্যে কেহ কেহ জগতের ঈশ্বরকর্তৃক স্বীকার করেন, এবং সাংখ্যশাস্ত্র জগৎকে প্রকৃতি-পুরুষ-প্রজ্ঞাত কর্তৃশূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করেন। সাংখ্যীয় ঈশ্বর মুক্ত-পুরুষবিশেষ, স্মৃতরাং কর্তৃস্থানমানশূন্য। সাংখ্যগণ শ্রুতির প্রামাণ্য-বিষয়ে যে যুক্তি দেন, তাহার সার এই—আত্মা, নিরোধ-সমাধি প্রভৃতি অলৌকিক পদার্থ যদিও যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়, কিন্তু সেই যুক্তি-প্রবর্তনার ঘন্য অগ্রে প্রতিজ্ঞা চাই। অগ্রে প্রতিজ্ঞা না জানিলে

ওরূপ অনৌকিক পদার্থে যুক্তি প্রবর্তিত করা যায় না। সেই প্রতিজ্ঞা সকল আমবা পবম্পরাগত শাস্ত্র হইতে পাই, পবে যুক্তিব দ্বারা সিদ্ধ কবিয়া উপপত্তি কবি। বিজ্ঞ যিনি আদিম উপদেষ্টা, ঐহ্যার উপদেশক ছিল না, তিনি সেই প্রতিজ্ঞা কোথায় পাইলেন? অতএব স্বীকাৰ করিতে হইবে যে, আদিম উপদেষ্টা সেই সকল অনৌকিক বিষয় সাদাংকার করিয়া তবে উপদেশ কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব শাস্ত্র আদিতে সাদাংকারবাবী বা জীবন মুক্ত ('জীবন মুক্ত'—গাংখ্যাত্ত) পুরুষ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে—'ইতি শুক্রমো ধীরাণাং যেন সন্তব্যচচণিবৈ'। ঐহ্যাবা আদিতে সাদাংকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কিরূপে ওরূপ অনৌকিক বিষয়ে প্রবৃত্তি হইল? ইহ্যার উত্তরে প্রাগ্ভবীয় প্রবল সংস্কার বলিতে হইবে। কথিত আছে, কপিপৰ্বি মোক্ষ সাধনোপযোগী শূট জ্ঞান সহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পবে সাদাংকার কবিয়া আশ্রমি মুনিকে উপদেশ করেন। পূৰ্ণ সর্গেব জ্ঞান এইরূপে এই সর্গে প্রকাশিত হইতে পাবে। ঐহ্যাবা বেদ শকাৰ্বে বিজ্ঞা বলিয়া বুঝেন, তাঁহাবা এইরূপে পূৰ্ণ পূৰ্ণ কল্প হইতে আগত ব্রহ্মবিদ্যাকে অনাদি বলিতে পারেন। প্রচলিত হই তিনপ্রকাৰের ভাষাতে রচিত ঐহ সকলকে বেদ বলিলে নানা গোল হয়। জীবমুক্ত পুরুষের লক্ষণ পর্যালোচনা কবিলে তাঁহাদের উপদেশ কিরূপ অনবত্ত হইবে, তাহাব কতক জ্ঞান হইতে পারে। তজ্জন্য প্রচলিত শাস্ত্র সকলকে আদিম ধীরাণের উপদেশাবলম্বনে রচিত বলা ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। 'ইতি শুক্রম' এই শ্রুতিতে উহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। যে সাধনে জীবমুক্ত হয়, তাহাতে সমস্ত বাহ্যবিষয়ে চবমবৈরাগ্য করিতে হয়। তাঁহারা বাহ্যজগৎকে কিরূপ দেখেন, তাহা ভূত তন্মাত্র সাদাংকারে উক্ত হইয়াছে। এমন কি, তাঁহাদের বাব্যার্থ সঙ্গীর্ণ চিন্তবৃত্তিও ত্যাগ কবিত্তে হয়, এবং তাঁহাদের ব্রহ্মালিলোক কবতলগত হয়। অতএব বৃত্তিতে পাবিবে, ঐহ শূত্র পৃথিবী ও মতামত ঋগুনাদি বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ অভিক্রটি (অভিক্রটি বৃত্তিও তাঁহারা পূৰ্ণেই ত্যাগ করেন) হইতে পারে। তাদৃশ পুরব প্রারম্ভ: জনবৃদবৃদের ত্রায় বাহ্যজগৎকে লক্ষ্য না করিয়া কৈবল্য আশ্রম করেন। কেহ কেহ বা কারণ্যবশত: (তাঁহাবা পূৰ্ণে কারণ্য মৈত্রাদির দ্বারা চিত্তের পবিকর্ষ করেন, চিত্ত অতিব্যক্ত হইলে পভাবত. কারণ্যবৃত্ত হইয়াই হয়) স্বীকরণ চিত্ত অপবা নিশ্চয় চিত্ত আশ্রম

কবিতা আয়োগপল্লি উপদেশ কবেন। শ্রোতৃপুনঃসংগ তাহা ছন্দোবধে বিন্যস্ত কবিতা বাখিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্র আদিতে এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সাংখ্যশাস্ত্রের মধ্যে যোগভাষ্যই সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। উহা ব্যতীত সাংখ্যতত্ত্ব সম্যক বুঝিবার উপায় নাই। বিজ্ঞানভিত্তিক বলিয়াছেন যে, (প্রচলিত) ‘সাংখ্যাদিদর্শনান্যেব অসৌবাংশেযু স্বংস্রশঃ’। পঞ্চশিখাচার্য্যই সাংখ্যের আদিম স্বত্রগ্রন্থ বচনা কবেন। সেই এক এক উদ্ভঙ্গ মহাবক্ত-স্বরূপ সূত্র যোগভাষ্যকার স্বগ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতা যোগ-সমর্থন কবিতা। পঞ্চশিখাচার্য্যের গ্রন্থ অধুনা লোপ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে উদ্ধৃত বচনে আছে—“আদিবিদ্বান্ নিশ্চয়চিত্তমধিষ্ঠাৎ কারুণ্যাৎ ভগবান্ পবনধর্মিবাহুরগ্নে জিহ্বাসমানায় ভয়ং প্রোবাচ”। এইরূপে সাংখ্যশাস্ত্র আদিতে কথিত হইয়াছিল। যাহারা প্রচলিত সাংখ্যদর্শন কপিল ‘নিখিয়া-ছেন’ কি না বলিয়া মন্তব্য প্রার্থিত কবেন, তাঁহাদের ইহা অগ্রচিন্তন করা উচিত। পঞ্চশিখাচার্য্য মিথিলাধিপ জনক-বংশীয় নৃপবিশেষের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কাল জানিতে হইলে মহাভারতের প্রাচীন ইতিহাসের শবণ লওয়া ব্যতীত গত্যন্তব নাই। তাহাতে জানা যায়, তিনি যুদ্ধিষ্ঠিরাদির বহুপুত্রের লোক। বস্ততঃ পাণ্ডবদের সময় মিথিলা-রাজ্য ছিল না। তাঁহাদের মিথিলয়ে কোশল, উত্তর-কোশল, মল্লদের দেশ প্রভৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু মিথিলা পাওয়া যায় না। পঞ্চশিখা আত্মনির শিষ্য, আত্মনি কপিলের শিষ্য। কপিল-ধর্ম ও সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ উপনিষদেও পাওয়া যায়, যথা—‘ঋষিঃ কপিলঃ প্রসূতঃ পুরাণম্,’ ‘তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্’। আত্মজ্ঞান বেদেব সংহিতা-ভাগেও দৃষ্ট হয়; যেমন ঋক্-সংহিতার বাগাশ্রুণি ঋষি দৃষ্ট হইল, যাহা দেবী-শূক্ৰ নামে প্রচলিত। অতএব কপিলধর্ম পূর্বেও কোন কোন জীবন্ত ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহা মস্তাকারে স্মৃত হইয়া আসি-তেছিল। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন উপদেশ পদার্থোন্মেষমাত্র, সযুক্তিক নহে। কপিলধর্মই প্রথমে সেই চরম পদার্থে উপনীত হইবার নিম্ন সোপান সহ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই সোপান অবশ্য দ্বিবিধ—যুক্তিমার্গ, যাহা ছাড়া স্মৃত প্রতিজ্ঞার উপপত্তি হয় এবং সাক্ষাৎকাবমার্গ বা যোগ, যাহা ছাড়া সেই উপপত্তি বিষয়ের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম মার্গই সাধারণতঃ সাংখ্যনামে অভিহিত হয়। পক্ষ-শেখা ও অক্ষ-কথিতে বে ভেদ, সাংখ্য ও যোগেতে সেই ভেদ। পক্ষ-

প্রাচীন 'মেখর' ও 'নিরীখর' বলিয়া যে সাংখ্য ও যোগের চেন করেন, তাঁহা বালকতা মাত্র। স্বতঃ উভয়ের তবে বিনুমান্তও পার্থক্য নাই এবং হইতেও পারে না। প্রাচীন মনোবিগণ, ঐহাদের সত্য ও জ্ঞান প্রধান অবলম্বন ছিল, ঐহাদের অঙ্ক বিশ্বাসের তত আবশ্যকতা ছিল না, তাঁহারা প্রায়শঃ ঐ সাংখ্যতত্ত্বের দ্বারা জগতের হুস্মাতিহুস্ম ভাব উপলব্ধি করিয়া বৃত্তকৃত্য হইতেন।

৩০। তৎকাল সমস্ত প্রাচীন মোক্ষশাস্ত্রে সাংখ্য ও যোগ ভূরি ভূরি স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং মন্যাদিশাস্ত্রও তদবলম্বি দেখা যায়। সাংখ্যশাস্ত্রের দ্বারা জগতের উদ্ভব-লয়ের ও কারণের তব যেক্ষপ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা যে অজ্ঞাবধি জগতে অতুলনীয় ও গভীরতম, তাহাতে যে অঙ্ক বিশ্বাস ও অজ্ঞেয়বাদের অবকাশ নাই, তাহা বোধ হয় পার্থক্য মাদৃশ নিশ্চিত্তিও দেখানী ব দ্বারাও কতক সুস্থিতে পারিবে। কিন্তু গভীর জ্ঞান জগতের অঙ্গসংখ্যক লোকেরই রচিকর হয়। পরে রুচি বৈচিত্র্যে নানাপ্রকারে জগতের তব বুঝাইবার জন্ত নানা দর্শন উদ্ভাবিত হইল। উন্নত উত্তর নীমাংসা মোক্ষ-শাস্ত্র বলিয়া আদৃত। তাহা অবশ্য বিভিন্নরূপে প্রতীকমান শ্রুত্যাথের সমন্বয়ের জন্ত রচিত হয়। ব্রহ্মসূত্র সকল অতি অস্পষ্ট বলিয়া নানা ব্যাখ্যাকার তাহার বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ অর্থ কুরিয়া গিয়াছেন। আর তাহার প্রাচীন ব্যাখ্যাও নাই। অধুনাতন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে শঙ্কর মায়াবাদের পক্ষে, 'রামানুজ-নাঞ্চাচার্যাদি' বৈকন্যবাদের পক্ষে ও বিজ্ঞানভিক্ষু কতক সাংখ্য-বাদের পক্ষে, ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এতন্মধ্যে মায়াবাদ অথবা মায়াবাদ অপেক্ষা তৎকর্তাই সাংখ্যের প্রধান প্রতিপন্ন। মায়াবাদে এক মহামায় পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম জগতের মূলতব। তিনি স্বীয় মায় বা স্বেচ্ছার দ্বারা এই জগৎকথ মায়-প্রদর্শন করিতেছেন। যেমন ঐন্দ্রজালিক নানা-রূপ মায় প্রদর্শন করে, তক্রপ। তাঁহাদের মতে মায় বা ঐশী ইচ্ছা পরব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভেদ নহে, অতএব জগতের মূলতব অষ্টেইত। ইহাতে করেকটী মিজ্ঞাত হইতে পারে। যথা—(১ম) কর্তৃত্বভাবে কর্তা ও করণ থাকে, উহার স্বতন্ত্র পদার্থ, অতএব ঐ ঐশী ইচ্ছা কিরূপে পরমেশ্বরের অস্বত্বপ্ৰত্যয়ের সহিত অভিন্ন হইবে? তাহা হইলে চৈতন্য ও অন্তঃকরণ এক হয়। ইহার উত্তরে কোন মায়াবাদী বলিয়াছিলেন, ও বিষয় অনির্কাত্য, অর্থাৎ জানি না। (২য়)

মায়া প্রদর্শন কবিত্তে হইলে মায়াবী হইতে স্বতন্ত্র দর্শকের প্রয়োজন । নিজেই নিজেকে বিখ্যা মায়া দর্শন করাইতে পারে না । অতএব এই বুদ্ধি হইতে মহাভূতরূপ মায়া পরমেশ্বর কাহাকে প্রদর্শন করান ? উত্তর—অবশ্য জীববে । সেই জীব কে ? তন্মতে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, কিন্তু মায়াব ছায়া ভিন্নবৎ । অতএব জীবই যখন মায়া-মূলক হইল, তখন গোড়ায় পরমেশ্বর নিজেকেই মায়া-প্রদর্শন করাইতেছেন, বলিতে হইবে । কিন্তু তাহা অসম্ভব । অতএব কাহাকে যে মায়া-প্রদর্শন করাইতেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞান কাহার, তাহার উত্তর নাই । (৩য়) কণ্ঠাদি অনাদি, সূত্রবাং জীবইও অনাদি । অতএব বলিতে পার না যে জীব পূর্বে পরমেশ্বর ছিল, পবে জীব হইয়াছে । অনাদিকাল হইতে যদি জীব পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, তবে অনাদি ব্রহ্ম ও অনাদি জীব-রূপ স্বতন্ত্র তত্ত্বদ্বয় স্বীকার করিতে হয় (বৈষ্ণব দার্শনিকেরা এইপ্রকার স্বীকার কবিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন না) । এইরূপে মায়াবাদের মূল বহুদোষযুক্ত দেখা যায় । অন্যত্র জান যে সমস্তই মায়াস্বরূপ বা বিপর্যয় (অর্থাৎ বিপরীতজ্ঞান), ইহাতে সাংখ্যের ও মায়াবাদের ঐকমত্য আছে । কিন্তু সেই বিপরীতজ্ঞান যে ঘটনাছে, তাহা ত সত্য । সেই সত্য ঘটনার মূল কারণও অবশ্য সত্য হইবে ) অজ্ঞান দেখিবার সেই মূল কারণ কি ? মায়াবাদী বলিবেন, পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা মায়া । অতএব মায়া বা পরমেশ্বরের ইচ্ছা আছে, সত্য । এখন বিচার্য্য, ইচ্ছা ও পরমেশ্বর কি এক পদার্থ ? পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা অস্তঃকরণ-ধর্ম ; তাহার ছই মূল কারণ, এক চিন্তাত্র পুরুষ ও অপর অব্যক্ত ; তাহাদের সংযোগেই ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে, অতএব (ইচ্ছায়ুক্ত) পরমেশ্বরেরও চিৎ ও অব্যক্ত-রূপ ছই মূলভাব পাওয়া গেল । কর্তৃত্বাদি সমস্ত ভাবই ঐ ছই মূলভাবের সংযোগ হইতে হয় । তন্মধ্যে চিৎ নিষ্ক্রিয় ভ্রষ্ট স্বরূপ এবং অব্যক্ত ত্রিগুণায়ক ; তাহাদের সংযোগই ইচ্ছাদি সকল ভাবের মূল । ইচ্ছা কখনও মূল হইতে পারে না । স্রুতিতে আছে—

“দেবতৈস্যব (চিন্তাত্রপ্য) স্বভাবোহ্যনাত্মকানস্য কা স্মৃহা ।”

“নিবিচ্ছবাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিক্রিয়াত্রতঃ ।”

“নিবিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে ।

নভানাজ্ঞেণ দেবেন তথা চায়ং জগজ্জনঃ ॥”

ইত্যাদি স্রুতিও উচ্যব প্রতিপাদক ।



সম্ভ্রান্তাদি চিত্তবৃত্তি বাহ্যবিষয়োপহীযী। বাহ্যবিষয়েব স্ফুটি না হইলে ইচ্ছাদি হইতে পারে না। অতএব ইচ্ছার দ্বারা কখনও অজ্ঞাত পূর্ক পদার্থ সৃষ্ট হইতে পারে না। আব সৃষ্ট পদার্থ পূর্কজাত হইলে তাহারা অনাদি বর্তমান বলিতে হয়, স্মৃতবাং তাদৃশ ঈশ্বর জগতেন একমাত্র কাণ হইতে পারেন না।

### সাংখ্যের ঈশ্বর ।

৩২। “বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান মাজে প্রতিষ্ঠিত চিত্তেব সর্কজাত হইবে এবং সর্কজাতাবধিষ্ঠাতৃ হইবে”—এই যোগসূত্র হইতে জ্ঞানা যায়, চিত্তেব অবস্থা-বিশেষে সর্কজীববেবই সর্কজ্য ও সর্কশক্তিমত্তা লাভ হইতে পারে। এই-সমস্ত সমস্ত মুক্ত পুরুষই যে উপাধি কল্প কবিয়া মুক্ত হন, সেই উপাধি সর্কজ্যাদিযুক্ত হয়। সংসার যেমন অনাদি, তেমনই মুক্ত পুরুষও অনাদি-বাল হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে (৮৩ পৃষ্ঠা স্রষ্টব্য)। সেই অনাদি মুক্ত পুরুষই ঈশ্বর। আমরা পূর্ক দেখাইয়াছি (১৩৭ পৃষ্ঠা) যে, ইচ্ছা বিশ্বের মূল কারণ হইতে পারে না, কারণ তাহা সংযোগজ স্রব্য। ঈশ্বর হইতে স্রষ্ট পঞ্চম সমস্ত ভাবেব মূল কারণ চিত্ত ও অব্যক্ত। তাহাদেব সংযোগে বিশ্বের সমস্তই হইতে পারে। মনে হইতে পারে, ঈশ্বর বিশ্বের মূল উপাদানেব স্রষ্টা না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বিশ্বের রচয়িতা হইতে পারেন। পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা নিশ্চয়োজন; যেহেতু চিত্ত ও প্রধানই বিশ্বোৎপাদনে সমর্থ। বিশেষতঃ, এই হুঃখবহুল সংসার উৎপাদন করা কোন মহৎ পুরুষেব উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদি বল, হুঃখ না হইলে স্রষ্টেব মাহাত্ম্য বুঝা যায় না, তাই ঈশ্বর হুঃখ স্রজন কবিয়াছেন। তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, হুঃখ ব্যতীত স্রষ্ট বুঝাইবাব ক্ষমতা ঈশ্বরেব নাই, অর্থাৎ তিনি অল্পশক্তি। নচেৎ তিনি ত হুঃখ না দিয়াও কেবল স্রষ্ট বুঝাইতে পারিতেন। যদি বল, তিনি যদি আমাদের স্রষ্টা না হইলেন, তবে তাহারা দ্বারা আমাদের কি হইবে? কেন?—যে স্রষ্টা সর্কশক্তি হেতু তোমাকে কেবল স্রষ্টে বাধিতে পারিলেও, নানা প্রকার হুঃখ ভোগ করা ইবাব জন্য স্রষ্ট কবিয়াছেন, তিনি কি তোমার ভালবাসা পাও? যদি সরল যুক্তি অহুগারে চল, তবে সাংখ্যাহুগারে বলিতে পারিবে, ‘হে প্রভো! তুমি আমার এই হুঃখ ভোগেব কষ্টী নহ, কিন্তু তোমাকে উপাসনা কবিশে সমস্ত হুঃখ অপগত হয়, তাই তুমি আমার প্রিয়তম’। ঈশ্বর যদি নিষ্ক্রিয়,

তবে তাঁহার উপাসনার দ্বারা আনন্দের অশেষ সিদ্ধি হয় কেন? তোমার  
 যাহা অশেষ সিদ্ধি, তাহাতে আরই অপূরণ অনিষ্ট সিদ্ধি হয়। তুমি চাক্ষু-  
 পাইবে, কিন্তু তাহাতে ৫ ঘন উমেদার বিমল মনোরথ হইল। ঈশ্বর তোমার  
 ভাগ কবিত্তে পাইয়া ৫ ভনের মন্ করিলেন, ইহা বিশ্বাসনা না করিয়া  
 বর্ধের উপর ফলপ্রাপ্তি ন্যস্ত করা কি যুক্ত নহ? বস্তুতঃ ঈশ্বরোপাসনাও  
 একরূপ কৰ্ম, তদ্বারা সমস্ত অশেষ সিদ্ধি হইতে পারে। শাস্ত্রে (অবশ্য প্রাচীন  
 মূলশাস্ত্র) যে বহুতলে ঈশ্বরে কর্তৃক আরোপিত হইয়াছে তাহার গতি কি?  
 শাস্ত্রোপদেশ ছই দিক্ হইতে কৃত হইয়াছে, তত্বেব দিক্ হইতে ও  
 নাবনেব দিক্ হইতে। ইহা না বুঝিলে শাস্ত্রার্থের বিষম গোল হইয়া  
 উঠে। মনে কব—“ঈশ্বরঃ সর্গকৃতানাং স্বক্বেশেধ্বনু তিষ্ঠতি। জানন্  
 সঙ্গকৃতানি বজ্রান্‌ফানি মায়াঃ” ইহা যদি তদ্ব হয়, তবে কত গোল। আর  
 সাধ্যনের দিকে তোমার অনাগত ঈশ্বরতাকে ফদয়ে চিন্তা করিয়া নিজেব মধ্যে  
 যদি ঈশ্বর প্রকৃতির আপূরণ কবিত্তে চেষ্টা কব এবং তোমার যাবতীয় কৰ্মে  
 নিজকে অভিবানশূত্র ধ্যান কব, তবে কত মঙ্গল। ঐ ছই ব্যাখ্যানপ্রণালী  
 বুঝিলে আন কিছুই গোল থাকিবে না, নচেৎ অনেক গোল। ফলতঃ যত  
 আনন্দের জ্ঞান বুদ্ধি হয়, ততই আমরা লগধ্যাপারে কোন পুরষের ক্রিয়ামূলতা  
 দেখিতে পাই না কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাই। সাধ্যগণ বিশ্বের মূল  
 পর্যন্ত সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করাতে, করানলকবৎ এই বিশ্বকে সমস্তই বার্ষ্য-  
 কাবণপরম্পরা দেখেন, কোথাও না বুঝিতে পারিয়া ঈশ্বনেছাব উপর চাপাইয়া  
 উদ্ধাব পাইতে হয় না। কিন্তু লোকে যাহা না বুঝে, তাহাই ঈশ্ববলে  
 বলিয়া কাটাইয়া দেয়। উহা অজ্ঞানতার তুল্যার্থক। ক্রোধ, প্রতিহিংসা,  
 অশ্রনা প্রভৃতি যাহা মনুষ্যেরই গণে দোষ, তাহাও অজ্ঞলোকেব ঈশ্ববে  
 আরোপ কবিত্তে ক্রটি করে না। তুমি মনে কর, ঈশ্বর তোমার বত উপকান  
 কবিত্তার উদ্দেশে এই নদী স্বজন করিয়াছেন, কিন্তু পরতের জল পড়াইয়া  
 বাইয়া যখন ঐ নদী হয় তখন তাহাতে যে সকল প্রাণী প্রাণ হাবাইয়াছিল,  
 তাহাবা বলিয়াছিল, “কোন অস্তুর আমাদেব এই বিবন দুঃখ দিতেছে”।  
 যাহা হউক, এইরূপে সাধ্যযোগিগণ ঈশ্বরের নিজিয়মুক্ত্যরূপ স্বরূপতব  
 সূক্ষ্মজিত বুদ্ধি-বলে অবধারণ কবিত্তা বাছ সমস্ত ভাগ কবিত্তা তাহাতেই  
 অনন্তচেতা হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। ইনি মুখ্যসেবা নিগুণ ঈশ্বব

(সব, ব্রহ্ম: ও তমোগুণেব অবশীভূত)। এতদ্ব্যতীত আনাদেব এই ব্রহ্মাণ্ডেব অধিষ্ঠাতা হিবণ্যগর্ভরূপ ঈশ্বরও সাংখ্য-মিষ্ট। মুক্তিব এক পদ নির সোপানেব নাম সান্নিহ সমাধি; ইহাতে বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত সাংসারত্ব হন। তাদৃশ পুরুষ আত্মাভিমুখ হইয়া অবস্থান কৰিলে তাঁহাকে প্রকৃতিতীন বলে। তাঁহাবা নোক্ষেব জায় অবস্থায় থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদেব চিত্তেব পুন-কথান হয়, অর্থাৎ তাঁহাদেব অস্তঃকৰণ মুক্ত চিত্তেব ন্যায় সৰ্বকাল অব্যক্ত-ভাবে থাকে না, কিন্তু সৰ্গকালে আদিন ব্যক্তিব যে বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহাতে অবস্থিত থাকে। সেইরূপ ব্যক্তভাবে থাকিলে যোগোক্ত নিয়মে (৯৪ পৃষ্ঠ) তাঁহাদেব ব্রহ্মাণ্ডেব সার্কজ্য থাকে। সার্কজ্য থাকিলে সৰ্বব্যাপিহেবও ভাব থাকিবে। ব্রহ্মাণ্ডেব উপব তাদৃশ পুরুষেব ঈশিত্ব থাকে। তিনি ব্রহ্মাণ্ডেব উচ্চতম যে সত্য বা ব্রহ্মলোক, তথায় সম্যক্ অভিব্যক্ত থাকেন। অবশ্য যে যে পুরুষ সান্নিহ সমাধি স্থায়ত্ব কৰেন, তিনিই তাদৃশ-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া সেই লোকে যান। ননে হইতে পারে, তাদৃশ শক্তি-সম্পন্ন বহু পুরুষ থাকিলে কেহ না কেহ ত ব্রহ্মাণ্ডকে বিপদায়িত্ব কৰিতে পাবেন। যে সাধনে ঈকরূপ পদলাভ হয়, তাহা ভাবিলে আব উহা ননে হইবে না। নৈতী-করণাদিব দ্বারা চিত্তকে বাহাবা সম্যক্ স্থপরিষ্কৃত কৰিয়াছেন, বাহাবা বৈবাগ্যেব দ্বাবা ইন্দ্রজালকল্প বিষয়কে চিত্ত হইতে বিদূষিত কৰিয়াছেন, বাহাবা নিস্তবঙ্গ মহাত্মাধিকবল্ল পরমানন্দময় মহদাত্মভাবেই সদা অস্থবন্ত, তাঁহাবাই সেই পদস্থ হন এবং তাঁহাবা যে বালোচ্ছন্তেব জায় ব্যবহাব কৰিবেন না, তাহা নিশ্চয়। আমরা পূৰ্বেই দেখাইয়াছি (১০৯ পৃষ্ঠ), ব্রাহ্মণো-পনিবদেব প্রজ্ঞাপতি, শিব, বা বিষ্ণুই এই সাংখ্যীয় হিবণ্যগর্ভ। হিবণ্যগর্ভ অর্থে বাহাব গর্ভ বা অন্তৰ হিবণ্যমব বা মহাত্মাত্মজানময়। এই সগুণ বা সত্ত্বগুণপ্রধান ভগবানকে উপাসনা কৰিয়া-সাধকগণ তাঁহাব আভিনুধ্য লাভ কৰিতে পাবেন। নবা বৈদাস্তিকদেব বিশ্ব, বৈখানব ও প্রাজ্ঞ, সাংখ্যীয় গ্রাহ, গ্রহণ ও গ্রহীতাৰ কতক তুল্যার্থক। সাংখ্যীয় ঈশ্বর (অনাদিনুল), হিবণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষ, বৈদাস্তিকদেব ঈশ্বর, হিবণ্যগর্ভ ও বিবাতের সহিত কতক ভিন্ন। সাংখ্যমতে ঐ তিনই স্বতন্ত্র পুরুষ। কারণ মুক্ত ঈশ্বর বুদ্ধিতত্ত্ব-সাংসারকারী মাত্র হইতে পাবেন না, আব স্থল সমাধি মুক্ত হিবণ্যগর্ভ ও স্থল অস্তঃকৰণ ত্রিমা-শালী বিরাট এক হইতে পারেন না। অতএব

তাহারা বিভিন্ন পুস্তক। নব্য বৈদ্যান্তিকগণ হিরণ্যগর্ভকে সমষ্টিবুদ্ধির অভিমানী বলেন। সমষ্টিবুদ্ধির কোন বাস্তব অর্থ নাই, কারণ বুদ্ধি আনিব-প্রত্যয়-স্বরূপ, তাহাব নৃকসমষ্টির ছায় কিরূপে মনটি হইবে? বুদ্ধির অর্থ জ্ঞানশক্তি ধরিলেও তাহা প্রত্যায়-বেদনীয় জীব করণ হইবে, হিরণ্যগর্ভের করণ হইবে না। বস্তুতঃ বৃক্ষের সমষ্টি বন, এরূপ সমষ্টি বাচনিক মাত্র, বাস্তব একই নাই। শক্তির তুরীয় আয়তন এবং প্রকৃতিতত্ত্ব দৈশ্ববাদি সর্গপুঙ্কে সাধাবণ।

### লোকসংস্থান ।

৩৩। শাস্ত্রনতে আনাদেব এই ব্রহ্মাণ্ডের ছায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আছে। কারণ ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীন। অঙ্গীন কারণ-পদার্থকে সঙ্গীন কার্যেব ছারা ভাগ করিলে ভাগকল অসংখ্য হয়। পুঙ্কেই উক্ত হইয়াছে (৭৩ পৃষ্ঠ), সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের মূলশ্রয়-স্বরূপ বিরাট পুরুষের বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত। এই জন্ত বুদ্ধিতত্ত্ব-সাক্ষ্যকারিগণ সত্যলোকে অধিষ্ঠিত থাকেন। বুদ্ধি যেমন সর্গকরণের আধার, সত্যলোক সেইরূপ সর্গলোকের আধার। বাহ্য-দৃষ্টিতে দেখা যায়, চন্দ্র পৃথিবীতে নিবদ্ধ, পৃথিবী সূর্যে নিবদ্ধ (সূর্য যে পৃথিব্যা-দির ধারক, তাহা যজুর্বেদ ২০।২৩, ঐতরের ব্রাহ্মণ ২ প্রভৃতি শক্তির ছায়া জানা যায়), সূর্যও মচল; এইরূপে এক মূল কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া সমস্ত নিবদ্ধ বহিয়াছে। যে শক্তিব ছায়া গ্রহতারকাদি বিঘ্নত বহিয়াছে, তাহার নাম শেবনাগ বা অনন্ত। নাগ বহনবজ্র রূপকমাত্র, যেমন নাগপাশ।

“নমস্তে সর্পেভ্যঃ যে কে চ পৃথিবীনহ।” যে চান্তরীক্ষে যে দিবি” ইত্যাদি শ্রুতিতেও সর্গ কি, তাহা জানা যায়। শেবনাগ সেইরূপ ব্রহ্মের ধাবণ-শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৭৪ পৃষ্ঠ)।

“মণি-ভ্রাজ্জং-ফণ্য-সহস্র বিঘ্নত বিশ্বস্তব-মণ্ডলানস্তায় নাগরাজায় নমঃ” অনন্তেব এই নমস্তায় হইতেও স্বরূপ উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ তাঁহার সহস্র সহস্র ফণায় যে ভ্রাজ্জং মণি সকল বহিয়াছে, তাহাই পূর্কোক্ত (৭২ পৃষ্ঠ) স্বরূপপ্রত জ্যোতিষ্কনিচয়, যাহাব ছায়া এই আকাশ নিরুদ্ধ। সূসিংহতাপনী শ্রুতিতে আছে, নৃকেশরী অর্থাৎ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ সীবোদার্নবে বা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভাব্যকার বলিয়াছেন—

“যোগিবদাসীনঃ শেষভোগমস্তকপরিবৃত্তম্।”

অতএব সত্যলোকোপায় কবিতা যে শক্তি এই সকল লোক ধারণ করিয়া  
রহিয়াছে, তাহাই অনন্ত। যে প্রাচীন মনোবী প্রত্যঙ্গ কবিতা এই স্থগত  
উপদেশ কবিতা ছিলেন, তাহাব সর্পাক্রমক গ্রহণ কবিতাব আপও কাব্য  
আছে। সর্পেব গতি বেমন তবদ্বায়িত, তেমনি মনস্ত ক্রিয়াই তবদ্বায়িত,  
অর্থাৎ ‘সুবসংহব-গায়ক বা উচ্চাবচ (Pulsative or Saltatory) (১২৫ পৃষ্ঠ)।  
সত্যলোক হইতে তবদ্বায়িত ক্রিয়া নিয়ত প্রবাহিত হইয়া সর্বলোক বিধৃত  
কবিতা বাধিয়াছে, এইজন্য সর্প তাহাব স্থলব রূপক \*। যাহা হউক,  
সত্যলোকের নিম্নশ্রেণীতে যথাক্রমে তপঃ, জন, মহঃ, বঃ, ভুবঃ ও ভূ। শুক  
পৃথিবীটা ভুলোক নহে, এতৎসংলগ্ন এক মহান্ হস্তলোক ও ভুলোক এবং  
ঐচ্ছাত্ম্য অস্ত্রাশ্র লোক ও ভুলোক †। দিব্যালোক বিরাতের সাক্ষিকান্তি-  
নানে এবং স্থললোক বাহুসাক্ষিকান্তি-নানে প্রতিষ্ঠিত, আব তামসাক্ষিকান্তি-নানে নিবয়-

\* স্মরণ্য যদি বিশ্বব্যাপক শক্তি হয়, তবে অনন্তবিনোদী গুরুতও তাহার বিকৃত শক্তি  
হইবে। একটা যদি সাক্ষিকান্তি Centripetal force হয়, অষ্টটা Centrifugal force হইবে।  
একটা সাক্ষিকান্তি Cohesion ও আর একটা Diffusion হইবে। অতিমানেরও হু-  
এবার ক্রিয়া-প্রবাহ উক্ত হইয়াছে, এনটি অধঃপ্রবাহ ও অন্যটি বহিঃপ্রবাহ।

† ভুলোকের মহিমা সপ্তদ্বীপ, স্থলক পক্ষত অস্থিতি বর্ণিত হয়। তাহার সপ্তদ্বীপ  
স্থললোক। অধঃপ্রবাহ পরলোক-সর্পাক্রম আছে, “বৃত্তহৃদা মধুকুলাঃ স্থবোরবঃ স্তীবেণ  
পূর্ণা উনকেন দগ্না” ৩৩৩। তাহাই বোধ হয় পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের মূল। বামচার নিম্ন  
বেতাদের জন্ত এতাদৃশ লোক থাকিব, তাহা নিশ্চিত নহে। তাহা সপ্তদ্বীপ হইলেও পৌরাণিক  
সপ্তদ্বীপ সপ্তদ্বীপ না হইতে পারে, কারণ আদিম প্রকৃত আধ উপদেশ বটুস\*বাদে পড়িয়া  
এবং কবিতার সংযোগে যে বলাইচা যাহা, তাহাতে আশ্চর্য কি? আমরা ‘সাক্ষিকান্তি-  
Psychical Research Societyর Proceedings হইতে Dr. Wiltse নামক একজন  
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যিনি কতক সময় যুক্তবং ছিলেন, তাহাব সেই সময়ের অস্থিতি কতক অংশ  
উদ্ধৃত করিয়াছি (১৩ পৃষ্ঠ), এখানেও কতক বলিতেছি। পাঠকগণ ১৮৯৩ সালের ঐ মনিতার  
পত্রিকায় সন্নিবেশ বেরিতে পাইবেন। তিনি শরীর হইতে বিকৃত হওয়ার পর এক স্থল-  
শরীর ধারণ করিয়া আকাশমার্গে যাইতে লাগিলেন, তাহার বোধ হইল যেন দুইটি হস্ত  
তাহার পার্শ্ববর্তী ধরিতা তুলিতা লইয়া যাইতেছে (হেহা বোধ হয় শাস্ত্রে ‘জ আশ্বিক  
বেতঃ)। তবে তিনি দুইবেল প্রস্তরময় এক বস্ত্র পাইলেন এবং তাৎপরে তিনি দেখিলেন  
“Three prodigious rocks blocking the road There were four entrances, one  
very dark, the other three led into cool, quiet and beautiful country”

লোক প্রতিষ্ঠিত। পৃথিব্যাপ্তির অভ্যন্তরে অথবা যেনানে জাভ্যতা অধিক, তথায় অরুতানিগ্রাদি নিরয়লোক\*। বস্তুতঃ এই লগ্যণ্ডের সর্কব্যাপী যে অতি স্থলতন মূলভাব, তাহাই সত্যলোক ; তন্নিবাগ দেবগণের নিকট, তত্ৰস্ত্র অপর সমস্ত লোকই অনাবৃত। তদপেক্ষা স্থলতর ব্যাপী লোক তপঃ। অন্যান্যও সেইসম। নিম্ন-লোক-নিবাসিগণের উচ্চলোক আবৃত থাকে এবং তত্ৰদপেক্ষা নিম্নলোকগণ অনাবৃত থাকে। আনাদের এই দৃশ্তমান গ্রহ-তারকাদি ও তাহাদের বশ্যাদিপূর্ণ স্থললোক অতিস্থল বৈবাহ্যভিমাণে প্রতিষ্ঠিত। আনাদের ইন্দ্রিয়গণ তদনুরূপ স্থলক্রিয়াস্বক বলিয়া আনাদের স্থললোক সকল অগোচর থাকে। যে অবস্থায় জাভ্যতা অধিক, তাহাই নিবয় লোকের অবিষ্টান। নিম্নস্থ দেবগণ ইন্দ্রিয়েব যথাভিনযিত তপণ প্রাপ্তে স্থধী, আর উচ্চস্থ দেবগণ ব্যানাহান এবং তাঁহাবা অতি মহৎ আধ্যাত্মিক স্থখে স্থধী।

ইহাতে বোধ হয় স্থ.নক, নন্দন, নিশ্বন প্রভৃতি নিত্যন্ত কামনিক নহে। বস্তুতঃ আনরা স্থলসৃষ্টিতে যাহা অন্তরীক বলিমা দেখি, স্থলসৃষ্টিতে তাহা বিচিত্র-বোঝ হইতে পারে।

\* শরীর ও শরীরসংকীর ভাবের আবল্য থাকিলে নিরয়লোকে হয়। তাহাতে প্রেতশরীর গুরুত্ব বে.ব হয়, কিন্তু স্থলস্থলেহু পার্শ্বব শক্তির দ্বারা বাধিত না হইয়া পৃথিব্যা-ভ্যন্তরে নিবস্থিত বা পঠিত হইতে পারক। এক সময় আনাদের গুরুতর মানসিক পরিণয়ের প্রতিক্রিয়া-জনিত ক্রান্তিকালে তানসভাব অর্থাৎ স্থল শরীরতাব প্রাণ হইয়া স্থলশরীর স্থল হইতে বিযুক্ত হয়। আনার স্পষ্ট স্মরণ হয়, সেই কালে-আনার নিশাসনল যে গুহা ছিল, তাহার দ্বারবেশে আসিগা পড়িলাম। তখন আমার শরীর বিশেষতঃ-হৃদয়প্রবেশ নিম্নাভি-নুণে আবৃত হইতে লাগিল এবং আনার পদতল বেন অধোমুখ পদার্থবা বায়ু বা শূন্যে স্থাপিত বোধ হইতে লাগিল। তখন চিত্তের চাকলা কিছু অধিক হইয়াছিল এবং বোধ হইতে লাগিল যেন প্রত্যেক স্থানের সহিত আমার মূখের গঠন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। কি ঘটতেছে, তাহা আমি তখন বেশ লক্ষ্য করিতেছিলাম, এবং যখন বেশী কষ্ট হইতে লাগিল, তখন বসপূর্কক চিত্ত ছিন্ন করিয়া আশ্রয়ান জননন করলাম। তদ্বহুর্ভে আনার শরীর লবু হইয়া উর্ধ্বে উদ্ভিষ্ট হইল। অতএব পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে একপ্রকার স্থল নিম্নলোক আছে বলিয়া উক্ত হয়, তাহা অযুক্ত নহে। ষর্ককর্ষের লক্ষণ শরীর ও তৎসংকীর অভিমানেব বিরোধি কর্তৃ এবং অধঃপ্রলক্ষণ সেই অভিমানেব বর্ধক কর্তৃ। তাহা হইতে প্রেতশরীরের গুরুত্ব, ইন্দ্রিয়েব রুদ্ধতাব এবং অধ্যাত্মিক অপুরণীয় বানবা বস্তুতঃ মানসিক-চাকলা জনিত মহান্ বিবাদ আসে।

## কর্মতত্ত্ব ।

‘গহনা কর্মণো গতিঃ ।’

‘নেশ্বরাদিষ্টিতে ফলনিষ্পত্তিঃ, কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ ।’

‘ফলং কর্মায়ত্তং কিমমবগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,

নমস্তং কর্মভ্যো বিধিরপি ন বেভ্যঃ প্রভবতি ।’

### ১। লক্ষণ ।

সূ ১। অস্তঃকরণ, জ্ঞানেক্রিয়, ক্ష্মেক্রিয় ও প্রাণ, ইহাদের যে নিয়ত চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইতে তাহাদের পরিণামান্তর উৎপন্ন হয়, তাহা ছই-প্রকার ; (১ম) জীব যে চেষ্টা স্বতন্ত্র ইচ্ছাপূর্বক কবে, অথবা কোন করণবৃত্তির প্ররোচনায় করে, (২য়) যে চেষ্টা অবিদিতভাবে হয়, অথবা জীব যে চেষ্টা কোন প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া করে ।

সূ ২। প্রথমজাতীয় চেষ্টার নাম কর্ম বা পুরুষকার। দ্বিতীয়জাতীয় চেষ্টার নাম অদৃষ্টফল বা ভোগ। যাহা করিলেও করিতে পারি, না করিলেও কবিত্তে পারি, তাহা পুরুষকার, আর যে চেষ্টা অসমবাহী না যাহা কবিত্তেই হইবে, তাহার নাম ভোগ বা অদৃষ্টফল। মানবের অনেক চেষ্টা পুরুষকার, এবং পশুদের অনেক চেষ্টা ভোগ।

ভোগ শব্দ ছই<sup>২</sup> অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক—অস্বাধীন চেষ্টাসমূহ, আর এক—যশ ও দুঃখ ভোগ।

সূ ৩। ঋগ্‌জয়ের চলকহেতু ভূত ও কবণ সমস্তই নিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। কবণ শব্দ ঋগ্‌জয়ের বিশেষ বিশেষ সংযোগ মাত্র। পরিণাম অর্থে সেই সংযুক্ত ভাগের পরিবর্তন। এই অস্বাধীন স্বাভাবিক পরিণামই ভোগ বা অদৃষ্টফলা চেষ্টা।

সূ ৪। কর্ম বা পুরুষকারের দ্বারা সেই স্বাভাবিক পরিণাম দ্রুত হয়, অথবা তিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। যেমন আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থল নির্দিশেষে মিলিত, সেইরূপ পুরুষকার ও ভোগেরও মধ্যের ব্যবধান অনির্বেগ ; তবে উভয় পার্থ বিভিন্ন বটে।

সূ ৫। কর্ম ছই<sup>২</sup> প্রকার, দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। এই বিভাগ দুয়ের মনসাত্মক। বাহ্যিক বল বর্তমান অঙ্গে আকৃষ্ট হয়, তাহা

সংস্কারবানীক । তাহা কহ বর্তমান বা পূৰ্ণ পূৰ্ণ জন্মে কৃত হইতে পারে । তাহাব ফল ভবিষ্যৎ জন্মে আকৃষ্ট হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় । এতাদৃশ কৰ্মও বর্তমান বা পূৰ্ণজন্মের হইতে পারে ।

সূ ৬ । সুখ দুঃখ রূপ ফলাহুসারে কৰ্ম চতুৰ্থা বিভক্ত, যথা—ভুল, কৃষ্ণ, তুল, কৃষ্ণ এবং অনুরাহুষ্ণ । সুখফল কৰ্ম তুল, দুঃখফল কৰ্ম কৃষ্ণ, নিশ্চফল কৰ্ম ভুল কৃষ্ণ এবং অনুরাহুষ্ণ কৰ্ম সুখ দুঃখ শূন্য শাস্তিফল ।

প্রারম্ভ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত, এই তিন প্রকারেও কৰ্ম বিভক্ত হয় । বাহ্য ফল আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রারম্ভ, যাহা বর্তমান জন্মে কৃত হইতেছে, তাহা ক্রিয়মাণ এবং বাহ্য ফল বর্তমানে আরম্ভ হয় নাই, তাহা সঞ্চিত ।

## ২ । কৰ্মসংস্কার বা বাসনা ।

সূ ৭ । প্রত্যেক কৰ্মই অন্তঃকরণে ধারিত শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া থাকে । কৰ্মের এই আস্থিত অবস্থান নাম সংস্কার বা বাসনা । মনে কর একটী বৃক্ষ দেখিলে, পরে চক্ষু মুদ্রিয়া সেই বৃক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলে । ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বৃক্ষ দেখিবার পর অন্তরে সেই বৃক্ষের অহরূপ ভাব ধৃত হইয়া থাকে ।

সূ ৮ । অন্তর্নিহিত এই বৃত্ত ভাবই বাসনা । সমস্ত অহরূপ বিষয়ই বাসনারূপে থাকে । যদি বল, কোন কোন বিষয় স্মরণ হয় না দেখা যায়, ইহা ঐ নিয়মের অপবাদ মাত্র । চিন্তের শক্তিশক্তির দ্বারা সমস্ত বিষয়ই ধৃত হয়, বিস্মৃতির কারণ থাকিলে কোন কোন স্থলে সেই ধৃত বিষয়ের স্মরণ হয় না । বিস্মৃতির কারণ যথা—(১) অহুভবের অতীব্রতা, (২) দীর্ঘকাল, (৩) অবস্থান্তর পরিণাম, (৪) বোধের অনিশ্চলতা, (৫) উপলক্ষণাত্মক । বিস্মৃতির কারণ না থাকিলে, অর্থাৎ তীব্র অহুভব, স্বল্প কাল, সঙ্গ চিন্তাবস্থা, সমাধি নিশ্চল বোধ এবং উপলক্ষণ, এই সকল কারণ বিস্মৃত হইলে সমস্ত অন্তর্নিহিত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে (১২ স্বত্র উক্তব্য) ।

সূ ৯ । জীব যেমন অনাদি, তেমনি এই সংস্কার বা বাসনাও অনাদি । সংস্কার ত্রিবিধ—স্মৃতিফল এবং জাতি, আত্ম ও ভোগ ফল বা ত্রিবিধাক । যে সংস্কার কেবল উত্তরকালে নিজে অহরূপ স্মৃতি উৎপাদন করে, তাহা স্মৃতিফল, আর যাহা শক্তিরূপ হইয়া বহু চেষ্টা উৎপাদন করে এবং করণবর্গের প্রকৃতি পবিবর্তন করে, তাহাই ত্রিবিধাক ।



### ৩। কৰ্মাশয়।

স্ব ১০। অনাদিকাল হইতে জন্মকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন বাসনাব মধ্যে যে সকল বাসনা কোন একটী জন্মের কারণ, তাহা সেই জন্মের কৰ্মাশয়। কৰ্মাশয় একভবিক অর্থাৎ প্রধানতঃ একজন্মসঞ্চিত। কোন একটী জন্মের আচরিত কৰ্মের সংস্কারসমূহ পূৰ্ণ পূৰ্ণ-জন্মীয় সংস্কারপেক্ষা ক্ষুটতা নিবন্ধন প্রধানতঃ প্রায়ই তৎপবর্তী জন্মের বীজরূপ হয়, ঐ বীজই কৰ্মাশয়। কৰ্মাশয় একভবিক, ইহা স্থল নিয়ম। বস্তুতঃ পূৰ্ণসঞ্চিত সংস্কারের কিছু কিছু কৰ্মাশয়েব অন্তর্ভূত হয়। যেমন পূৰ্ণ পূৰ্ণ জন্মীয় সংস্কার কৰ্মাশয় হয়, তেমনি যে জন্ম কৰ্মাশয়েব প্রধান জনক, সেই জন্মেরও কিছু কিছু সংস্কার কৰ্মাশয়ে প্রবেশ করে না, তাহা সঞ্চিত থাকিয়া যায়।

স্ব ১১। কৰ্মাশয় পুণ্য, অপুণ্য ও নিশ্চ জাতীয় বহুসংখ্যক কৰ্মবাসনার সমষ্টি। সেই বহুসংখ্যক কৰ্মের মধ্যে কতকগুলি প্রধান ও কতকগুলি অপ্রধান বা সহকারী। যে বলবান্ কৰ্মাশয় প্রথমে ও প্রবৃষ্টরূপে ফলবান্ হয়, তাহা প্রধান। যে কৰ্মাশয় বীর অনুরূপ এক প্রধান কৰ্মাশয়েব সহকারি রূপে ফলবান্ হয়, তাহা অপ্রধান। পুনঃ পুনঃ কৃত কৰ্ম হইতে বা তীব্ররূপে অনুকৃত ভাব হইতেই প্রধান কৰ্মাশয় হয়, অন্যথা অপ্রধান কৰ্মাশয় হয়।

স্ব ১২। কৰ্মাশয় মুহূৰ্ত্ত সময়ে প্রোত্ত্বভূত হয়। মরণের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে সেই জন্মে আচরিত কৰ্মের সংস্কার সকল চিন্তে যুগপৎ উদ্ভিত হয়। তখন প্রধান ও অপ্রধান সংস্কার সকল যথাযোগ্যভাবে সঞ্জিত হইয়া উঠে, আব পূৰ্ণ পূৰ্ণ জন্মের কোন কোন অল্পকপ সংস্কার আসিয়া যোগ দেয়, এবং তজ্জন্মের কোন কোন বিসদৃশ সংস্কার অতিভূত হইয়া যায়। বহু সংস্কার যুগপৎ এককালে উদ্ভিত হওয়াতে তাহা যেন পিণ্ডীভূত হইয়া যায়; সেই পিণ্ডীভূত সংস্কার সমষ্টি বা কৰ্মাশয় মরণের অব্যবহিত পূর্বে উদ্ভিত হইয়া মরণ সাধনপূৰ্ব্বক একটী অনুরূপ শবীর উৎপাদন করে, ইহা একটী জন্ম। এইরূপে কৰ্মাশয় জন্মের কারণ হয়।

মরণকালে প্রমাণরক্তি বহির্বিষয় হইতে অপমৃত হওয়া হেতু কেবলমাত্র অন্তর্বিষয়ালম্বিনী হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি বিষয়ান্তর পদ্বিত্যাগ কবিয়া কেবলমাত্র এক বিষয়ালম্বিনী হইলে সেই বিষয়ের অতিশুট জ্ঞান হয়, স্ততবাং মরণ কালে অন্তর্বিষয় সকলের ক্ষুটস্থান হয়। অন্তর্বিষয়ের কোন অর্থে সংস্কারাহিত

বিষয়ের অল্পত্ব অর্থাৎ পূর্নাহুত্ব বিষয়ের স্বরণ। অর্থাৎ জীবনকালে জ্ঞান-শক্তি সেহাতিমানের দ্বারা নিয়মিত থাকে, কিন্তু মরণের সময় সেহাতিমানের দ্বারা অসমর্থী হওয়াতে জ্ঞানশক্তি অস্বীকৃত বিষয় হয়। সেই বিষয় জ্ঞানশক্তি তখন বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কপূত্র হওয়াতে অন্তর্দর্শনমকল "ফুটনপে অহুত্ব হয়। মরণকালে আত্মবানর ঘটনা স্বরণ হইবার ইহাই কারণ।

মরণকালে যাহা হয়, তাহা যাহা যোগতাত্ত্বিকের বর্ণিতাছেন—“তথাৎ অমরণশক্তি”র কৃতপুণ্যাপুণ্যকর্মসমূহের প্রয়োজ্যে \* \* \* প্রায়শ্চিত্তবাক একপ্রকারের মিলিত্য মরণ-প্রমাণা সমুচ্চিত্ত এতদেব মন্য কথোক্তি।” প্রাচীন এই আর্থাবাক্যের ঘটনা প্রমাণ অর্থাৎ Phenomenal proof প্রমাণের \*\* পৃষ্ঠ টিপনীতে প্রবর্তিত হইয়াছে। De Quincey তাঁহার Confessions of an English Opium-Eater প্রমাণ বর্ণিতাছেন যে, তাঁহার এক আত্মীয় বালিকা কালে মনে ভুবিবে উন্মোচিত হন। জনমান্য ব্রহ্মসং হইলে তাঁহার আত্মীয় নর মনস্ত কার্য অঙ্গকাণের মধ্যে যেন সুপর্ণ স্বরণ হয় (“She saw in a moment her whole life, clothed in its forgotten incidents, \* \* \* not successively but simultaneously”) Night Side of Nature পুস্তকে Seeress of Prevorst নামক এক স্ত্রী উচ্চতরের স্নেহভাষ্যক, যিনি মৃত্যু-শেষ সকল লোকের চৈত্রিক ঘটনা স্বর্ণসং দেখিতে পাইসেন তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে যথা—“And this renders comprehensible to us what is said by the Seeress of Prevorst and other somnambules of the highest order, namely, that the instant the soul is freed from the body it sees its whole earthly career in a single sign and pronounces its own sentence” (Chap X) কর্মতত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ন দর্শন-গণের উক্তির দ্বারা স্ত্রী আর্থাবাক্যের একরূপ সমাধি সোষণ সর্বস্বের প্রবর্ত্য। সর্বস্বের মনে যাহা উচিত তাঁহারো যাহা করিতেছেন, তাহা মরণকালে স্বর্ণসং উচিত হইবে, -ব\* বর্ণি-শাসন কর্মের বাহ্য্য সেই কর্মসং থাকে, তবে পশুপ্রকৃতির আশ্রয় হইয়া তিনি গবে পশু হইবেন। যদি দেশপ্রকৃতির উপযোগী কর্মের বাহ্য্য থাকে, তবে দৈব এবং সেইরূপ নামক জন্ম পাইবেন। অন্তর্দর্শন গীতার “য য়াশি” ইত্যাদি উপদেশ স্বরণ করিয়া সর্বা উচ্চত্ব ভাবিত থাকিতে চেষ্টা করা উচিত যেন মৃত্যুকালে কোন গণমতাব প্রকৃষ্টরূপে উচিত হয়। স্ত্রীতত্ত্ব আছে—“তবেব সস্তং মহ কর্মসংগতি লিঙ্গ” মনো যত্র নিবর্তমহ।

### ৪। কর্মসংকল।

সূ ১৩। কোন কর্মের স দ্বার যদি অলক্ষ্য অবস্থা হইতে লক্ষ্যাবস্থায় আবেদন হয়, তত্বেব শরীরাধিতে যাহা ঘটে, তাহাকে সেই কর্মের ফল বলা যায়। তদ্বধ্যে স্বত্বিকর্ম কর্ম কেবলমাত্র স্বসদৃশ স্বরণবোধ উৎপাদন

করে ; আর ত্রিবিপাক কর্মের সংস্কার আকৃষ্ট অবস্থায় আসিলে সেই কর্মের যেরূপ প্রকৃতি, তদনুগুণ জাতি, আয়ু ও ভোগ উৎপাদন করে । স্মৃতিফল ও ত্রিবিপাক, এই উভয়বিধ সংস্কারের মধ্যে যাহা দৃষ্টজন্মোই আরম্ভ হয়, তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয়, আর যাহা ভবিষ্যজন্মে আরম্ভ হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় । চর্ম অত্যধিক ঘুষ্ট হইলে কড়া হয়, বা ঘর্ষণ-কর্মের দ্বারা চর্মের প্রকৃতি পরি-  
বর্তিত হয় । এতাদৃশ কর্ম দৃষ্টজন্মবেদনীয় । আব বর্তমান আবদ্ধ কর্মফলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে যে কর্মের ফল ইহজন্মে আনন্ড হইতে পারে না, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় ।

সূ ১৪ । কর্মের ফল বা সংস্কারের ব্যক্ততা ঘনিত ঘটনা প্রধানতঃ তিন-  
প্রকার—জাতি, আয়ু ও ভোগ । সংস্কার হইতে করণ মবলেব যে যে বিশেষ  
বিশেষ প্রকার বিকাশ হয় এবং তৎসঙ্গে শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতির যে  
ভেদ হয়, তাহাই জাতিফল । সংস্কারের বলাহুসাবে বা অল্প কারণে যত  
কাল জাতি ও ভোগ আকৃষ্ট থাকে, তাহাব নাম আয়ু । আর সংস্কারের  
প্রকৃতি অনুসারে যে সুখ বা দুঃখ সম্প্রাপ্তি হয়, তাহার নাম ভোগ ।

### ৫ । জাতি ।

সূ ১৫ । করণ সকল গুণত্রয়ের সন্নিবেশ বিশেষ নাত্র । সেই সংযোগের  
তারওম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন করণ উদ্ভূত হয় । অতএব করণে গুণসংযোগেব  
ভেদই জাতিভেদের কারণ । গুণসংযোগের ভেদ অসংখ্যপ্রকারের, হইতে  
পারে বলিয়া জাতি অসংখ্যপ্রকারের, অর্থাৎ বিশেষ যতপ্রকার জীবনোনি  
আছে, তাহা সংখ্যাতীত । জাতির অসংখ্যগতের 'আব এক হেতু এই যে,  
জীবনিবাস লোক সকল অসংখ্য এবং তাহাদের ভৌতিক প্রকৃতিও ভিন্ন  
ভিন্ন । সেই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন লোক সকলে অসংখ্যপ্রকার প্রাণী থাকাই  
মস্তবশত ।

জাতি স্থলতঃ ত্রিবিধ, ইহলৌকিক ও পাললৌকিক । উদ্ভিঞ্জ হইতে মানব  
পর্যন্ত প্রাণিগণ ইহলৌকিক । দেবগণ ও নিবরবাসিগণ পরলৌকিক জাতি ।  
পার্শ্বিক জাতি তিনপ্রকার, উদ্ভিজ্জাতি, পশুজাতি ও মানবজাতি । উদ্ভিজ্জাতিতে  
তানসিকতাব ও মানবজাতিতে সাদিকতাব সমধিক প্রোচ্ছর্ভাব । পশুজাতি  
উদ্ভিদৃ মদৃশ অবনত যোনি হইতে মানবদেশায় উন্নত যোনি পর্যন্ত বিস্তৃত ।

সূ ১৬ । অসংকরণ ও ত্রিবিধ সংস্কারের শক্তির বিকাশের স্বেদাহুসাবে

যদি কোন মানব জনেন্দ্রিয়ের অত্যধিক কৰ্ম করে ও আকাঙ্ক্ষা করে, তবে মানবশরীরের অসংখ্যতা নিবন্ধন তাহার মনোহীন হয়। পরে যুক্তিবাহু জনেন্দ্রিয়-বিষয়ক এখন ভাব উদ্ভিত হইয়া কৰ্মাশয়কে অনুভূত করে। তাহাতে আয়ত্ত কল্পণ সঞ্চিত সংস্কারও উদ্ভব হয়। অর্থাৎ যে পাপের জাতিতে জনেন্দ্রিয়ের অতিপ্রাবল্য, তাবুণ অকৃতির আপুণ হইয়া তদনুৰূপ কৰণবাক্তি হস্তত মানবেৎ পত্তন্ন হয়।

সু ১৯। হুশশবীৰ-ভোগেৰ পর শ্রায়শঃ জীব এক হুশ্ব ভোগ দেহ ধাবণ করে। এই ভোগ দেহ দৈব ও নারক-ভেদে দ্বিবিধ। কৰ্মাশয়ে যদি সাধিক বাসনার প্রাবল্য থাকে, তবে জীব যে সুখময়, হুশ্ব ভোগ-দেহ ধারণ কবে, তাহা দৈব, আর তমোগুণের প্রাবল্য থাকিলে যে কষ্টময় দেহ ধাবণ কবে, তাহা নারক। ভোগক্ষয়ে জীব পুনৰায় হুগদেহে জন্মগ্রহণ কবে। সেইকালেও কৰ্মাশয় হয় (৭৪ পৃষ্ঠা ৩৪৩)। তাহাই হুগদেহে পূৰ্ণতন 'দীৰ্ঘ-জীব'।

দেহ সকল ঔপপাদিক ও সাধাবণ-ভেদে দ্বিবিধ। ঔপপাদিক দেহ মাতা-পিতার সংযোগ ব্যতীত অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। আর সাধাবণ দেহ মাতা পিতার সংযোগে উৎপন্ন হয়।

সু ২০। পশুজাতি ও পাবলৌকিক জাতি ভোগ-শরীরী জাতি, মানবজাতি কৰ্ম-শরীরী জাতি। ভোগ-শরীরী জাতি সকলে অস্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কৰ্মে-ন্দ্রিয় বা শ্রাণ, এই শ্রেণীভয়েব কোন এক বা দুই শ্রেণী অতিবিকশিত থাকে, এবং অপন্ন এক বা দুই শ্রেণী অবিকশিত থাকে। অথবা উক্তশ্রেণীত্ব পঞ্চ পঞ্চ ইঞ্জিয়েৰ মধ্যে কতকগুলি অতিবিকশিত থাকে, এবং অবশিষ্টগুলি অবিকশিত থাকে।

২০. হুত্রেৰ এক অসংখ্য আছে। পাবলৌকিক জাতিৰ মধ্যে সমাধিসিদ্ধ উচ্চশ্রেণীৰ দেবগণ, ষাঠাধেৰ সমাধি বল থাকতে পুনরায় হুগদেহ-গ্রহণ সম্ভবপর হয় না, ঔহাৰ্য্য অবশিষ্ট চিন্তাগমিকৰ্ম শেব করিয়া বিনুত হন যদিয়া ঔহাৰ্য্যকে শুদ্ধ ভোগ-শরীরী না বলিয়া, ভোগ ও কৰ্ম উভয় শরীরী বনা সম্ভব।

সু ২১। ঔকপ কৰণ-বিকাশেৰ অসামঞ্জস্যই জাতিৰ ভোগ-শরীরীভেব কারণ। যেহেতু কোন শ্রেণীৰ কতকগুলি ইন্দ্রিয় যদি অত্যাভ্যাপেক্ষা অতি-প্রবল হয়, তবে জীবের কৰণ-চেষ্টা সেই প্রবল কৰণেৰ সম্পূৰ্ণ অধীনভাবে নিপন্ন হয়। সুতরাং ২য় হুত্ৰাহুসারে সেই চেষ্টা ভোগমাত্র হইবে। সুতরাং তাদৃশ অসমঞ্জস্য-কৰণ-বিকাশযুক্ত শরীর, ভোগ-শরীরী হইবে।

দেব। ৭ অস্ত, কৰণমণ্ডল। শায়ে আছে, ইচ্ছানায়েই ৩২৭৭৭ ও হাদেৰ কাৰ্য্য সিদ্ধ

হয়। যেমন তাঁহারা যদি মনে করেন শত হ্রেশ দুবে যাহব, গমনি তাঁহাদের সুস্পর্শরীর তথ্য উপস্থিত হইবে (যেহেতু তাঁহাদের অন্তঃকরণ হৃৎসং হস্তা শক্তি প্রবল)। কিন্তু মানব সেরূপ হয় না। তাহা দর ইচ্ছামাত্রেরই গমন সিদ্ধ হয় না, কারণ তাহাদের গমনশক্তি ইচ্ছাব মত তুণ্যবিকশিত বলিদ্রা ইচ্ছার তত অধীন নহে, বত দেবতাদের গমনশক্তি তাঁহাদের প্রবলশক্তিত হস্তার অধীন। হৃৎসং মানব মনোরথের পরও সে কার্য করা উচিত কি অসুচিত, তাহা বিচার করিগা প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু দেবগণের মনোরথমাত্রেরই কাষা সিদ্ধ হয় বলিদ্রা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার সমতা থাকে না। তাই তাঁহাদের ভাবুশ চেষ্টা বয় হস্তাপুসারে ভোগ হইবে, কর্ত্ত্ব হইবে না। তাই তাঁহারা ভোগশরীরী। তথ্যকৃ কাঠিনের কাহাতে হস্ত গমনশক্তি অতিবিকশিত, কাহাতে লননশক্তি অতিবিকশিত (যেমন পুত্রিকাদির রাজী), তজ্জনা তাহার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া তাহাদের কার্য (অর্থাৎ ভোগ) হয়। তজ্জনা তাহাদের স্বাধীন কর্ত্ত্ব অত্যন্ত বা তাহারা ভোগশরীরী।

সূ ২২। সর্ক শ্রেণীর ও শ্রেণীস্ব সকল করণের বিকাশের সামঞ্জস্য হেতু মানবশরীর কর্মশরীর। মানব করণ সকলের বিকাশের সামঞ্জস্য দেব ও তির্যক্ জাতীয় করণ বিকাশের সহিত তুলনায় জানা যায়।

### ৬। আয়ু।

সূ ২৩। জাতি ও ভোগ রূপ কর্মফলের অবস্থিতিকালের নাম আয়ু। ফলের কাল যদি আয়ু হইল, তবে উক্ত ফলস্বয়ের উল্লেখ আয়ুও উক্ত হইবে; অতএব তাহা স্বতন্ত্র ফলরূপে গণনা করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, জাতি ও ভোগের অবস্থিতি-সমনয়ের হেতুভূত উপযুক্ত শারীরিক উপাদান জন্মের সঙ্গেই উদ্ভূত হইবার অবশ্য কারণ থাকিবে।

যেমন কর্মবিশেষে মানবজাতি ও তদনুযায়ী স্বখ-দুঃখ ভোগ প্রাপ্ত হওয়া গেল; কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ স্বল্পকাল কি দীর্ঘকাল থাকিবার হেতুভূত স্বল্পজীবী বা চিরজীবী শরীর গাথা হইতে হয়, তাহাই আয়ু।

কর্মের দ্বারা আশয় সঞ্চিত হয়, আশয় সঞ্চিত আশয় হইতে ভোগ হয়। অর্থাৎ জাতি-হেতু কর্মফলের জাতি, তেহা হেতু কর্মের ফল-ভোগ ব্যতী, কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ দীর্ঘকাল বা লক্ষ্যকাল থাকিবার যে কারণ, তাহাই আয়ু হেতু কর্মফল। হহা জন্মকালেই প্রাহুত হয়।

সূ ২৪। জন্মকালে আয়ুর প্রাহুত্ব সাধারণ উৎসর্গ বা নিয়ম। ফলতঃ দৃষ্টজন্মার্জিত কর্মের দ্বারা আয়ুর পরিবর্তন হইতে পারে। সেইরূপ জাতিয় এবং ভোগেরও চেব হইতে পারে।

ସୂ ୨୫ । ଅଧଃ ଓ ଉଃଧଃ ବୋଧ, କର୍ମସଂହାରବେଳେ ଭୋଗଫଳ । ଯାହା ଅଭିମତ ବିଷୟେ ଅଧୁକୂଳ, ସେହିରୂପ ଘଟିନାମ ଅଧଃବୋଧ ହୁଏ । ଯାହା ତାଦୃଶ ବିଷୟେ ପ୍ରତି-କୂଳ, ତାହା ହୈତେ ଉଃଧଃବୋଧ ହୁଏ ।

ଅଭିମତ ବିଷୟ ଦ୍ଵିବିଧ, ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟ—ଯେମନ୍ତ ମାତାର ନିକଟ ଯୁକ୍ତ କି କି ବିଶେଷ ଗୁଣ ମାତାର ଅଭିମତ, ତାହା ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟ ଯଥା—କୁସାର୍ତ୍ତର ନିକଟ ଅଥଚ କୁସା ଶାନ୍ତିରୂପ ବିଶେଷ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଣର ଜ୍ଞାନ ଅଭିମତ ।

ସୂ ୨୬ । ଅଧଃ ଓ ଉଃଧଃ ବୋଧ, କର୍ମସଂହାରବେଳେ ଭୋଗଫଳ । ଯାହା ଅଭିମତ ବିଷୟେ ଅଧୁକୂଳ, ସେହିରୂପ ଘଟିନାମ ଅଧଃବୋଧ ହୁଏ । ଯାହା ତାଦୃଶ ବିଷୟେ ପ୍ରତି-କୂଳ, ତାହା ହୈତେ ଉଃଧଃବୋଧ ହୁଏ ।

ସୂ ୨୭ । ଉକ୍ତ ଦ୍ଵିବିଧ ଇଞ୍ଚାପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଅନିଞ୍ଚାପ୍ରାପ୍ତି ପୁନଃ ଦ୍ଵିବିଧ, ସ୍ଵତଃ ଓ ପରତଃ । ଯାହା ନିଞ୍ଚେର ବୃଦ୍ଧି, ବିବେଚନା, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୃତିର ବୈଶାବନ୍ତ ଏବଂ ଅବ-ଶ୍ୟାବନ୍ତ ହୈତେ ହୁଏ, ତାହା ସ୍ଵତଃ । ଯାହା ନିଞ୍ଚେର ପ୍ରକୃତିଗତ ନିଶ୍ଚୟତା (ଯେ ଶୁଣେର ଘାବା ଇଞ୍ଚାପ୍ରାପ୍ତି ଘଟେ), ନିର୍ମଳଗତତା, ଅହିଃସ୍ରତା ପ୍ରଭୃତିର ଦ୍ଵାରା,—ଅଥବା ଅନୀକ୍ଷରତା, ମନ୍ଦଗତତା, ହିଃସ୍ରତା ପ୍ରଭୃତିର ଦ୍ଵାରା,—ଅଥବା ବାକ୍ତିର ମୈତ୍ରୀ, ଉପ-ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭୃତି, ବା ଦେହ ଅପଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତା ମତ୍ତବତ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ପରତଃ ।

ସୂ ୨୮ । ଇଞ୍ଚାପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ହେଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅତଏବ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧିରେ ଇଞ୍ଚାପ୍ରାପ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି, ଅତଏବ ଅଧଃ ଓ ଉଃଧଃ ବୋଧ ହୁଏ । ଶକ୍ତି ଅର୍ଥେ ମନ୍ତ୍ର କରଣଶକ୍ତି । ଯଥା—ଅନ୍ତଃକରଣଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଶକ୍ତି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି । ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିମାଣ ଉତ୍ତୟତଃ ଉତ୍କର୍ଷ ।

ସୂ ୨୯ । କର୍ମକେ କରଣ-ଚେଷ୍ଟା ଚଳା ହୁଏ । କରଣ-ଚେଷ୍ଟା ହୁଏତେ ତାହାର ସଂହାର ହୁଏ । ଚେଷ୍ଟା ପୁନଃ ପୁନଃ ହୁଏତେ ସେହି ସଂହାର ଶକ୍ତିରୂପ ହୁଏ, ସେହି ଚେଷ୍ଟାକେ କରଣତା ସହିତ ନିମ୍ନ କରେ । ଯେମନ୍ତ ପୁନଃ ପୁନଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଣା ଲିଖନ-ଚେଷ୍ଟାର ସଂହାର ସହିତ ହୁଏ, ତାହା ସହିତ ଲିଖନଶକ୍ତି ଜନ୍ମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହିତ ଶକ୍ତି ଲିଖନ-ରୂପ ଅଧିକଶୁଣାବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ ପରିଣତ ହୁଏ । କର୍ମଜନିତ ଏହି କରଣଶକ୍ତିର ପରି-ମାଣ ମାତ୍ରିକ, ବାଜସିବ ଓ ତାମସିବ-କେତେ ତିନିପ୍ରକାର । ମାତ୍ରିକ ପରିମାଣ-

কালক চেষ্টাব নাম সাধিক কৰ্ম, সাময়িক ও তামসিক কৰ্মও তদুপ  
পরিণামজনক ।

সূ ৩০। বাহুবলী সৰ্বলৈ নিয়ন্তৃত্ব হেতু ও সাধিকতাৰ প্ৰাবল্য হেতু,  
অন্তঃকৰণ বাহুবলী অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ । বাহুবলীৰ মধ্য জ্ঞানেঞ্জিয়, কৰ্মেঞ্জিয়  
অপেক্ষা, ও কৰ্মেঞ্জিয় প্ৰাণ অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ ।

যে জ্ঞাতিতে যত শ্ৰেষ্ঠ কৰণ সকলৰ অধিক বিকাশ, সেই জ্ঞাতি তত  
উৎকৃষ্ট । উৎকৃষ্ট জ্ঞাতিতে উৎকৃষ্ট শক্তিৰ সংযোগ হয়, সুতৰাং তাহাই জীবেৰ  
সমধিক উৎকৃষ্ট, সুখকণ্ড ও অভীষ্ট ।

প্ৰত্যেক জ্ঞাতিতে কৰণশক্তি বিকাশৰ একটা সীমা আছে । সুতৰাং সেই সকল  
শক্তি সুখসাধনে প্ৰযুক্ত হইয়া নিৰ্দিষ্ট পরিমাণে স্থাখাংপাখন কৰিতে পারে । অতএব যদি  
সেই নিৰ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সুখ ইষ্ট হয় তবে সেইজাতীয় কৰণশক্তিৰ অত্যধিক  
চেষ্টাভেদ (বা বৰ্ধের দ্বারা) ইষ্টপ্ৰাপ্তিৰ সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই । ইহা ২২শ নিয়মের অপবাদ ।  
২২শ নিয়মের আর এক অপবাদ এই যুগ সকলৰ অতিভাবাভিভাববৎ যত্ন হেতু কোন  
এক সপ্তম কৰ্মেৰ অত্যধিক আচরণ হলে সেই সপ্তম অতিভব হইয়া সাক্ষাৎ ফল প্ৰদান  
করে না এই মন্য কোন শিখণেৰ অধিক ও অধিক আৰাজ্ঞা বা লৌল্য কৰিলে তাহাৰ  
প্ৰাপ্তি ঘটে না । আৰাজ্ঞা কৰা কেবল ইষ্টপ্ৰাপ্তি কল্পনা কৰা মাত্ৰ । কল্পনাৰ ইষ্টপ্ৰাপ্তি বা  
সাধিকতাৰ বা ইষ্টপ্ৰাপ্তিৰ অতিভোগ হলে বাস্তবিক ইষ্টপ্ৰাপ্তিৰ সময় উপযোগী সাধিকতাৰ  
অতিভব হইয়া প্ৰাপ্তি ঘটে না । আমাদেৰ জীবন প্ৰধানতঃ আৰাজ্ঞা বহল । সেই  
আৰাজ্ঞাকে দমন কৰিলে তাহাও শক্তি সঞ্চিত হইয়া আৰাজ্ঞা সিদ্ধ বৰে । যেমন  
লাকাইতে হইলে পেছন হইতে সৰিয়া বেগ সঞ্চয় কৰিতে হয় এ নিয়মও তদুপ । তজ্জন্য  
আমাদেৰ প্ৰবৃত্তি প্ৰথম জীবন সংঘৰ্ণ (দানাদিও একপ্ৰকাৰ সংঘৰ্ণ) কামনাসিদ্ধি বা সুখকৰ ।

সূ ৩১। প্ৰকাশ ও সম্ভাব অল্পগত কৰ্ম, সাধিক কৰ্ম । অতএব যে  
যুক্তকল্পনাবতী ইচ্ছাব প্ৰাপ্তি ঘটে বা যাহা সত্য হয়, তাহা সাধিক, সেইকপ  
যে বিবেচনা বৰ্ণাৰ্হ হয়, তাহাও সাধিক । সমস্ত চেষ্টা সম্বন্ধে এই নিয়ম ।  
যে ইচ্ছা কল্পনা-বহল এবং স্বল্পপ্ৰাপ্তিকৰী তাহা বাজসিক । যে ইচ্ছা অযুক্ত-  
কল্পনাবতী, সুতৰাং সফল হয় না, তাহা তামসিক । বিবেচনাদি সম্বন্ধেও  
সেইকপ ।

ক, খ ও শ তিনজন বশিক । ক বিবেচনা কৰিবা বে জবা কৰ কৰিবা, তাহা হইতে  
পরে প্ৰভূত লাভ হইল । ক-এর সেই বিবেচনা সাধিক, অৰ্থাৎ সেই সময় পূৰ্ণকৰ্মেৰ ফল  
স্বৰূপ সাধিকতা তাহাৰ চিন্তে উদ্ভিত ছিল এবং বিবেচনায় অল্পপ্ৰাপ্তি হইয়াছিল । সৰণ  
প্ৰকাশক বশিৰা তাহাৰ বিবেচনা বৰ্ণাৰ্হ হইল ।

খ যে ভ্রম্য ক্রম করিল, তাহাতে সে যেকোন বিবেচনা বরিয়াছিল, সেজন্য লাভ না হইয়া  
অন্যবিধানে লাভ হইল। অতএব খ এর বিবেচনা সেই সময়ে পূর্নকর্তৃত্ব প্রাপ্তিকতা  
যায়া অসুপ্রতিষ্ঠ ছিল বলিতে হইবে। তাহার বর্ণনা যত বহুল ছিল, ফল তত বহু হইল না।

গ যে ভ্রম্য বিবেচনা করিয়া ক্রম করিল এবং তাহাতে যেকোন লাভ করিবে বিবেচনা করি-  
য়াছিল, ফলে ঠিক তাহার বিপরীত হইল। অতএব তাহার সেই সময়কার বিবেচনা  
তামসিক ছিল, বলিতে হইবে। তনোত্তমের উদ্দেশ্যে তাহার বিবেচনা অসৎ বা বিপরীত  
হইল।

সূ ৩২। ইচ্ছাপূর্নক জীব কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়। ইচ্ছা দুইপ্রকারে হয়, (১) বিবেচনা বা বিচারপূর্নক, (২) স্বাবসিক নিশ্চয়পূর্নক। বিদিত হেতু-মূলক নিশ্চয়ের নাম বিবেচনা বা বিচারপূর্নক, আব যে নিশ্চয় নহে পরতঃ হয়, তাহার কোন নির্ণীত হেতু বিদিত হওয়া যায় না, তাহা স্বাবসিক নিশ্চয়।

সূ ৩৩। পূর্নক যেকোন বিবেচনার ত্রিগুণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, স্বাবসিক নিশ্চয়েরও সেইরূপ ত্রিগুণত্ব আছে। যে স্বাবসিক নিশ্চয় ফলে যথার্থ হয়, তাহা সাধিক, যাহা কতক পরিমাণে যথার্থ হয়, তাহা বাচসিক, যাহা বিপরীত হয়, তাহা তামসিক।

দুঃস্থ আত্মারের মূহা ঘটলে যে অনেকের দোষনত অথবা দুঃস্থ জ্ঞান দুষ্ট হয় তাহা স্বাবসিক নিশ্চয়ের উদাহরণ। অনেক ব্যক্তি যে প্রাক্তনিক নিশ্চয় হইতে নৌকাবোহাদি কার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিপদাদি হইতে উত্তীর্ণ হয় দেখা যায়, তাহা স্বাবসিক নিশ্চয়ের সাধিকতার উদাহরণ। নির্দিষ্ট স্বাধিকার করিয়া যে মনে ক নিপদগন্ত হয়, তাহা স্বাবসিক নিশ্চয়ের তামসিকতার উদাহরণ (১২০ পৃষ্ঠা প্রথমা)।

সূ ৩৪। সূত্র ৩ ভ্রম্য ত্রিবিধ, (১) সন্ধ্যবসায়জাত, (২) অল্পব্যবসায়জাত, (৩) বদ্ধব্যবসায়জাত। যে সূত্র বা ভ্রম্য প্রত্যক্ষ ও শাব্দিকভাব সহগত, তাহা সন্ধ্যবসায়জাত। যাহা অতীতানাগত বিষয়ে চিন্তা সহগত (শঙ্কা আশাদি-জনিত), তাহা অল্পব্যবসায়িক। আব যাহা নিদ্রাদি রুদ্ধাবস্থার অন্তর্গত এবং অক্ষুণ্ণ ভাবে অসুপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহা বদ্ধব্যবসায়িক, যেমন সাধিক নিদ্রাজাত সূত্র। প্রভূত সমস্ত বোধই হয় সূত্রকব, নয় ভ্রম্যকব, নয় মোহকব (মোহও ভ্রম্যের অন্তর্গত)।

সূ ৩৫। সন্ধ্যবসায়িক সূত্র যাহা শাব্দিক ও ঐন্দ্রিয়ক বোধসহগত, তাহা ঐ ঐ কবণেব সাধিক ক্রিয়া হইতে হয়। সন্ধ্যবসায়িক প্রকাশাদিক, অতএব যে শাব্দিকাদি বিচার কণ পূর্ণ সূত্রকবণ অথচ যাহা অন্তর্নিহিতসাধ্য ও অন্ত



জাড্যভাস্পন্ন, তাহাই সাত্বিক শারীরাদি কৰ্ম হইবে। সুখকব ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উক্তলক্ষণ বস্তু হইতেই আমাদের সমস্ত সুখ হয়। সকলেই জানে যে, সহজ ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়া করিতে আমাদের অধিক শক্তি চালনা করিতে না হয়, তাহা হইতেই সুখ হয়; ১২৯ পৃষ্ঠে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এহলে প্রযোজ্য। যে ব্যাপারে ক্রিয়া অধিক, অর্থাৎ বাহ্যতে জাড্যভাব অত্যধিক অভিব্যক্ত করিতে হয়, তাদৃশ রাজস বা জাড্যতা ও প্রকাশের অন্নতা যুক্ত করণ কার্যের বোধ হইতে হুঃখ হয়। আর যে ক্রিয়াতে জাড্যভাব আধিক্য, প্রকাশ ও ক্রিয়ার অন্নতা, তাদৃশ তামস করণ-কার্যের বোধ হইতে মোহ হয়।

ব্যায়াম করিলে যতক্ষণ সহজতঃ করা যায় ততক্ষণ সুখবোধ হয়, পরে ক্রিয়ার আধিক্যে কষ্টবোধ হইতে থাকে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তবে সুখ হয়। আর অত্যধিক ক্রিয়া করিলে যে জড়ভাব অবির্ভাব হয়, তাহা মোহ।

সূ ৩৩। যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নিদ্রা পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়, সেইরূপ সব, বহুঃ ও তমোগুণের অপর বৃত্তি সকলও প্রতিনিয়ত পর্যায়ক্রমে আসে যায়। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সাত্বিকতা, তৎপরে রাজসিকতা ও তৎপরে তামসিকতা, তৎপরে পুনশ্চ সাত্বিকতা ইত্যাদিক্রমে আবর্তন হইতেছে। তজ্জন্ত কোন সময় চিন্তেব প্রসারাদি, কোন সময় বা বিক্ষেপাদি আসে। কথায়ও বলে—‘চক্রবৎ পবিবর্তন্তে হুঃখানি চ সুখানি চ’। সাত্বিককন্দের বহুল আচরণে সাত্বিকতার ভোগকাল বাড়াইয়া অধিকতর সুখলাভ হইতে পারে। রাজস ও তামস কর্মেরও তদ্রূপ নিয়ম। শুদ্ধ সম্ভাবসায়িক নহে, আত্মব্যবসায়িক ও রজ্জ্ব ব্যবসায়িক সুখ হুঃখেও উপরি উক্ত (৩৫।৩৬ হুক্ত) নিয়ম প্রযোজ্য। সাত্বিকতার বৃদ্ধি নিয়মিত চেষ্টার দ্বারা করিতে হয়, এবং বারে উহা সাধা নহে।

সূ ৩৭। দৃষ্টজন্মবেদনীয় ক্রিয়মাণ কৰ্ম হইতে সৰ্বদাই শরীরেন্দ্রিয় ক্রিয়া-ঘনিত সুখ হুঃখ হয়। পূর্বাঙ্কিত কৰ্ম হইতেও তাদৃশ সুখ-হুঃখ হয়; তবে পূর্বসংস্কার হইতে প্রায়শঃ গৌণ উপায়ে সুখ হুঃখ হয়। অর্থাৎ পূর্ব সংস্কার হইতে ঐশ্বর্য (যে শক্তি দ্বারা ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে তাহা ঐশ্বর্য) বা অনৈশ্বর্য প্রারম্ভ (বা উদিত) হইয়া তৎকাল ক্রিয়মাণ কৰ্ম হইতে সুখ হুঃখ সম্ভবিত হয়।

সূ ৩৮। কৃষ্ণ, শুক্ল, শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্রাকৃষ্ণ, দুঃখ হুখ ফলাহুসাবে কর্ম্ম এই চতুর্ধা বিভক্ত করা হইয়াছে। কৃষ্ণ কর্ম্মের নান পাপ বা অধর্ম্মকর্ম্ম এবং শুক্রাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম সাধারণতঃ ধর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হয়।

যাহার ফল অধিক দুঃখ, তাহা কৃষ্ণ কর্ম্ম। যাহার ফল হুখ-দুঃখ নিমিত্ত, তাহার নাম শুক্ল কৃষ্ণ, যেমন হিংসানাশা যজ্ঞাদি। আর যাহার ফল অধিক পরিমাণে হুখ, তাহা শুক্ল কর্ম্ম। যাহার ফল হুখদুঃখশূন্য শান্তি, তাহা শুধাধিকারবিভোদী, তাহা অশুক্রাকৃষ্ণ কর্ম্ম।

সূ ৩৯। “যাহার দ্বাবা অভ্যাদয় ও নিশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, তাহা ধর্ম্ম,” ধর্ম্মেব এই লক্ষণ গ্রাহ্য। তন্মধ্যে যাহা দ্বাবা অভ্যাদয় বা ইহামুক্তেব হুখলাভ হয়, তাহা অপন্ন-ধর্ম্ম (শুক্ল ও শুক্ল-কৃষ্ণ)। এবং যাহা দ্বাবা নিশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, তাহা পবন-ধর্ম্ম (অশুক্রাকৃষ্ণ), “অন্নস্ত পবনো ধর্ম্মো বদ্বোগেনান্নদর্শনম্”।

সূ ৪০। পঞ্চপক্ষী অবিজ্ঞা (অবিজ্ঞা, অস্মিতা [করণে আয়ত্তাখ্যাতি], বাগ, হেধ ও অতিনিবেশ) সমস্ত দুঃখেব মুগ কাবণ (সাংখ্যাশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য)। অতএব অবিজ্ঞার বিরোধী কর্ম্ম দুঃখনাশক বা ধর্ম্মকর্ম্ম হইবে। আব অবিদ্যার পোষক কর্ম্ম অধর্ম্মকর্ম্ম হইবে।

সমস্ত ধর্ম্মের প্রশংসনীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বিস্তর করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহার সকলই এই মুগ লক্ষণের অন্তর্গত। সকলমতে এই কষ্টপ্রকার কষ্টকে প্রধানতঃ ধর্ম্মবর্ধ্ব্ব বলা হয়, যথা, (১) ঈশ্বর বা মহাত্মার উপাসনা, (২) পরদুঃখবোধন, (৩) অজ্ঞানংঘন, (৪) ক্রোধাদি ভ্যাগ।

উপাসনার ফল চিত্তৈহুর্ঘ্যা ও সন্দর্শোৎপাদ। চিত্তৈহুর্ঘ্যা—চাকল্য বা রাজনিকতা নাশক—বিষয়প্রহরণবিরোধী—আত্মপ্রকাশকারক = অনায়াত্মন হুতরাং অবিদ্যার বিরোধী। সন্দর্শোৎপাদ—ঈশ্বর বা মহাত্মাকে সদ্গুণের আদ্যার স্বরূপে অহুঙ্গণ চিত্ত্য করতে চিত্ত্যকারীতেও সদ্গুণ বা অবিদ্যাবিরোধী গুণ বর্ধ্ব্বায়। অতএব উপাসনা ধর্ম্মোৎপাদক কর্ম্ম হইল। পরদুঃখবোধন—অবিদ্যাভূজিত আয়ত্বাক্ততা ত্যাগ—(১) দান বা ধনগত অমতাত্যাগ, হুতরাং অবিদ্যাবিরোধী—(২) সেবা বা শ্রমদান, হুতরাং অবিদ্যাবিরোধী। দান ও সেবার কিরূপে হুখ হয়, তাহা ৩০শ সূত্রে দ্রষ্টব্য। অজ্ঞানংঘন—বিষয়বাহ্যারবিরোধী, হুতরাং অবিদ্যাবিরোধী। ক্রোধাদিরূপে আবদ্যাক, হুতরাং উদ্বিগ্নোদী ক্ষমা অহিংসাবি ধর্ম্মকর্ম্ম হইল।

এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মেই ‘অবিদ্যা,২ বিরোধিত’ লক্ষণ পাওয়া যায়। ভগবান মনু মূল ধর্ম্ম সকল এইকণ সপদা করিয়াছেন, যথা—যুতি, ক্ষমা, ধন, অ শূদ্র, শৌচ, স্প্রিৎনিগ্রহ, বী, বিদ্যা, সত্য এবং অংরাণ। এই ধর্ম্ম ধর্ম্ম বাহ্যেও আ.হ, শিদি ধাত্মিক এবং ই সবদা ধিনি

নিজে ত আনিব র চেষ্টা করেন তিনি ধর্মচাঙ্গী । ইধ রাগাণনা সাক্যে ধম্ম তাহে শবে উহা ধম্ম সকলকে আনয় করিবার প্রবৃষ্ট উপায় তাই বহু উহা গণনা করেন নাই ।

ধম্মের বিপন্নীত কল্পই পাপকল্প শুদ্ধারা অ বহ্যা পরিপুষ্ট হয় । হি না, জোব বিবহ-  
চিন্তাদি ননত হু থবর অধমকর্মেই ঐনমগ ফ্রাও ।

সূ ৪১ । তপঃ, ধ্যান, অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতি যে সমস্ত ধম্ম বাহ্যোপকরণ নিবপেক্ষ বা বাহ্যতে পবেব অপকাবাদির অপেক্ষা নাই তাহা শুক্ল বদ্ব, তাহাব ফল অবিনিশ্র সূখ । আর যজ্ঞাদি যে সমস্ত কস্মে পবাপকাব অহাঙ্গী, তাহাতে হুঃখ ফলও মিশ্রিত থাকে । যজ্ঞাদিতে যে সৎবমদানাদি অঙ্গ থাকে, তাহা হইতে ধম্ম হয় ।

যজ্ঞাদি হইতে যে দৃষ্ট বা সৃষ্ট ফল হয়, তাহা সেই কৰ্মের স্বাভাবিক ফলস্বরূপ । তাহার কোন কল্পবিধাতা পূর্বব নাই । পূর্বসীমা নকরণ মন্ত্রের অতিরিক্ত ইন্দ্রাদি দেবতা স্ত্রীকার করেন না । অতএব মন্ত্রই উহাদের মতে ফলপাতা । মন্ত্র কেবল সকলের তাহা নাত্র । অতএব ম যত হোতৃনগণীগণের দৃঢ় মন্ত্র হইতে যজ্ঞের দৃষ্টফল সকল হয় । একপ্রকার যোগ আছে তাহাকে সূত পাওয়া বলে । তাহাতে যোগী নিজে ক এক অন্য (বৃত্ত) ব্যক্তি মনে ব র । যাহাদের কিছু মেমুনেরিক শক্তি আছে তাহাব নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ রোগ আরাম করিতে পার । তদ্বাধা এক প্র ক্রমা অশ্রিত আহুতিপ্রদ ন । অশ্যেক অ হুতি প্রদানে যোগী (দূরে থাকিলেও) হোতার মন্ত্রগাথায় বেননা অনুভব করি ত থাকে লোকে মনে করে যন্ত্রবিধে বর দ্বারা ঐরূপ হয় কিন্তু আমরা যোগী গাথা বেকোন শব্দ স্ফাটন করিয়া বা না করিয়া কেবল মন্ত্রের দ্বারা ঐপ্রকার ফল উৎপাদন করিয়াছি । অতএব হোতার মন্ত্র ও দালৈবিশ্বস্ত মন্ত্রক মর প্রধান মনক । এগৌন তপস্বী কবিগণের দ্বারা ঐরূপে আশুর্বা ফল উৎপাদিত হইত । তজ্জন্য জৈমিনির মর্মে তপবিধাতা যজ্ঞাদি দেবতা অনীকৃত । যজ্ঞান্তৃত ম যমাবির দ্বারা যজ্ঞের অবৃষ্টফল উৎপন্ন হয় ।

শাস্ত্রে নামান্য সামান্য কৰ্মে অস ধার্ষণ ফলশ্রুতি আছে (যেমন ত্রিকোটিলুপনুস্বয়ং) । তদূপ ফল কার্যাব্যবগটত হুতে পারে না তদন্য কেহ কেহ ইধ কে কৰ্মফলমাতা স্ত্রীকার করেন । ঐরূপ ফলশ্রুতি অর্থাব মাত্র শনিয়া বিজ্ঞান প্রহণ করেন, কারণ উহা যথার্থ প্রহণ করি ল সকল শত্রু বার্থ হয় । যেনম তীর্থবি শবে মার করিলে পুনর্দেয় হয় না, ইহা যদি অর্থাব বলিয় না ধরা যায়, তপে উপনিষদ ধম্ম বার্থ হয় । তদন্য ঐপ্রকার ফলশ্রুতি উপহরণ মইয় ইধ মর মন্ত্রনির্ঘর বা কে ন তদ্বিচার করা হইতে পারে না ।

সূ ৪২ । সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত সোগ এবং তাহাদের সাধক কস্ম সকল অতন্ত্রাক্ষয় । শুদ্ধারা সর্বাণেশা শ্রেষ্ঠ ফল শাধনী পাতি লাও হয় বলিয়া তাহার নাম পরম ধম্ম ।

প্ৰৱাসি জিবিব কৰ্মেৰ সংস্কাৰ ধৰণবৰ্ণেৰ পৰিপূৰ্ণকাৰক, এৰ অশ্ৰুত্ৰাণ্য বশেৰ সংস্কাৰ চিত্তেজ্জিহেৰ নিবৃত্তিকাৰক । মুমুক্ষু যোগিগণেৰ তনুই আক্ৰান্তক । যোগ হুৎ-প্ৰকাৰ, সঙ্গ্ৰজাত ও অসঙ্গ্ৰজাত । সাধাঃপঃ চিত্ত শিষ্ট, হৃৎ ও নিশ্চিন্ত ভূমক । বিস্ত যদি অতিনিয়ত (প্ৰাণাসংহোঃখ পথি ১৮নু বা) এত বিধেৰ অঙ্গ অধ্যায় করা বায়, তবে চিত্তব যে একবিষয়প্ৰবণতা ঘটায় হয়, তাহাকে একাগ্ৰভূমিকা বশে । বিশিষ্টপাৰি ভূমিকাতে অনুমান বা সাক্ষাৎকাৰ কৰিয়া যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা যিহেৰ বিবেকপ্ৰভাৰঃহেতু সৰ্বকালস্থায়ী হইতে পারে না । যখন জ্ঞান উদিত থাকে, তীব জ্ঞানীৰ জায় আচরণ কৰে, গৰে অজ্ঞানেৰ ছায় আচরণ কৰে । কিন্তু একাগ্ৰভূমিকায় যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তে সৰ্বকালস্থায়ী হয় ; কাৰণ তখন চিত্তেৰ একগ দস্তাব হয় যে, তাহা যাহা ধৰিলে, তাহাতেই অধৰহঃ থাকিচে পাৰিবে । একগ প্ৰব স্মৃতি যুক্ত চিত্তেৰ তত্ত্বজ্ঞানেৰ মান সম্প্ৰজ্ঞাত যোগ । তাহাই বেশমূলক কৰ্ম-বাসনা-নাশকাৰী প্ৰজ্ঞা বা 'জ্ঞান' (জ্ঞানায়ঃ সৰ্পকৰ্ম্মাণি তপ্তন্যং বুদ্ধেহর্জুন) । বিৰূপে সেই জ্ঞান ক্ৰমাৎ-বপ্ৰ-বাসনা নাশ কৰে, বলা ঘাইতেছে । ননে বত, জ্ঞানীৰ জ্ঞেধেৰ স'ম্ব'ৰ আছে সাধাৰণ অবস্থায় ভূমি জেধ হেৰ বজিয়া বুদ্ধিগেও সেই সংস্কাৰ বশে সময়ে সময়ে জ্ঞেধেৰ উদয় হয় । বিস্ত একাগ্ৰভূমিকায় যদি ভূমি জেধ হেৰ 'জ্ঞান' কৰিয়া অজ্ঞেধতাৰকে উপাধেৰ 'জ্ঞান' বত, তবে তাহা জ্ঞেধেৰ চিত্তে নিয়তই থাকিবে, অথবা জ্ঞেধেৰ হেতু হইলে তাহা তৎসংগে অধৰণাৰচ হইয়া জেধকে আনিত্তে দিবে না । অতএব জেধ যদি বৰ্ধণও না উঠিতে পারে, তবে বলিত্তে হইবে, সেই প্ৰজ্ঞায় বা 'জ্ঞানেৰ' দ্বাৰা জেধ বাসনাৰ ক্ষয় হইল । এইৰূপে সমস্ত দুষ্ট ও অশিষ্ট কৰ্ম বাসনা সম্প্ৰজ্ঞাত যোগেৰ দ্বাৰা নষ্ট হয় । সমস্তপ্ৰকাৰেৰ বাসনা (প্ৰোক্তভূমি প্ৰজ্ঞায় দ্বাৰা) নষ্ট হইলে নিৰোধ-সমাধি যখন অতিনিয়ত চিত্তে উদিত থাকে, তাহাকে নিৰোধভূমিকা বা 'অসম্প্ৰ-জ্ঞাত যোগ বা কৈবল্যমুক্তি বলে ।

চিত্ত যখন পরবৈরাগ্যেৰ দ্বাৰা অধাৰ্কে বীন হয়, তখন তাহাকে নিৰোধ সমাধি বলে । একবার নিৰোধ হইলেই যে তাহা সৰ্বকাল্ৰে জগ্ন থাকিবে, তাহা নহে । নিৰোধেৰও সংস্কাৰ প্ৰতিষ্ঠ হইয়া পরে সৰ্বস্থায়ী বা নিৰোধ ভূমিকা হয় । সঙ্গ্ৰজাত-বিসঙ্গ্ৰণ যদি একবাব নিৰোধেৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত আত্মত্বৰূপ সাক্ষাৎ কৰিতে পাবেন, তবে তাহাধিগকে জীবমুক্ত বলা যায় ।

‘যস্মিন্ কালে শ্ৰমায়ানং যোগী জ্ঞানাত্তি কেবলম্ ।

তস্মাৎ কাণাৎ সৰ্বাৰভা জীবমুক্তো ভবত্যসৌ ॥’

পরে নিৰোধ-ভূমিকা অৱস্ত হইলেই জ্ঞানীৰেৰ বিদেহবৈবলা হয় । যখন চিত্তনিৰোধ সত্যক আয়তানীৰ হয়, তখন সক্তি কৰ্ম বাসনাৰ জায় ক্ৰিয়মাণ বশেৰ বাসনাও আয় কলবণী হইতে পাৰ না । যেমন চক্ৰ ঘূৰাইয়া দিলে তাহা কতবন্ধৰ দিগ্ৰেবে ঘূৰে, সেইৰূপ যে কৰ্মেৰ বশ আৱক হইয়াকে, তাহাৰা ফলঃ স্বীয়মাণ হইয়া শেষ হয় । ইহাকে 'ভোগেৰ

যারা কর্মপর বলে । একাত্তরিক ও নিরোধাত্তরিকাবী যোগীদেরই একল হরু পাধারন মানবেহ হর না ।

এহ করটী সাধারনতম নির নর দারা কর্মতত্ত ডনষ্ট হহল । স্থাণাতাবে বিহক বিচার ও এনাগাধি উহ ত হহল না । কেবল কর্ণের দারা কিরুপে মানবেহ জীবনের ঘটনা সকল চটে শিহা এই নিরম থাটাইয়া নাধাধিতাবে কুস্থিতে পারা বাহিবে । বিশেষ জ্ঞানের অন্য যোগজ প্রজ্ঞা আবশ্যক ।



॥ ॐ नमः परमपंथे ॐ ॥

सांख्ययोगनिधानस्य श्रीभास्वत्प्रज्ञयोगिनः ।  
आसीत् परंस्वभारख्यः शिष्यो योगविदां वरः ॥  
ततस्त्रिपुत्थरख्यश्च भूपयामास मेदिनीम् ।  
तस्य शिष्यवरोऽभूच्च श्रीत्रिलोकी मुनीश्वरः ।  
कार्यनिष्ठां यस्य पुण्यां ज्ञानमाप ह्यतीन्द्रियम् ॥  
स आभावहितत्वादि अकुर्वन्नपि सर्वदा ।  
भोक्तुं पाणिनियोगन्तु विचचार महीतले ॥  
ध्यानादिभिः समाकीर्णं वने ध्यानमतीन्द्रियम् ।  
महीपृष्ठे गेयानः स करोति स्म शुचिस्मितः ॥  
श्रीपरमगुरुभ्योऽथ त्रिलोकीगुरवे तथा ।  
प्रमानन्दाय दीनस्य चाचार्याय नमोऽस्तु मे ॥

शभाश्रमपदं रम्यं कापिनाख्यं सुपावनम् ।  
सांख्ययोगश्रुतिज्ञानयज्ञगान्धेव संस्थितम् ॥  
तटे सुरतरङ्गिण्या दधाति मनसो सुदम् ।  
सुसुप्तपदसंस्थानां मतां समदृशा सदा ॥

